www.MurchOna.com

This Book Is Collected, Re-Edited & Resized by MurchOna.com

কালোচিতার ফটোগ্রাফ

এ যেন স্বর্গের সিঁড়ি, উঠছে তো উঠছেই, শেষ আর হয় না। এই পাহাড়ি শহরটার নিচ থেকে ওপরে শর্টকাট পথ তৈরি করতে এমন বেশ কয়েকটা সিঁড়ি ছড়িয়ে আছে এখানে-ওখানে। বাজার থেকে জিনিসপত্র কিনে বড় প্যাকেটে পুরে সেটা বুকের ওপর চেপে ধরে তার একটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিল মতিলাল। আজকাল টানা উঠতে বুকে হাঁপ ধরে। হঠাৎ তার নজরে পড়ল একেবারে ওপর থেকে একটি মানুষ তরতরিয়ে নিচে নেমে আসছে। এ নিশ্চয়ই কোনও ডানপিটে তরুণ, নইলে ওই গতিতে নামার কথা চিন্তা করত না। ওভাবে নামতে হলে রীতিমতো অভ্যস্ত হওয়া দরকার। মতিলাল সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। সিঁড়িটা চওড়া নয়, একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে খাদ। কিন্তু সে ভালো করে সরে যাওয়ার আগে ছেলেটি তাকে মৃদু ধাক্কা মেরে নিচে চলে গেল একটুও গতি না কমিয়ে। আর ওই সামান্য ধাক্কাতেই মতিলালের হাতের প্যাকেট ছিটকে পড়ল মাটিতে। বেরিয়ে এল চিনি-চায়ের ছোট্ট প্যাকেটগুলো, দুটো ম্যাগাজিন।

চাপা গলায় গালাগালি করতে-করতে উবু হয়ে বসে সে প্যাকেটদুটো এবং ম্যাগাজিন তুলছিল। যৌবনের শুরুতে মানুষ নিজেকে কী না কী মনে করে। ভাগ্যিস এই প্যাকেটগুলো ছিঁড়ে যায়নি। উঠে দাঁড়াবার আগে সে যে জিনিসটাকে দেখতে পেল সেটা তার নয়। একটা সেলোফেন কাগজে মোড়া বস্তু পড়ে আছে পায়ের কাছে। হাত বাড়িয়ে তুলেই বুঝতে পারল জিনিসটা বেশ ভারী। মতিলাল নিশ্চিত যে ওই অতি স্মার্ট ছেলেটি ধাক্কার সময় টের পায়নি জিনিসটা পড়ে গেছে। সে নিচের দিকে তাকাল। ছেলেটি এবার সিঁড়ি থেকে নেমে বাজারের দিকে যাচ্ছে। পরনে নীল জিনস্ এবং ওপরে চামড়ার জ্যাকেট, মাথায় একটা সাদা টুপি। সে চিৎকার করে ডাকার চেষ্টা করল কিন্তু ছেলেটা মুখ তুলল না। মতিলাল জিনিসগুলো নিয়ে যতটা সম্ভব জোরে নিচে নামতে লাগল। আজকাল ধীরেসুস্থে হাঁটাচলায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে। কিন্তু ছেলেটাকে ধরতে হবে বলে সে জোরে নামছিল। বেচারা হয়তো এখন টের পাবে না জিনিস পড়ে গেছে। যখন পাবে তখন আফসোস করবে। তাই এখন ওটা ওকে ফেরত দিয়ে কিছু কথা শোনানো যেতে পারে।

নিচে নামার পর সে ছেলেটাকে দেখতে পেল না। ওপর থেকে সে দেখেছে ছেলেটি গিয়েছে বাজারের দিকে। অতএব সেদিকেই চলল সে। সাদা টুপি চামড়ার জ্যাকেট পরা মানুষের চেহারা খুঁজে-খুঁজে একসময় ক্লান্ত হয়ে গেল মতিলাল।

এখন কী করা যায়? অন্যের জিনিস বাড়ি বয়ে নিয়ে যাওয়া কোনও মানে হয় না। আবার যেখানে পেয়েছিল সেখানে ফেলে রেখে যেতেও ভদ্রতায় লাগছে। এই দোকানদারদের কাছে দেওয়ার চেয়ে সবাইকে জানিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত। সে সেলোফেনের মোড়কটা ধীরে-ধীরে খুলছিল। কী জমা দিচ্ছে তা দেখেই জমা দেবে। হঠাৎ মোড়কের ফাঁক দিয়ে একটা সরু কালো নল বেরিয়ে আসামাত্র সে চমকে উঠল। হায় ভগবান! এটা একটা পিস্তল! সে তাড়াতাড়ি মোড়কটা জড়িয়ে

www.MurchOna.com

এপাশ-ওপাশ তাকাতেই দেখল এক মাঝবয়সি গোঁফওয়ালা লোক চট করে চোখ সরিয়ে নিল। লোকটা কি পিস্তল দেখতে পেয়েছে? বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটছিল কেউ। মতিলাল বুঝতে পারছিল না তার কী করা উচিত। এই পিস্তল আইনি না বেআইনি তাই বা কে জানে। যদি ছেলেটা এই আইনসঙ্গত মনে করত তা হলে কি ওভাবে ফেলে যেত। এত ভারী জিনিস যখন পড়েছিল তখন কোনও আওয়াজ কানে যায়নি তো? আচ্ছা, এমন হতে পারে ছেলেটা এই পিস্তলের কথা জানেই না, তার হাত থেকে কিছু পড়েনি ওখানে। পিস্তল অনেক আগে কেউ রেখে গিয়েছিল ওখানে। না হলে পড়ার সময় নিশ্চয়ই আওয়াজ পেত সে। অন্য কারও পিস্তল সে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে। পুলিশকে গিয়ে এই কথা বলে পিস্তল জমা দিলে ওরা বিশ্বাস করবে? গত কয়েক মাস ধরে উগ্রপন্থীদের ধরার জন্য পুলিশ মরিয়া হয়ে উঠেছে। এই পাহাড়ি শহরে এখন সামান্য গোলমাল হলে ব্যাপক ধরপাকড় হয়। কিছুদিন আগে উগ্রপন্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে কারও-বা-কারও মৃত্যু খুব স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। এখন অবস্থা কিছুটা শান্ত হলেও পুলিশ সহজে তার কথা বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এই বাজারের রাস্তায় পিস্তল হাতে কেউ যদি তাকে ধরে তা হলেও তো কৈফিয়ত দেওয়ার কিছু থাকবে না। মতিলাল আর ভাবতে পারছিল না। মোড়কটাকে বড় ব্যাগের ভেতরে চালান করে দিয়ে সে মুখ তুলতেই দেখল গোঁফওয়ালা লোকটা আবার তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল। তার মানে ওই লোকটা তাকে লক্ষ করছে। কেন? পা-দুটো হঠাৎ দুর্বল হয়ে গেল ওর। লোকটা কী করে জানল তার কাছে পিস্তল আছে? সে এই প্রশ্নের জবাব না পেয়ে নিজেকে বোঝাল হয়তো অন্য কারণে লোকটা তাকে লক্ষ করছে। এখন সর্বত্র পুলিশের লোক ছড়ানো। বাজারে ফিরে এসেও কেনাকাটা না করে ব্যাগ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে ওর সন্দেহ হতে পারে।

মতিলাল পা চালাল। কিছুটা যাওয়ার পর মুখ ফিরিয়ে পেছনে তাকিয়ে সে আর গোঁফওয়ালা লোকটাকে দেখতে পেল না। ওর মন একটু হালকা হল। খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে ধীরে-ধীরে ওপরে উঠে এল সে। লোকজন অবশ্য ওঠানামা করছে কিন্তু সন্দেহ করার মতো কাউকে তার চোখ পড়ল না।

একপাশে ঢালু পাহাড়, অন্যপাশে সুন্দর বাড়িগুলো। দুপুর গড়ালেই রোদ এসে পড়ে এখানে আবহাওয়া ভালো থাকলে। মতিলাল একটু দ্রুত হাঁটছিল। রাস্তা থেকে কয়েক ধাপ উঠে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে সে নিজের বাড়ির দরজার সামনে পৌঁছে গেল। তালা খুলে ভেতরে ঢুকে আগে বড় প্যাকেটটাকে টেবিলের ওপর রাখল। দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে সে প্যাকেট থেকে সেলোফেনের মোড়কটাকে বের করে সন্তর্পণে খুলতে লাগল। হ্যাঁ, সত্যি-সত্যি এটা একটা পিস্তল। পিস্তলটা রাখা হয়েছে একটা রবারের খাপের মধ্যে। মতিলালের মনে হল এই কারণে সিঁড়ির ওপর পড়া সত্ত্বেও কোনও আওয়াজ কানে আসেনি। পিস্তলকে রবারের খাপে রাখার নিয়ম কি না তার জানা নেই। সে দেখল অস্ত্রটির বুকের ভেতর গুলি ভরা আছে। অর্থাৎ এখনই ব্যবহার করতে চাইলে কোনও অসুবিধে নেই।

পিস্তলটা হাতে নিয়ে চেয়ারে বসে সে বাইরের দিকে তাকাল। কাচের জানলার বাইরে তখন কাঞ্চনজঙ্ঘা ঝকঝক করছে। দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়। মতিলাল

পৃথিবীর সবাইকে এখন ক্ষমা করে দিল। যারা তার শত্রুতা করেছে, যাদের সে সহ্য করতে পারে না তার লিস্ট তৈরি করতে হলে প্রথমে সুভদ্রার নাম লিখতে হয়। সে একা থাকে। এই ছোট্ট বাড়িটায় একা থাকতে তার খারাপ লাগে না আজকাল। তবু সুভদ্রা তাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। পিস্তলটা যদি কারও ওপর ব্যবহার করতে সে বাধ্য হয় তা হলে প্রথমে সুভদ্রা। মতিলাল চোখ বন্ধ করল। তার বন্ধ চোখের পাতায় এখন সুভদ্রার মুখ! ফোলা-ফোলা চোখ, সবসময় কিছু একটা ভেবে চলেছে। বিশ্বাস শব্দটি ওর অভিধানে নেই। গুলিটা ছুড়লে ঠিক কোথায় গিয়ে লাগলে সুভদ্রাকে কেমন দেখাবে তা ভেবে পাচ্ছিল না মতিলাল। ধীরে-ধীরে মুখটা তার কাছে অন্যরকম হয়ে গেল। যতই ঝগড়া করুক, গালমন্দ দিক, আলাদা থাকুক, যে মুখে এককালে সে আদর করেছে, যদিও খুবই গোনাগুনতি ব্যাপার, তবু সেই মুখ গুলিতে ক্ষতবিক্ষত করতে পারবে না। সুভদ্রার জন্যে তার ক্রমশ মায়া হতে লাগল। আর তখনই বেল বাজল।

কে এল! উঠে দরজা খুলতে গিয়ে খেয়াল হল। পিস্তলটা তার হাতে দেখতে পেলে যে আসবে তারই চোখ বড় হয়ে যাবে। সঙ্গে-সঙ্গে গুজব তৈরি হবে। কোথায় রাখা যায় এটা? দ্বিতীয়বার বেল বাজাতেই মতিলাল তড়িঘড়ি করে দেওয়ালে ঝোলানো একটা তিব্বতি ব্যাগের ভেতর মোড়কসমেত পিস্তলটা ঢুকিয়ে দিল। সুভদ্রা চলে যাওয়ার পর থেকে ওই ব্যাগে হাত দেওয়া হয়নি। যতটা পারে শান্ত মুখে দরজা খুলেই হকচকিয়ে গেল সে। গম্ভীর মুখে সুভদ্রা দাঁড়িয়ে আছে। দরজা খোলামাত্র তাকে ঠেলে সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল সুভদ্রা।

'কে আছে, অ্যাঁ? এতক্ষণ কার সঙ্গে ফুর্তি করা হচ্ছিল? বেল টিপতে-টিপতে হাতে কড়া পড়ে গেল আর বাবুর খোলার নাম নেই?' দুমদুম শব্দ করে ভেতরে ঢুকে চারপাশ দেখে নিল সুভদ্রা।

দরজাটা বন্ধ করে প্রায় চোরের মতো খানিকটা দূরত্বে এসে দাঁড়াল মতিলাল।

'এতক্ষণ কী করছিলে?'

'কিছু না।'

'তা হলে দরজা খুলছিলে না কেন?'

'এমনি।'

'এমনি? উত্তর শুনে শরীর গুলিয়ে ওঠে। শুধু এই কারণে তোমার সঙ্গে আমি ঘর করতে পারিনি, বুঝলে? শোনো, তোমাকে এবার টাকা বাড়াতে হবে।'

'টাকা?'

'আকাশ থেকে পড়লে কেন? যা টাকা দিচ্ছ তাতে কোনও ভদ্রমহিলার মাস চলে না।'

'আমি কী করতে পারি?' মিনমিন করে বলল মতিলাল।

'কী করতে পারি মানে? ইয়ার্কি? তোমার বউ-এর খাওয়া-পরা চলছে না আর তুমি বলছ কী করতে পারি? অন্য কেউ হলে মুখ ভেঙে দিতাম আমি।' গজগজ করে উঠল সুভদ্রা, 'একেই দুর্নাম রটাচ্ছ আমি নাকি মুখরা, খারাপ ব্যবহার করি, তার ওপর মুখ ভেঙে দিলে আর দেখতে হবে না। এখন থেকে প্রত্যেক মাসে দুশো টাকা করে বেশি দেবে।'

www.MurchOna.com

'আমি কোত্থেকে পাব? আমি যা রোজগার করি তা তো জানো!'

'আমি কিছুই জানি না। কেন, যেসব মেয়েছেলের সঙ্গে দিনরাত ফুসুর-ফুসুর করতে তাদের গিয়ে বলো না। অকম্মের বাদশা।'

'ঠিক আছে, কিন্তু আমারও তো একটা কথা ছিল।'

'তোমার কোনও কথা থাকতে পারে না।'

'কিন্তু ছিল, বিশ্বাস করো।'

'ল্যাঙটের আবার বুক পকেট। বলো, বলে ফেলো।'

'ইয়ে, তুমি তো আমাকে ছেড়ে গেছ—।'

'হ্যাঁ। গেছি। ওরকম মাদিমুখো পুরুষের সঙ্গে কেউ থাকতে পারে না।'

'ঠিক আছে। এখন তুমি যার কাছে আছ—।'

'তার মানে? তুমি আমাকে চরিত্রহীনা বলছ?'

'না, না, এখন তো তোমার সঙ্গে বলরাম থাকে; থাকে না?'

'তাতে কী এল-গেল। সে কি আমার মন্ত্রপড়া স্বামী? বিয়ে করেছি তাকে? আমি কি নিতান্তই উল্লুক? বিয়ে করলে তোমার কাছ থেকে টাকা-পয়সা পাওয়া যাবে নাকি?'

'ও। তা হলে বিয়ে না করে এমনি-এমনি আছ?'

'হ্যাঁ। সাহেব-মেমরা যেমন থাকে। তা তোমার এখানেও বুড়ি-বুড়ি মেয়েছেলেরা যাতায়াত করে বলে শুনেছি। যদি কাউকে দেখতে পাই!' সুভদ্রা ঘুরে দাঁড়িয়ে সদ্য কিনে আনা প্যাকেটগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ওগুলো কী?'

'চা, চিনি।'

'আমি নিয়ে যাচ্ছি। কীসে নিই!' চোখ ঘুরল সুভদ্রার। তারপর এগিয়ে গিয়ে দেওয়াল থেকে তিব্বতি ব্যাগটা টেনে নামিয়ে প্যাকেটগুলো তাতে ফেলে দিল। হাঁ-হাঁ করে উঠল মতিলাল, 'আরে, আরে করছ কী? ওই ব্যাগটা নিও না!'

'কেন? এটা তোমার বাবার সম্পত্তি? আমি কিনেছিলাম না? আমার জিনিস নিতে আমাকেই নিষেধ করা হচ্ছে। যদি বিয়ে করতাম তবে এবাড়ির সব জিনিসই নিয়ে যেতে হতো আমাকে। আজ যাচ্ছি। সামনের মাস থেকে দুশো টাকা বেশি দেবে।' যেমন এসেছিল তেমনি ঝড়ের মতো চলে গেল সুভদ্রা।

দরজা বন্ধ করে ধীরে-ধীরে কিচেনে গেল মতিলাল। গ্যাস জ্বেলে এক কাপ কফি বানিয়ে বসার ঘরে এল। সামনের জানলা দিয়ে পাহাড়ের অনেকটা দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে কফিতে চুমুক দিল সে। বেতের চেয়ারে বসে পাহাড় দেখতে-দেখতে সময় কাটানো ওর প্রিয় অভ্যেস। সুভদ্রা চলে গেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু মনে হচ্ছে ওর কথাগুলো এই ঘরে ভাসছে। জীবনের একটা ভুল অনেক দাম দিয়ে গেল। বলরাম তারই বন্ধু। কন্ট্রাক্টরি করে। কাঁচা পয়সা হাতে। সুভদ্রার শরীরের দিকে নজর ছিল অনেকদিন। এখন সে সুভদ্রার কাছেই থাকে। অথচ সুভদ্রা নাকি ওর কাছ থেকে একটা পয়সাও নেয় না। অভাবে থাকবে, তবু সাহায্য নেবে না। প্রয়োজন হলে এ বাড়িতে এসে সে ঝামেলা করবে। মানুষের চরিত্র বোঝা মুশকিল।

মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স তার। চাকরি করে ব্যাঙ্কে। সুভদ্রা চলে যাওয়ার পর কোনও মেয়েমানুষের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক তৈরি হয়নি। এই বয়সে বন্ধুরা রুমাল

পালটানোর মতো মেয়েমানুষ পালটায়। তার উৎসাহ হয় না। আজ রবিবার। ব্যাঙ্ক বন্ধ। কোনও কাজ নেই। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে চা খাবে। সন্ধে থেকে হুইস্কি। রাত বাড়লে একটা চমৎকার ঘুম। এইভাবেই বাকি জীবন যদি কাটিয়ে দিতে পারত। সে কফি শেষ করে নিজের ঘরে এল। বিছানার ওপরে একটা সিনেমার পত্রিকা। মাধুরী দীক্ষিতের মুখ। এখনকার নায়িকারা বেশি সুন্দরী না মধুবালা, মালা সিনহারা? বিষয়টা নিয়ে ভাবতে বসলে বেশ ভালোভাবে সময় কেটে যায়। অড্রে হেপবার্ন, সোফিয়া লোরেন না প্রিটি ওম্যানের সেই মেয়েটা। কী যেন নামটা?

এইসময় দরজার বেল বেজে উঠল গ্যাঁক-গ্যাঁক করে। লোকটা রসকষহীন। বেল বাজানোর ধরনের ওপর মানুষের চরিত্র অনেকটা বোঝা যায়। মতিলাল এগিয়ে গেল দরজা খুলতে। নিশ্চয়ই সুভদ্রা ফিরে আসেনি। এমনভাবে বেল ও বাজায় না।

দরজা খুলতেই হকচকিয়ে গেল মতিলাল। এক জিপ পুলিশ সামনে দাঁড়িয়ে। থানার ওসি থাপাকে সে চেনে। দয়া মায়া স্নেহ বলে বোধগুলো ঈশ্বর ওর জন্মের সময় দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। থাপার হাতে রিভলভার। সেটা মতিলালের নাকের ডগায় নাচিয়ে থাপা বলল, 'হ্যান্ডস আপ। চালাকির চেষ্টা করলে গুলি করে খুলি উড়িয়ে দেব।'

কোনওরকমে দুটো হাত মাথার ওপর তুলতেই ধমক খেল সে, 'ঘরে চলো।'

অতএব ঘরে ঢুকতেই হল। পুলিশ বাহিনীকে সদর দরজায় রেখে থাপা দুজনকে নিয়ে ভেতরে এল, 'বাড়িতে আর কে-কে আছে?'

'কেউ নেই।' মাথার ওপর হাত তুলেই রেখেছিল সে।

'কী-কী বেআইনি অস্ত্র আছে বাড়িতে?'

'অস্ত্র? অস্ত্র থাকবে কেন?' করুণ গলায় পালটা প্রশ্ন করল সে।

'মারব মুখে এক থাবড়া, আমাকেই প্রশ্ন করা হচ্ছে। বের করো পিস্তলটা।'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না, বিশ্বাস করুন!' ককিয়ে উঠল সে।

'তোমার কাছে কোনও পিস্তল নেই?' ছোট-ছোট চোখে তাকাল থাপা।

'না নেই।'

'আজকে একজন তোমাকে পিস্তল পাচার করেনি?'

'না। বিশ্বাস করুন!'

'অ্যাই সার্চ করো। সব খুঁজে দ্যাখো। নো মার্সি।' থাপা আদেশ দেওয়ামাত্র বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল তল্লাশি করতে। মতিলাল দেখল ওরা ঘর লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। দুটো কাচের প্লেট ভাঙল। সব গেল।

ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে করেন। চিনি, দুধ, চা যা ইচ্ছে সুভদ্রা নিয়ে যাক, আর কোনওদিন সে বাধা দেবে না। ভাগ্যিস ও আজ এসেছিল এবং তিব্বতি ব্যাগে পিস্তলটাকে রাখায় ব্যাগের সঙ্গে আপদটাকেও নিয়ে গিয়েছে সুভদ্রা।

'হাত নামাও।' থাপার গলা।

আদেশ শুনে চোখ খুলে ধীরে-ধীরে হাত নামাল মতিলাল।

'কোথায় রেখেছ?'

মতিলাল চোখ ঘুরিয়ে দেখল বাহিনী হতাশ মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

'আমি কিছুই জানি না।'

www.MurchOna.com

সঙ্গে-সঙ্গে থাপার হাত এগিয়ে এল। তার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দেখল লোকটা। শেষে তাকে বলল, 'যদি প্রমাণ পাই মালটা তোমার কাছে ছিল তা হলে তোমার চামড়া ছাড়িয়ে নেব। এই, ডাকতো লোকটাকে। আজ ওর একদিন না আমার, দেখি?'

সেপাইরা বাইরে থেকে যাকে ধরে নিয়ে এল তাকে দেখে মতিলাল অবাক। সেই মাঝবয়সি গোঁফওয়ালা লোকটা। থাপা এগিয়ে গিয়ে ওর জামার কলার এমনভাবে মুঠোয় ধরল যেন দম আটকে গেল, 'অ্যাই শালা। এই খবর এনেছিস? কোথায় পিস্তল?'

লোকটা হাউমাউ করে উঠল, 'মাইরি বলছি ওর প্যাকেটে ছিল। আমি দেখেছি।'

'থাকলে কোথায় যাবে?'

'ও ওই প্যাকেট নিয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছে।'

'ঢুকে আর বের হয়নি?'

'তা বলতে পারব না। মাঝখানে আমি কিছুক্ষণের জন্যে আপনাকে ফোন করতে গিয়েছিলাম। প্যাকেটটা পেয়েছেন?' লোকটা সেই অবস্থায় বলল।

'এখানে কোনও প্যাকেটই নেই। শোন, এবার থেকে ইনফরমেশন কারেক্ট না হলে,—' প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি নিয়ে ঠেলে ফেলে দিল লোকটাকে। তারপর সদলবলে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। জিপের চলে যাওয়া শব্দ কানে যাওয়ার পর মতিলাল দেখল লোকটা চেষ্টা করছে উঠে বসতে। পড়ে যাওয়ার সময় নিশ্চয়ই প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে লোকটা।

মতিলাল একটা চেয়ার টেনে বসল। ওঠার চেষ্টা করে লোকটা হাঁটু মুড়ে বসে বলল, 'আমাকে দেখে খুব মজা লাগছে, না?'

মতিলাল বলল, 'পিস্তলটা পাওয়া গেলে আমার অবস্থা তোমার চেয়ে খারাপ হতো।'

দৃশ্যটা কল্পনা করে লোকটা যেন নিজের কষ্ট একটু কম করে দেখল, 'আচ্ছা, মালটা কোথায় হাওয়া করে দিলে ভাই? তাজ্জব ব্যাপার?'

'কী মাল?'

'ইয়ার্কি? আমি স্পষ্ট দেখেছি তুমি প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিলে। ওটা যে তোমার নয় সেটা বুঝতে পেরেই পেছনে লাগলাম। বাজারের মধ্যে কাউকে খুঁজে না পেয়ে তুমি যখন মোড়ক খুলছিলে তখন স্পষ্ট পিস্তলের নলটা দেখতে পেয়েছি।'

'তুমি তা হলে পুলিশের লোক?'

'তোমার ঘটে একটুও বুদ্ধি নেই। পুলিশের লোক হলে থাপা আমার গায়ে হাত তুলতে সাহস পেত? আমার কাজ হল গোপন খবর ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে কিছু কামাই করে নেওয়া। তুমি আমাকে আজ বোকা বানালে। আমি জানি পিস্তলটা এই বাড়িতেই আছে।' লোকটা উঠে দাঁড়াল।

মতিলাল দার্শনিকের মতো বলল, 'খুঁজে দ্যাখো, ওরাও তো খুঁজল।'

লোকটা যেন আদেশের অপেক্ষায় ছিল। সঙ্গে-সঙ্গে জিনিসপত্র সরিয়ে দেখতে লাগল। দেখতে-দেখতে বলল, 'তুমি কি বিবাহিত? বউ কোথায়?'

'পিস্তলটা আগে খোঁজ তারপর খেজুরে আলাপ করো।' মতিলাল খেঁকিয়ে উঠল।

খুঁজতে-খুঁজতে লোকটা কিচেনে পৌঁছে গেল। একটু বাদে তার গলা ভেসে এল,

'খুব খিদে পেয়েছে। তোমার রুটি আর সবজি খেতে পারি?'

'দুটোর বেশি নেবে না। প্লেটে করে নিয়ে এখানে চলে এসো।' মতিলাল হুকুম করল। লোকটা প্লেট নিয়ে রুটি চিবোতে-চিবোতে এগিয়ে এসে বলল, 'ওঃ বাঁচলাম।'

'লোকটা কে?' মতিলাল এখন যেন কর্তৃত্বে।

'কোন লোক?'

'যে সিঁড়ি বেয়ে ওপর থেকে নামছিল। যার প্যাকেট পড়ে যেতে তুমি দেখেছিলে?'

'আমি কি পৃথিবীর সব মানুষকে চিনি?' মুখ ঘুরিয়ে নিল লোকটা।

'তুমি মিথ্যে কথা বলছ।'

'বিনা পয়সায় আমি খবর দিই না।'

'পুলিশকে তো নাম বলেছ। একই খবর বিক্রি করে কবার পয়সা নেবে।'

'মাইরি আর কী? পুলিশকে ওর কথা বলতে যাব কেন? বলেছি তুমি বাজারের মধ্যে পিস্তল নিয়ে ঘুরছিলে। ছেলেটার কথা ভুলেও পুলিশকে বলিনি।'

'তুমি তো আচ্ছা শয়তান!' মতিলাল অবাক।

'শয়তান বলো আর যাই বলো আমার তাতে কিছু যায় আসে না। বিজনেস ইজ বিজনেস, আমার বউ তো পৃথিবীর সব গালাগাল শিখে ফেলেছে আমাকে দেবে বলে। তাতে কোন কাজটা হয়েছে শুনি? এখন তুমি জিগ্যেস করতে পারো কেন আমি পুলিশকে ছেলেটার কথা বলিনি। প্রথম কথা, যদি তুমি কুড়িয়ে পেয়েছ তা হলে তোমার অপরাধ কমে যাবে, পুলিশের কাছেও তেমন গুরুত্ব থাকবে না। দ্বিতীয়ত, যদি তুমি পুলিশের চোখ এড়িয়ে পিস্তলটা রেখে দিতে পারো তা হলে আমি ওই ছেলেটার কাছে গিয়ে বলতে পারি তার পিস্তল কোথায় আছে এবং টাকা খিঁচতে পারি।' লোকটা খাওয়া শেষ করে হাসল।

'যে পিস্তল মাটিতে ফেলে দিয়ে যায় সে কেন তোমার কাছে খবর পেয়ে সেটা নিতে আসবে?'

'অনেক সময় বাধ্য হয়ে ফেলে। বিপদ এড়াবার জন্যে ফেলতে হয়। তা হলে পিস্তলটাকে তুমি এ বাড়ি থেকে পাচার করে দিয়েছ। দারুণ ঘোড়েল মাল তুমি।'

'অনেকক্ষণ থেকে গালাগাল দিচ্ছ তুমি।'

'দেব না? আজ তোমার জন্যে কামাই বন্ধ, উলটে মার খেতে হল!'

'কী নাম তোমার?'

'শান বাহাদুর।'

'থাকো কোথায়?'

'বোটানিক্যাল গার্ডেনের রাস্তায়।'

'মাঝে-মাঝে এসো। মন ভালো থাকলে গল্প করা যাবে।'

'মন খারাপ হয় নাকি খুব?'

'তাতো হয়ই। একা মানুষ।'

'ও। তা হলে চলো। আমার বউ-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি, তোমার মন একদম ভালো হয়ে যাবে।' শান বাহাদুর হাসল।

www.MurchOna.com

'এই বললে তোমার বউ গালাগালির এক্সপার্ট।'

'তাই তো নিয়ে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ গালাগালি শুনলে দেখবে মনটা আর মনে থাকে না। কেমন উদাস হয়ে যায়।'

'মাপ করো ভাই। তুমি গিয়ে তোমার চেনা সেই ছেলেটাকে খবর দাও। তাতে যদি কিছু রোজগার হয় তোমার।' মতিলাল প্রায় জোর করে শান বাহাদুরকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

চেয়ারে বসতেই তার সুভদ্রার কথা মনে এল। পিস্তলটা দেখতে পেয়েও নিশ্চয়ই চেঁচিয়ে উঠবে। এখনও যে দ্যাখেনি তার প্রমাণ দেখলে এতক্ষণে ছুটে আসত। কিন্তু পুলিশ যদি জানতে পারে ওর কাছে পিস্তল আছে তা হলে আর দেখতে হবে না। মেরে কিমা বানিয়ে দেবে সুভদ্রাকে। বিনা দোষে কষ্ট পাবে বেচারা।

মতিলালের মনে হল এখনই সুভদ্রার বাড়িতে গিয়ে ওকে সাবধান করে দেওয়া উচিত। সে উঠল। কিন্তু তারপরই মনে পড়ল শান বাহাদুরের কথা। লোকটা যদি বাইরে গিয়ে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। তা হলে নিশ্চয়ই ওর পিছু নেবে। সুভদ্রার কাছে গেলে দুই-এ দুই চার করে নিতে অসুবিধে হবে না ওর। এমনিতে হয়তো কিছু হতো না, সে আগ বাড়িয়ে বিপদ ডেকে আনবে।

মতিলাল নিজের বিছানায় চলে এল। জুতো খুলে মোজা-পায়েই শুয়ে পড়ল সে। আঃ কী আরাম! একটু ঘুমিয়ে নিয়ে বিকেল নাগাদ সুভদ্রার খোঁজে গেলেই হবে, ততক্ষণ শানবাহাদুরের ধৈর্য থাকবে না দাঁড়িয়ে থাকার। চোখ বন্ধ করল সে। চোখের পাতায় হেমা মালিনী, রেখা অথবা জিনাতের শরীর ঘুরে-ঘুরে আসত লাগল। এইভাবে কল্পনা করা ওর দীর্ঘদিনের অভ্যেস।

বাড়ির সামনে রাস্তার গায়ে একটা দেওয়ালের ওপর বসেছিল শানবাহাদুর। থাপার কাছে মার খাওয়াটা অবশ্য ইতিমধ্যে তেমন মনে পড়ছে না, কিন্তু ওই শুঁটকো লোকটা কীভাবে যে পিস্তল হাওয়া করে দিল তা বুঝতে না পেরে সে খুব অবাক হচ্ছিল। বাড়িটা বড় নয়। সে যখন থাপাকে টেলিফোন করতে গিয়েছিল তখন যদি কেউ এই বাড়িতে এসে থাকে যার হাতে মতিলাল পিস্তলটা পাচার করতে দিয়েছে তা হলে নিশ্চয়ই বোকা বনতে পারে। কিন্তু যে-ই আসুক তাকে সতর্ক করতে মতিলাল নিশ্চয়ই এখনই বের হবে।

প্রায় একঘণ্টা বসে থাকার পর শানবাহাদুরের শীত করতে লাগল। মতিলালের বাড়ি থেকে বের হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। ক্রমশ তার মনে হতে লাগল অনর্থক সময় নষ্ট করছে। পিস্তলটার পিছনে পড়ে না থেকে অন্য কিছুর সন্ধানে গেলে দু পয়সা কামাই হতে পারত। সে পুলিশের খোচড় নয়। কিন্তু অনেকেই তাই মনে করে। এই শহরে যারা অস্ত্র দিয়ে কারবার করে তারা তাকে ভালো চোখে দেখে না। ওদের অস্ত্রের কথা পুলিশ যদি জানতে পারে তা হলে যে শেষ হয়ে যাবে এমন হুমকি সে পেয়েছে। ভুলেও অমন কাজ করবে না সে। বাজারে মতিলালকে দেখে মনে হয়েছিল এ লাইনের লোক নয়। তাই কামানোর ধান্দা হয়েছিল। যে ছেলেটা রিভলভার ফেলে গেছে তাকে বের করতে পারলে রোজগারের আশা আছে! কিন্তু মুশকিল হল, ছেলেটাকে সে দেখেনি।

মতিলাল দেখেছে। ওকে দিয়ে যদি ছেলেটাকে বের করা যায়! হঠাৎ শানবাহাদুরের চোখ চকচক করে উঠল। মতিলাল বের হচ্ছে। দরজায় তালা দিল। সন্ধে হয়ে আসছে বলে ফুলহাতা সোয়েটার আর টুপি পরেছে। কোনওদিকে না তাকিয়ে লোকটা হাঁটছে এখন। শানবাহাদুর ওকে অনুসরণ করল।

কিছুটা যেতে গিয়ে উঁচু রাস্তা ভেঙে চিড়িয়াখানার পথ ধরল মতিলাল। ওদিকে যাওয়া মানে শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়া। মতলবখানা কী? কিছুক্ষণ যাওয়ার পর একটা বাড়ির সামনে পৌঁছে মতিলালকে অসহায়ের মতো তাকাতে দেখল। বাড়িটার সামনে জিপ দাঁড়িয়ে আছে। পকেট থেকে সিগারেট বের করে মতিলাল সেটাকে ধরাল। তারপর ধীরে-ধীরে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরত্বে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। শানবাহাদুর ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। এদিকে বাড়িঘর কম। যা আছে সব কাঠের।

আলো মরে যাওয়া আলোয় মতিলালের মুখের যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে শানবাহাদুরের মনে হল লোকটা বেশ কষ্টে আছে। হয়তো ওই জিপের জন্যেই বাড়িতে ঢুকতে পারছে না। শানবাহাদুরের মায়া হল। সে কাছে এগিয়ে গেল। মতিলাল তাকে দেখে অবাক। শানবাহাদুর হাসল, 'আবার দেখা হয়ে গেল ভাই।'

'না। তুমি আমার পিছন-পিছন এসেছ।' মতিলাল রেগে গেল।

'আহা! রাগ করছ কেন? আমি তো তোমার উপকারেও লাগতে পারি।'

'আমার কোনও দরকার নেই। কেটে পড়ো এখান থেকে।'

'জিপটা কার?'

'কার আমি কী করে বলব?'

এইসময় একটা চিৎকার ভেসে এল। ওরা দেখল বিপরীত দিক থেকে একটি যুবতী ছুটে আসছে। যুবতী সুন্দরী নয়, কিন্তু স্বাস্থ্যবতী। মতিলাল অস্বস্তিতে পড়ল।

যুবতী কাছে এসে মতিলালের হাত ধরল, 'ওমাঃ, এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বাড়িতে চলুন।'

মতিলাল বলল, 'এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তাই কথা বলছিলাম।'

'তাই?' যুবতী শানবাহাদুরের দিকে তাকাতেই সে ঘাড় নেড়ে না বলল।

'কেন মিছিমিছি দুঃখ পেতে এখানে আসেন আপনি? জানেন তো রোজ এইসময় বলরামদা জিপ নিয়ে এখানে আসে।' যুবতী বিষণ্ণ গলায় বলল।

'ঠিক আছে। ঠিক আছে।' কথাটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করল মতিলাল।

'মোটেই ঠিক নেই। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে। দিদি আমাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। নিজে আপনাকে ছেড়ে বাপের বাড়িতে বসে বলরামদার সঙ্গে প্রেম করবে তার বেলা দোষ নেই, আর আমি একটু—' থেমে গেল যুবতী।

'শ্বশুরবাড়িতে ফিরে গেলে ভালো করতে না?' মতিলাল জিজ্ঞাসা করল।

'ঝি-এর মতো খাটাবে। বড় ভাই-এর বিধবা বউকে কে পুষতে চায়? তা ছাড়া, আমার কথাও তো ভাবতে হবে। কী-বা বয়স আমার।' যুবতী ঠোঁট ফোলাল।

এসব কথা একটা বাইরের লোকের সামনে হোক চাইছিল না মতিলাল। সে সস্নেহে বলল, 'মানু, যাও, ভেতরে যাও।'

ঠিক তখনই বাড়ির সদর দরজা খুলে গেল। ওরা দেখল বলরাম বেরিয়ে এল,

www.MurchOna.com

পেছনে সুভদ্রা। শকুনের চোখ বলতে হয়, সেখান থেকেই দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করল সুভদ্রা। 'অ, তুই ওই মিনসেকে ডেকে এনেছিস? এত বড় স্পর্ধা। মায়ের পেটের বোন হয়েও তুই আমাকে চাকু মারতে চাস। আর তুমিও কেমন পুরুষ? সুড়সুড় করে চলে এলে?'

মতিলাল রেগে গেল। আচ্ছা নির্লজ্জ মেয়েছেলে! সে চিৎকার করল, 'আমাকে কেউ এখানে ডেকে আনেনি। মিছিমিছি তুমি সুজাতাকে দোষ দিচ্ছ!'

'ইস! দরদ যে উথলে পড়ছে। অল্পবয়সের শালি পেয়ে নোলা ঝরছে!' চিৎকার করল সুভদ্রা। এবার তাকে থামাতে যেন বলরাম কিছু বলল। কিন্তু সেটাকে পাত্তা না দিয়ে সুভদ্রা বলল, 'তুমি চুপ করো। আমাদের ব্যাপারে নাক গলাবে না।'

শানবাহাদুর চাপা গলায় মন্তব্য করল, 'এ যে আমার বউ-এর এক কাঠি ওপরে।'

কিন্তু ততক্ষণে ওপরে একটা ঘটনা ঘটে গেল। বলরামকে ধমকানো মাত্র সে ঘুরে চড় মারল সুভদ্রার গালে। সুভদ্রা পড়তে-পড়তে সামলে নিল। মতিলাল দৃশ্যটা বিশ্বাস করতে পারছিল না। সুজাতা চাপা গলায় বলল, 'দিদি আর চেঁচাবে না।'

ওরা দেখল মার খেয়ে সুভদ্রা চোখে হাত চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। বলরামকে এবার একটু অপ্রস্তুত দেখাল। সে হাত ধরে সুভদ্রাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল। আর সুভদ্রাও সুড়সুড় করে অনুসরণ করল তাকে।

সুজাতা এবার হাসল, 'দিদিকে আপনি কখনও মেরেছেন?'

'না, কখনও না। কেউ বলতে পারবে না ও কথা।' প্রতিবাদ করল মতিলাল।

'ওইটাই ভুল করেছেন।'

'মানে?'

'বলরামদার হাতে মার খেলে দিদি কেঁচো হয়ে যায়। তখন খুব ভালোবাসে।'

'সে কি?'

'হ্যাঁ। যারা মুখে চেঁচায় তাদের ওষুধ ওটা।'

শানবাহাদুর কান খাড়া করে শুনছিল। হঠাৎ সে সোজা হয়ে পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল। তার এভাবে চলে যাওয়াটা অবাক করল ওদের। সুজাতা বলল, 'আপনার বন্ধু কিছু না বলে চলে গেল কেন?'

মতিলাল মাথা নাড়ল, 'কী জানি?'

'আপনি আর কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন?'

'তোমার দিদির সঙ্গে জরুরি কথা ছিল।'

'এখন কোনও চান্স নেই।' হাসল সুজাতা, 'মার খেয়েছে, এবার আদর খাবে।'

মাথা গরম হয়ে গেল মতিলালের, 'তুমি জানো এটা বেআইনি। এখনও ও আমার বউ।'

'মোটেই না। সবাই জানে আপনাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।'

'ছাড়াছাড়ি হলে ও আমার কাছে যায় কেন? প্রতিমাসে আমার কাছে টাকা নেয় কেন?'

'নরম মাটি পেলে সবাই আঁচড়ায়। আপনার ঘরে আবার বউ এলে ও কি বারবার সেখানে যেত? আপনি শোক-শোক মুখ করে পড়ে থাকেন বলেই যায়!' সুজাতা হাসল।

মতিলাল ভেবে পাচ্ছিল না তার কী করা উচিত। যে উদ্দেশ্যে এখানে আসা তা বলরাম চলে না যাওয়া পর্যন্ত করা যাবে না। আবার নিজের বউ তার বন্ধুর সঙ্গে চোখের সামনে ঘরের দরজা বন্ধ করে আছে এমন দৃশ্য সহ্য করা অসম্ভব। সে বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

'কী বলতে এসেছিলেন দিদিকে?'

'বলতে না, করতে।' দৃঢ় গলায় বলল মতিলাল।

'করতে মানে?' হাঁ হয়ে গেল সুজাতা।

'সাহায্য করতে। কিন্তু মনে হচ্ছে এখন তার কোনও দরকার নেই।'

'তার মানে?'

'এখন তোমার দিদির যে সর্বনাশই হোক না কেন তাতে আমার কিছু এসে যায় না।'

'আপনি মনের কথা বললেন না।'

'বিশ্বাস করো সুজাতা, আমি আর পারছি না।'

'আমি আপনাকে বিশ্বাস করি।'

'তোমার দিদি আমাকে ছেড়ে এখন বলরামের সঙ্গে, উঃ।'

'যে দিন চলে গেছে তাকে পেছন থেকে টেনে ধরে রাখতে পারবেন? অতীত ভুলে গিয়ে সামনের দিকে তাকান আপনি। কী করতে এসেছিলেন বলুন।'

কিন্তু-কিন্তু করেও না বলে পারল না মতিলাল, 'তোমার দিদি আজ দুপুরে আমার ওখানে গিয়ে অনেক গালমন্দ করে আমার কেনা মুদির দোকানের জিনিসপত্র একটা তিব্বতি ব্যাগে পুরে নিয়ে এসেছে এখানে। ওই ব্যাগটা আমার চাই, জিনিসপত্র সমেত।'

'ব্যাগটা দিদির ঘরে। এখন তো পাওয়া যাবে না।'

'তুমি ওকে ব্যাগটা নিয়ে ফিরতে দেখেছ?'

'হ্যাঁ। বলল, চা-চিনি আছে। আর তখনই বলরামদা এসে গেল বলে দিদি ব্যাগটা ঘরের কোণে রেখে দিয়েছে।'

'জিনিসপত্র বের করেনি?'

'না। কিন্তু আপনি সর্বনাশ থেকে বাঁচার জন্যে সাহায্য করতে এসেছিলেন, বললেন। ওই ব্যাগটা ফেরত আনলেই সেটা হবে?'

'না। জিনিসপত্র সমেত ব্যাগটা নিয়ে আসতে হবে। তুমি যেমন করেই হোক কেউ ওর ভেতরে হাত দেওয়ার আগেই সরিয়ে ফেলে আমার কাছে নিয়ে আসতে পারবে? প্লিজ!' মতিলাল কাতর গলায় বলল।

'কী আছে ব্যাগের ভেতরে?'

'বলব। সব বলব। আগে তুমি ব্যাগটাকে নিয়ে এসো।'

'ঠিক আছে। আপনি বাড়ি চলে যান। আমি চেষ্টা করব নিয়ে যেতে।' সুজাতা বলল।

পরনে জিন্স আর জ্যাকেট, গলায় সিল্কের মাফলার, মাথায় আঁটা টুপি, পা ফেলছিল

www.MurchOna.com

সে হিন্দি ছবির নায়কের মতো। এই ভর বিকেলেও তার চোখ রোদ চশমার আড়ালে। দার্জিলিং-এ মেঘ না থাকলেও এমনসময় রোদের গায়ে তুলতুলে আনন্দ থাকে, চোখ ঢাকার প্রয়োজন হয় না। তবু সে চোখ ঢেকে রেখেছিল।

ভানুভক্তের মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে সে সতর্কভাবে চারপাশে তাকাল। না, সন্দেহজনক কাউকে নজরে পড়ছে না। এখন ট্যুরিস্ট মরশুম। স্বাভাবিকভাবেই ম্যাল ভরে আছে প্রচুর আদেখলে বাঙালিতে। প্রথম-প্রথম মজা লাগত, এখন মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। রোগা খচ্চরের ওপর চল্লিশে পা দেওয়া আমাশা রুগি বাঙালিবাবু তার বেঢপ বউকে কোনওরকমে তুলে ক্যামেরা বাগিয়ে ধরছে ছবির জন্যে। আটপৌরে বউ-এর পরনে ধার করা প্যান্ট যা শরীরটাকে আরও কিম্ভূত করে তুলেছে। কিন্তু লোকগুলোর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে চাঁদের মাটিতে সবে পা দিচ্ছে। এই দৃশ্য এখানে রোজ কতবার কতভাবে অভিনীত হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ দেখতে পেল থাপাকে। এমন হারামি পুলিশ অফিসার দার্জিলিং-এ এর আগে কখনও আসেনি। কাউকে কেয়ার করে না। এমনকী এম পি সাহেবের চিঠিকেও পাত্তা দেয়নি একবার। আজ দুপুরে খবর এল থাপার লিস্টে তার নাম উঠেছে। অস্ত্র সমেত তাকে ধরতে পারলে চামড়া ছাড়িয়ে নেবেই। আর খবরটা পাওয়ার পর হঠাৎই লোকটার মুখোমুখি হয়ে পড়েছিল সে। খুব জোরে কেটে পড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়েছিল বাজারে। নামবার সময় এমন নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল যে পিস্তলটাকে ফেলে দিয়েছিল সিঁড়ির কোণে। পরে যখন বুঝতে পারল থাপা তার পিছু নেয়নি, তখন আফসোস হয়েছিল খুব। ছুটে গিয়েছিল সিঁড়ি ভেঙে। আশ্চর্য, এরই মধ্যে হাওয়া হয়ে গিয়েছে পিস্তল।

এখন এখানে একটা পিস্তল জোগাড় করতে বেশি কসরত করতে হয় না। কিন্তু টাকা লাগে। কিছু টাকা ফালতু খরচ হবে। সে দেখল থাপা চারপাশে তাকাতে-তাকাতে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। এখন এখান থেকে কেটে পড়ার চেষ্টা করা বোকামি। সে চেষ্টা করল সহজ মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকতে। পাশ দিয়ে যেতে-যেতে থাপা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। লোকটা তাকে দেখছে। এখনও পর্যন্ত পুলিশের খাতায় দাগি হিসেবে তার নাম ওঠেনি। সন্দেহভাজন হিসেবে যে লিস্ট ও তৈরি করেছে তাতে উঠলেও উঠতে পারে।

'বহুৎ আচ্ছা!' চাপা গলায় বলল থাপা।

এবার তাকাতেই হয়। সে মুখ ফিরিয়ে হাসল, 'ইয়েস স্যার!'

'নামটা যেন কী?'

'প্রদীপ, প্রদীপ গুরুং।'

'আজ দুপুরে তোমার সঙ্গে কি আমার দেখা হয়েছিল?'

'না, স্যার, আমি তো আপনাকে দেখিনি।'

'তুমি জানো আমি কে?'

'ইয়েস স্যার। আপনি দার্জিলিং থানার ওসি।'

'কী করে জানলে? কোনও ভদ্রলোকের ছেলে পুলিশ অফিসারকে চিনতে পারে না।'

'আমার বাবা কিন্তু ঠিক ভদ্রলোক নয়।'

'তার মানে?'

'বাবা ব্যবসা করে। ইধার কা মাল উধার। দো-নম্বরি।'

'আচ্ছা। কী নাম তার?'

'জি, নরবাহাদুর গুরুং।'

'আচ্ছা। তোমার এই ওপিনিয়নের কথা নরবাহাদুরজি জানেন?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তুমি আর একঘণ্টা পরে থানায় এসো।'

'থানায়? কেন স্যার?'

উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না থাপা। ছোট ছড়ি হাতে হেঁটে চলে গেল ম্যালের ওপাশে। প্রদীপ ঠোঁট কামড়াল। বেশি কথা বলা হয়ে গেল। এখন কী করবে? থানায় গেলে থাপা তাকে নির্ঘাৎ পুরে দেবে গারদে। ঘুমের রাস্তায় তিন-তিনটি জিপ রবারি হয়ে গেছে। পুলিশ কারও নাম পায়নি। পেতে কতক্ষণ? একঘণ্টা অনেক সময়। তার আগে ঘুরে আসতে হবে। প্রদীপ এগিয়ে গেল অজিত ম্যানসনের পেছনের দিকে। মডার্ন টেলার্সের সামনে দাঁড় করানো তার মোটরবাইকটায় উঠে স্টার্ট দিল। তারপর তীব্র গতিতে বেরিয়ে গেল লেবং রেসকোর্সের দিকে।

টিবেটিয়ান রিফ্যুজিস সেন্টার ছাড়িয়ে আর একটু এগিয়ে ডানদিকের কাঁচা পথ দিয়ে মোটরবাইক তুলতেই সাইনবোর্ডটা চোখে পড়ল, 'পরম আনন্দ।' আরও একটু যেতে ছোট ব্যারাকবাড়ি আর তার সামনের চিলতে মাঠ নজরে এল। মোটরবাইকের আওয়াজ কানে যেতেই ব্যারাক থেকে পিল-পিল করে বেরিয়ে এল জনা কুড়ি বাচ্চা ছেলে। স্টার্ট বন্ধ করতেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রদীপের ওপর। কেউ বাইকে উঠে বসল, কেউ ওর কাঁধে। সবচেয়ে পুচকেটাকে কাঁধে নিয়ে প্রদীপ বাইক থেকে নামল। বাচ্চাগুলো তখন চেঁচাচ্ছে, 'বাইক-আঙ্কল জিন্দাবাদ, বাইক-আঙ্কল জিন্দাবাদ।' প্রদীপ ধমকাল, 'আরে, চুপ, একদম চুপ। আমি তোমাদের বাইক-আঙ্কল নই, শুধু আঙ্কল। তা আজ পেট ভরে খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো সবার?'

সবাই একসঙ্গে হ্যাঁ বলল। প্রদীপ বলল, 'তা হলে একটা গান শোনাও।'

সঙ্গে-সঙ্গে বাচ্চারা শোলে ছবির গান ধরল, 'এ দোস্তি—।'

প্রদীপ ওদের সঙ্গে গলা মেলাতে-মেলাতে দেখল মিসেস এভার্ট বারান্দায় দাঁড়িয়েছেন। ভদ্রমহিলার মুখ স্বাভাবিক নয়। এই আমেরিকান মহিলা একা কারও কোনও সাহায্য ছাড়া এইখানে হোম বানিয়েছেন পিতৃপরিচয়হীন অসহায় ছেলেগুলোকে মানুষ করার জন্যে। ভদ্রমহিলার বয়স পঞ্চাশের কাছে। দুজন সহকারিনীকে নিয়ে উনি যা পরিশ্রম করেন তা দেখে শ্রদ্ধায় মন ভরে যায়। তিন-তিনটে জিপ লুঠের অর্ধেক টাকা প্রদীপ ওঁর হাতে তুলে দিয়েছে হোমের খরচ চালানোর জন্যে। অবশ্য সে বলেনি টাকাগুলো কী করে পাওয়া গেল।

গান শেষ হওয়া মাত্র প্রদীপ মিসেস এভার্টের সামনে গিয়ে মাথা নাড়ল, 'গুড ইভনিং'।

'গুড ইভনিং প্রদীপ।'

'আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে কোনও সমস্যায় পড়েছেন।'

www.MurchOna.com

'সমস্যা ছাড়া তো জীবন নয়।'

'আমাকে বলুন, যদি কিছু সাহায্য করতে পারি।'

'না। এটা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের হাতের বাইরে। অনলি গভর্নমেন্ট ইচ্ছে করলে পারে। আমি এম পি-র কাছে গিয়েছিলাম, দরখাস্ত দিয়ে এসেছি।'

'আপনার কি সমস্যার কথা বলতে আপত্তি আছে?'

'না। এই যে বাড়ি, মাঠ, এসবের জন্যে আমি প্রতিমাসে আড়াইশো টাকা ভাড়া দিই। এ নিয়ে কখনও কোনও ট্রাবল হয়নি। হঠাৎ মিস্টার প্রধান আমাকে জানিয়েছেন যে তিনি এইসব জমি-জায়গা বিক্রি করে দিচ্ছেন একজন ব্যবসায়ীকে যিনি এখানে ফ্যাক্টরি খুলবেন। আমাকে উঠে যাওয়ার নোটিস দিয়েছেন উনি।'

'তারপর?'

'আমি কোথায় যাব এতগুলো বাচ্চাকে নিয়ে? আমি ওঁর কাছে অ্যাপিল করলাম। উনি বললেন পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলে মাড়োয়াড়িকে সম্পত্তিটা বিক্রি না করে আমাকে দিতে পারেন। কিন্তু অত টাকা একসঙ্গে আমি পাব কোথায়? অসম্ভব। তাই সরকারকে লিখেছি যদি তাঁরা সাহায্য করেন।'

'পঞ্চাশ হাজার টাকা?'

'ইয়েস।'

'কোন মাড়োয়াড়ি এই জমিটা নিচ্ছে?'

'জানি না। এইসব ফুলের মতো বাচ্চাদের নিয়ে আমি কোথায় যেতে পারি তা ভেবে কূল পাচ্ছি না।'

'আপনার হাতে আর কতদিন সময় আছে?'

'তিনমাসের একটু কম সময়। তার মানে—।'

'ঠিক আছে। আমি আপনার সঙ্গে সাতদিন পরে দেখা করব। ততদিন আপনি কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না।'

'এ ব্যাপারে তুমি কী করতে পারো প্রদীপ?'

'এই বাচ্চাগুলোর জন্যে আমি সব কিছু করতে পারি ম্যাডাম।'

'দেখো এমন কিছু করো না যাতে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন। আগামীকাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, একটা ভালো খবর কাল পাব।'

'তাহলে তো ভালো কথা। কিন্তু সেটা না হওয়া পর্যন্ত আজকাল আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আচ্ছা, আজ আমি আসছি।'

ম্যাডামের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া যত সহজ, শিশুদের কাছ থেকে তত কঠিন। তবু খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রদীপ বাইক চালু করল। আর মিনিট দশেক সময় আছে। থাপা বলে গেছে এক ঘণ্টার মধ্যে তার সঙ্গে দেখা করতে। সে কাঁচা পথটা ধরেই যে গতিতে বাইক চালাচ্ছিল তাতে আচমকা ব্রেক কষে থামানো মুশকিল। এখন এই সন্ধে হয়ে আসার সময়ে পথ পরিষ্কার থাকার কথা। কিন্তু বাঁক ঘুরতেই সে দেখতে পেল রাস্তা বন্ধ। দুটো জিপ ঠিক পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। এখন ব্রেক করলে ছিটকে যেতে হবে। পাশ দিয়ে রাস্তা নেই যে কাটিয়ে যাবে।

মরিয়া হয়ে জিপের কাছে এসে সামনের চাকা ঝাঁকুনি দিয়ে ওপরে তুলল সে। বাইকে গতি এমন প্রবল ছিল যে বাইক উঠে গেল জিপের বনেটে এবং ছাদ ছুঁয়ে লাফিয়ে পড়ল ওপাশের পথে। পড়ার সময় ব্যালেন্স হারাতে-হারাতেও সামলে নিল প্রদীপ। এখন বাইক থামিয়ে ঘুরে গিয়ে লোকগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা যায়, কিন্তু সময় নষ্ট হবে তাতে। প্রদীপ শূন্য রাস্তা ধরে দার্জিলিং থানার দিকে বাইক ছোটাল।

এরকম একটা দৃশ্য দেখবে জিপের আরোহীরা কল্পনা করেনি। ওরা ভেবেছিল সামনে বাধা দেখে বাইক থেমে যাবে। কিন্তু ওটা যে গতি বাড়িয়ে সার্কাসের খেলা দেখাবে তা কে জানত। অথচ ওই লোকটাকে ধরতেই তারা এসেছিল। ওদের বস-এর কাছে খবর গেছে একমাত্র একটি বাইকে করা আসা লোকের সঙ্গেই হোমের ম্যাডামের সংযোগ আছে। সেই লোক প্রত্যেক সপ্তাহে অন্তত দু-দিন হোমে আসে। সরকারি মহল নিয়ে বস চিন্তা করে না। এই ছেলেটি কে, কী তার পরিচয়—বের করার দায়িত্ব দিয়েছিল ওদের ওপর। কিন্তু লোকটা যে এমন সার্কাস দেখাবে তা ওরা অনুমান করেনি।

আধঘণ্টা বাদে জলাপাহাড়ের রাস্তায় একটি সুন্দর বাংলো বাড়ির বারান্দায় বসে চা খেতে-খেতে বস্ যখন কাহিনিটা শুনল তখন তার মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটল, 'তোমরা কজন ছিলে ওখানে?'

'স্যার, চারজন।'

'চারজন যখন একজনকে আটকাতে পারোনি তখন তোমাদের যে টাকা দেওয়া হয়ে থাকে তা ওকে দেওয়া যায়। কী বলো? আমি ঠিক বলছি কি না?' বস্ একটুও উত্তেজিত নয়।

ঠিক সেই সময় থাপার সামনে ভদ্রলোকের মতো বসেছিল প্রদীপ।

'নরবাহাদুর গুরুং তোমার বাবা?'

'ইয়েস স্যার।'

'কিন্তু তিনি সম্পর্কটা অস্বীকার করেছেন।'

'মানে?'

'আমি একটু আগে তাঁকে টেলিফোন করেছিলাম। তিনি বললেন, ওই নামে তাঁর এক ছেলে ছিল কিন্তু এখন সে মৃত। তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন তিনি।'

'একথা বাবাই বলতে পারেন।'

'কেন একজন বাবা ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করেন?'

প্রদীপ মুখ তুলল, 'স্যার, এর জবাব উনি দিতে পারবেন।'

'তুমি কোথায় থাকো?'

'লা ডেন লা রোডে।'

'কোন বাড়িতে?'

'পোস্ট অফিসের নিচে।'

'কী করো তুমি?'

'টুকটাক বিজনেস।'

'দু-নম্বরি?'

www.MurchOna.com

'না স্যার। ওটা পারলে তো বাবার সঙ্গেই থাকতে পারতাম।'

'প্রদীপ গুরুং। আমি চাই না দার্জিলিং-এ কোনও গোলমাল হোক।'

'আমিও চাই না স্যার।'

'কয়েকদিন আগে ঘুমের রাস্তায় তিনটে ডাকাতি হয়েছে। প্রায় তিরিশ হাজার টাকার কমপ্লেন আছে। এ ব্যাপারে তুমি কিছু জানো?'

'না স্যার।'

'এত তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে হবে না। ভেবে দ্যাখো। আমি কাউকে ধরতে পারিনি বটে কিন্তু বর্ণনা পেয়েছি। তার একজনের সঙ্গে তোমার বেশ মিল আছে।'

ফাঁদটা এগিয়ে আসছে। প্রদীপের শরীর শিরশির করে উঠল।

'আমি এখনই তোমাকে কিছু বলছি না। ইচ্ছে করলে তোমাকে দুরমুশ করে সব কথা বের করে নিতে আমি জানি। সেটা পরে করা যাবে যদি তুমি নিজে থেকে না বলো।' থাপার কথা শেষ হওয়া মাত্র টেলিফোন বাজল। রিসিভার তুলে হ্যালো বলার পর থাপার মুখ উজ্জ্বল হল, 'ইয়েস, অ্যাঁ? আচ্ছা! কী রকম দেখতে? আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি। হ্যাঁ, আপনি কমপ্লেন করছেন না? ঠিক আছে, ঠিক আছে!' রিসিভার নামিয়ে রেখে থাপা সরাসরি তাকাল, 'ম্যাল থেকে বেরিয়ে তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

'কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে।'

'কোথায়?'

'পরম আনন্দ-এ।'

''ওখানে তোমার কী দরকার?'

'হোমের বাচ্চাদের আমি ভালোবাসি।'

'সত্যি কথা বলছ না এর মধ্যে দু-নম্বরি কিছু আছে?'

'আমি দু-নম্বরি কাজ করি না।'

'আস্তে কথা বলো। কেউ চেঁচিয়ে কথা বললে আমার মাথা ঠিক থাকে না।'

'আই অ্যাম সরি স্যার—।'

'মাটি থেকে উঁচুতে বাইক তুলতে পারো?'

অবাক চোখে থাপাকে দেখল প্রদীপ। এর মধ্যে লোকটার কাছে খবর এসে গেল? সে হাসার চেষ্টা করল, 'ইচ্ছে করলেই যে পারব তা নয়, হঠাৎ-হঠাৎ হয়ে যায়।'

'শোনো, প্রদীপ, আজ সকালে তোমার কাছে একটা বেআইনি রিভলভার ছিল?'

'না স্যার, রিভলভার ছিল না।'

'আমার লোক বলছে ছিল। কিন্তু ওটা যদি আবার তোমার কাছে ফিরে আসে তাহলে তোমাকে আমি পুঁতে ফেলব। কথাটা মনে রেখো। আমি তোমাকে দেখা করতে বলছিলাম যে কারণে সেটা আর প্রয়োজন হবে না।'

'কারণটা কী ছিল স্যার?'

'যখন প্রয়োজন হবে না তখন তোমাকে বলে আমার লাভ নেই।'

থাপা হাত নাড়ল, 'তোমাকে আর-একটা কাজ দিতে পারি। কিছু রোজগার হতে পারে তোমার।'

'রোজগার হলে আমি রাজি স্যার।'

একটা কাগজে ঠিকানা, নাম লিখে এগিয়ে দিল থাপা, 'এঁর সঙ্গে আজই দেখা করো। উনি তোমাকে খুঁজছেন, তোমারও উপকার হবে।'

নাম-ঠিকানা পড়ল প্রদীপ। বিখ্যাত মানুষ। এই শহরে একে চেনে না এমন কেউ নেই।

'ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো।'

'স্যার। একটা রিকোয়েস্ট ছিল।'

থাপা তাকাল। প্রদীপ বলল, 'পরম আনন্দ যিনি চালান তাঁকে নিশ্চয়ই আপনি চেনেন। অমন মানুষ হয় না। বাচ্চাগুলোও খুব ভালো। কিন্তু হোমের বাড়িটা যাঁর, তিনি বিক্রি করে দিচ্ছেন একজনকে। সেই লোকটা ফ্যাক্টারি বানাবে ওখানে। এর ফলে ওই বাচ্চাগুলোর মাথা গোঁজার জায়গা থাকবে না। আপনি ওদের বাঁচান স্যার।'

'ওই সম্পত্তি কার?'

'মিস্টার প্রধানের।'

'কেউ যদি তার পার্সোনাল প্রপার্টি বিক্রি করে দিতে চায় তা হলে আইন বাধা দিতে পারে না।'

'আমি জানি স্যার। শুধু মানবিকতার কারণে যদি কিছু করা যায়—।'

'তোমার এতে কী স্বার্থ?'

'বাচ্চাগুলো আমাকে ভালোবাসে।'

'অদ্ভুত। তাহলে মিসেস এভার্টকে বলো প্রধানের কাছ থেকে সম্পত্তিটা কিনে নিতে।'

'হোমের সেই সামর্থ্য নেই। জনসাধারণের দানের ওপর হোম চলে।'

'তোমার যখন এত দরদ তখন তুমি কিনে নিয়ে হোমকে দান করে দাও।'

'টাকাটা আমার পক্ষে অনেক।'

থাপা কাঁধ নাচাল, 'সরি প্রদীপ, আমার পক্ষে এ ব্যাপারে কোনও সাহায্য করা সম্ভব নয়। কেউ আইন ভাঙলে আমি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি কিন্তু—। ওয়েল, গুডবাই।'

বাইরে বেরিয়ে এসে প্রদীপ দেখল দার্জিলিং শহরে ইতিমধ্যেই সন্ধের অন্ধকার ঘন হচ্ছে। একটু বাদেই কুয়াশারা নামবে দল বেঁধে, রাস্তা ভালো করে দেখা যাবে না। থাপার লেখা কাগজটা ওর হাতের মুঠোয় ছিল। সেটাকে পকেটে পুরে বাইক চালু করল সে। তারপর হেডলাইট জ্বেলে ছুটে গেল জলাপাহাড়ের পথে। ম্যাল পেরিয়ে ঘোড়ার আস্তাবলের কাছে এসে গতি কমাতেই সে ডাকটা শুনতে পেয়ে বাইক থামাল। দৌড়ে কাছে এল লিটন। বেঁটে, কিন্তু শরীরে ভালো শক্তি। মাথায় বুদ্ধি পুরোপুরি নেই। লিটন বলল, 'কোথায় থাকো? সারাদিন খুঁজে বেড়াচ্ছি!'

'কেন?'

'তোমার পিস্তল হাওয়া হয়ে গেছে?'

'তোকে কে বলল?'

'আগে বলো, হ্যাঁ কি না?'

www.MurchOna.com

'হাওয়া হয়নি। থাপার হাত থেকে বাঁচার জন্য সিঁড়িতে ফেলে দিয়েছিলাম।'

'বড় সিঁড়িতে তো? পরে আর পাওনি, ঠিক?'

'হ্যাঁ। কে বলল তোকে?'

'শানবাহাদুর নামে একটা লোক বাজারের পাশে ভাটিখানায় বসে এই গল্পটা সবাইকে শোনাচ্ছিল। এমনকী যে লোকটা পিস্তলটা পেয়েছিল পুলিশ তার বাড়িতেও নাকি সার্চ করতে গিয়েছিল অথচ কিছু পায়নি।'

'লোকটা আমার নাম বলেছে?'

'নাঃ। বর্ণনা দিচ্ছিল। বুড়ো ভানুপ্রসাদ সেটা শুনে এসে আমাকে বলে। শুনে আমার সন্দেহ হয়, ওটা তুমি হতে পারো।'

'তুই এখানে অপেক্ষা কর। আমি ঘুরে আসছি এখনই। তারপর কথা বলব।' বাইক চালু করল প্রদীপ। লিটন কোমরে হাত দিয়ে ওর যাওয়া দেখল। তারপর পাশের চায়ের দোকানে ঢুকল। প্রদীপ সম্পর্কে ওর প্রবল আস্থা আছে। ইদানীং সে প্রদীপের সঙ্গে ছায়ার মতো থাকে। প্রদীপ বাঁ হাতে পিস্তল চালিয়েও লক্ষ্যভেদ করতে পারে। তিন-তিনটে ছোট অপারেশন থেকে লিটন ছয় হাজার টাকা পেয়েছে। তাই এখন প্রদীপ যে আদেশ করবে তাই তাকে শুনতে হবে। সে সিগারেট পাকাতে লাগল একমনে।

গেট বন্ধ। হেডলাইটের আলো ফেলে হর্ন দিল প্রদীপ। একটু বাদে একজন বন্দুকধারীকে দেখা গেল। এক হাতের আড়ালে চোখ ঢেকে অন্যহাতে বন্দুক নিয়ে এগিয়ে আসছে।

'কৌন হ্যায়?'

'আমার নাম প্রদীপ গুরুং। তোমার সাহেব আমাকে ডেকেছেন।'

লোকটা কোনও কথা না বলে গেট খুলে দিল। ওর ভঙ্গি দেখে বোঝা গেল যে এই নামের লোক যে আসবে তা জানা ছিল। বাইক নিয়ে সোজা বাংলোর সিঁড়ির সামনে চলে এল প্রদীপ। নিচে নেমে দাঁড়ানো মাত্র একটি লোক এগিয়ে এল, 'প্রদীপ গুরুং?'

'ইয়েস।'

'আসুন।'

লোকটিকে অনুসরণ করে সে যে ঘরে ঢুকল সেটিতে আসবাব বলতে চারটে সাদা সোফা এবং একটি সাদা রঙের টেবিল। প্রদীপকে সেখানে বসিয়ে লোকটা চলে গেল। পায়ের তলায় কার্পেট। দেওয়ালে কোনও ছবি নেই। ওপাশের দরজায় ভারী সাদা পর্দা ঝুলছে। দেওয়ালের রঙও সাদা। প্রদীপ উশখুশ করছিল। থাপা তাকে বলতেই সে এখানে চলে এল। থাপা বলেছে এই লোকটা তাকে যে কাজ দেবে তা করতে পারলে রোজগার হবে। কাজটা নিশ্চয়ই দু-নম্বরি কিছু হবে না, হলে থাপা তাকে এখানে পাঠাত না।

এইসময় লোকটাকে ঘরে ঢুকতে দেখল প্রদীপ। এর আগে দূর থেকে সে দেখেছে। এত বড় মানুষের কাছাকাছি পৌঁছবার ক্ষমতা তার এখনও হয়নি। কাছ থেকে সাদা শার্ট, সাদা হাফস্লিভ সোয়েটার, সাদা প্যান্ট এবং সাদা চপ্পল মানুষটিকে তার বেশ সাদাসিধে বলে মনে হল। ফরসা গায়ের রঙের সঙ্গে চওড়া টাক চমৎকার মানিয়ে গিয়েছে।

উল্টোদিকের সোফায় বসে তিনি বললেন, 'গুড ইভনিং।'

'গুড ইভনিং স্যার। আমি প্রদীপ গুরুং।'

'এ বাড়িতে ঢোকার সময় থেকে তো দু-দুবার নামটা বলেছেন। আমি থাপার কাছে কিছুটা শুনেছি, বাকিটা জেনে নিয়েছি। মোটর বাইক ভালো চালাতে পারেন?'

'এমন কিছু নয় স্যার।' নম্র গলায় বলল প্রদীপ।

'দু-নম্বরি করেন না কিন্তু দু-নম্বরি জিনিস রাখেন?'

'তার মানে?'

'গতকাল পর্যন্ত আপনার কাছে একটা বেআইনি পিস্তল ছিল।'

'এখন নেই ভাবলেন কী করে?'

'যন্ত্র বলে দিল আপনি কোনও অস্ত্র ছাড়া এখানে এসেছেন। গুড। আপনাকে আমার একটা কথা বলার আছে। আপনার মধ্যে যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে তা ছোটমাপের বেআইনি কাজ করে নষ্ট করবেন না। থাপার কাছে প্রমাণ না থাকলেও তিন-তিনটে ছিনতাই-এর কাজ আপনি এবং আপনার সঙ্গী করেছেন, এটা আমি জানি। জানি কিন্তু প্রমাণ নেই। তাই আপনি চ্যালেঞ্জ করলে কিছু বলতে পারব না। চা না কফি?'

প্রদীপের হঠাৎ শীত-শীত করছিল। এই লোকটি খুব শান্ত গলায় কথা বলছেন। মুখচোখে একটুও উত্তেজনা নেই। অথচ তার সম্পর্কে যেসব কথা বলে গেলেন তা ওঁর মতো মানুষ কী করে জানলো তা ওর জানা নেই।

সে মাথা নাড়ল, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

'ও কে। শুনুন। আপনার মতো এনার্জেটিক ইয়ংম্যান আমি খুব পছন্দ করি। আমি আপনাকে একটা কাজ দিতে পারি। লেপার্ড দেখেছেন?'

'সিনেমায় দেখেছি।'

'হুম। ব্ল্যাক লেপার্ড।'

'না স্যার, রঙ মনে নেই।'

'এখান থেকে সত্তর মাইল দূরে সিকিম-টিবেট বর্ডারের কাছে কিছু ব্ল্যাক লেপার্ড এখনও আছে বলে শোনা যাচ্ছে। খুব বিরল প্রজাতির প্রাণী। আজ সকালে তাদের দুজনকে দেখা গিয়েছে। তারা তখন যৌনমিলনে ব্যস্ত ছিল।'

'ইমপসিবল।'

'হোয়াই?'

'এইসব প্রাণীদের মেটিং-এর সময় সাধারণত কেউ দেখতে পায় না।'

'সাধারণত। কিন্তু দেখেছে। সিকিমের একটা ট্যুরিস্ট বাস ওই সময় ওই পথ দিয়ে ওখানে পৌঁছে যায়। তাদের তিনজন যাত্রী ওই দৃশ্যের ছবি তোলে। বাসটা আজই গ্যাংটকে ফিরে গেছে। যাওয়ার পথে বাসের ড্রাইভার একটা পুলিশ স্টেশনে খবরটা দিয়ে যায়। পুলিশ স্পটে গিয়ে কিছুই দেখতে পায়নি।'

'আমাকে কী করতে হবে?'

'ওই তিনজন যাত্রীর নাম-ঠিকানা জোগাড় করতে হবে।'

'কেন?'

'ব্ল্যাক লেপার্ড ভারতবর্ষে নেই। আছে হিমালয়ের এই এলাকায়। এতদিন পর্যন্ত

www.MurchOna.com

ওদের অস্তিত্ব কেউ জানতই না। আমার হবি রেয়ার ফটোগ্রাফ কালেক্ট করা। আমি যখন জানতে পারলাম তিনজন ট্যুরিস্ট ওই ব্ল্যাক লেপার্ডের মেটিং দৃশ্যের ছবি তুলেছে তখন মনে হল ছবিগুলো একমাত্র আমার কালেকশনেই থাকবে। আমার টাকা আছে তাই ছবিগুলো আমি চাইতে পারি। তিনটে সাধারণ ট্যুরিস্ট ওই ছবি তুলে বাড়ি ফিরে তাদের অ্যালবামে সেঁটে রাখবে। কিন্তু আমার কাছে থাকলে ওগুলো অন্যমাত্রা পাবে। ওই তিনজনের খবর পেলে আমি ছবিগুলো কিনে নেব। আজ ওরা গ্যাংটকে ফিরে গেছে। হয়তো ওদের ফিল্মের রোল শেষ হতে আরও দু-একদিন লাগবে। অতএব আমি আপনাকে ওই দু-একদিন সময় দিচ্ছি।' ভদ্রলোক হাসলেন।

'আপনি তো ট্যুরিস্ট কোম্পানির সঙ্গে যোগযোগ করলেই ওদের ঠিকানা পেতেন!'

'না পেতাম না। গ্যাংটকে সাইট সিয়িং ট্যুর করে অন্তত পনেরোটা নামী কোম্পানি। এ ছাড়াও আনরেজিস্টার্ড কোম্পানি আছে। যারা ডেইলি টিকিট কিনে ওইসব বাসে উঠে তারা নিজেদের ঠিকানা কোম্পানিকে দেয় না, কোম্পানি সেটা চায়ও না।'

'বুঝলাম। কিন্তু আমি ওদের কী করে খুঁজে বের করব?'

'সেটা আপনার সমস্যা।'

'এর জন্যে আমি কত টাকা পারিশ্রামিক পাব?'

'পাঁচ হাজার টাকা।'

'ওই তিন ক্যামেরায় তোলা ছবির দাম আপনার কাছে তিন হাজার?'

'নো। নট দ্যাট। হয়তো ওদেরও আলাদা টাকা দিতে হবে।'

'সেইজন্যে আপনার বাজেট জানতে চাইছি।'

'ধরুন, ছয় হাজার।'

'আমার পক্ষে কাজটা করা সম্ভব নয়।'

'কারণ?'

'অত কম টাকার জন্যে এমন ঝামেলা—।'

'কত টাকা হলে কাজটা করতে পারবেন?'

'পঞ্চাশ হাজার।'

'মাই গড! আর ইউ ম্যাড?'

'নো স্যার। ব্ল্যাক লেপার্ডের মেটিং দৃশ্য পৃথিবীতে আর কারও কাছে আছে কি না জানি না। না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। সেক্ষেত্রে আপনি ছবিগুলোর বিনিময়ে কয়েক লক্ষ টাকা রোজগার করবেন! আমি কি পাগলের মতো কথা বলছি?'

'পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে আপনি কী করবেন?'

'সেটা আমায় ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'আমি বোধহয় আন্দাজ করতে পারছি ইয়ংম্যান। প্রধানের জমিটার দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা। তাই তো! বেশ, ইটস এ ডিল। ছবিগুলো নিয়ে আসতে পারলে আপনি প্রধানকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে হোমের নামে জমি ট্রান্সফার করতে পারবেন। আর এই নিন, তিন হাজার টাকা। এটা আপনার ইনসিডেন্টাল এক্সপেন্স।' পকেট থেকে তিরিশটা একশো টাকার নোট বের করে প্রদীপের সামনে রেখে ভদ্রলোক গলা পাল্টালেন, 'এবার কাজের কথায় আসি। জায়গাটা এখান থেকে সত্তর মাইল দূরে হলেও গ্যাংটক থেকে

মাইল পনেরো উত্তরে। এর খুব কাছাকাছি জনবসতির নাম টিংলা। টিংলা পর্যন্ত একটা বাস যায় দিনে একবারই। যে জায়গায় ব্ল্যাক লেপার্ড দুটোকে দেখা গিয়েছিল তার বর্ণনা আমি পাইনি। সেটা আপনাকেই উদ্ধার করতে হবে। আর এর জন্যে আপনি দুদিন সময় পাবেন।'

'সরি স্যার। আগামীকাল গ্যাংটক পৌঁছতেই দুপুর হয়ে যাবে। আমি অন্তত তিনদিন সময় চাইছি। তিনটে পুরো কাজের দিন।' টাকাগুলো তুলে নিল প্রদীপ।

ভদ্রলোক পকেট থেকে কার্ড বের করলেন, 'এইটে আমার নিজস্ব টেলিফোন। আমি না থাকলে রেকর্ডার আপনার পাঠানো ম্যাসেজ রেকর্ড করে রাখবে।'

'ও কে স্যার।' প্রদীপ উঠে দাঁড়াল। ভদ্রলোক হাসলেন। মাথা নেড়ে প্রদীপ যখন দরজার কাছে পৌঁছে গিয়েছে তখন ভদ্রলোক বললেন, 'আমি এক প্রোডাক্টে বিশ্বাস করি। চেষ্টা করেছিলাম তবু হয়নি এসব কথার কোনও মূল্য আমার কাছে নেই।'

প্রদীপ নীরবে মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

মতিলাল তার বিছানায় শুয়েছিল। আজকের বিকেলের ঘটনার পর থেকে ওর কেবলই মনে হচ্ছিল বেঁচে থেকে কোনও লাভ নেই। স্বামী হয়ে স্ত্রীকে কন্ট্রোল করতে পারেনি সেটা এক জিনিস, অনেকেই পারে না। স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় অনেকের। কিন্তু চোখের সামনে অন্য পুরুষের হাতে মার খেয়ে সুভদ্রা যেভাবে কেঁচো হয়ে গেল তা দেখার পর বেঁচে থেকে কী লাভ। মার খাওয়ার পর সুভদ্রা যদি চিৎকার করে তার সাহায্য চাইত তা হলে সে ছুটে যেত। তা না করে ও ওই লোকটার সঙ্গে ভেতরে ঢুকে গিয়ে দরজা বন্ধ করল—এর শাস্তি ওকে পেতেই হবে। সামনের মাস থেকে একটা পয়সাও দেবে না সুভদ্রাকে। সুভদ্রা যদি এখানে এসে ঝগড়া করে তা হলে সে হাত চালাবে। জীবনে কখনও মেয়েমানুষের শরীরে হাত তোলেনি সে, এবার তুলবে। ওই মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে সে আগবাড়িয়ে গিয়েছিল বলে এখন আফসোস হচ্ছিল। এই সময় দরজায় শব্দ হল।

দরজা খুলতে ইচ্ছে করছিল না কিন্তু দ্বিতীয়বারের শব্দের সময় চাপা নারীকণ্ঠ কানে এল। অতএব উঠতে হল মতিলালকে। দরজা খুলতে ছিটকে ভেতরে চলে এল সুজাতা। মতিলাল দেখে পুলকিত হল। ওর কাঁধে সেই তিব্বতি ব্যাগ। ঘরে ঢুকে চারপাশে তাকিয়ে সুজাতা বলল, 'এম্মা! কী করে রেখেছ তুমি? ঘরটা যে নরক হয়ে উঠেছে।'

মতিলাল বলল, 'তাতে কার কী?'

সুজাতা তার শরীর থেকে চাদরটা খুলে টেবিলের ওপর রাখল। ব্যাগটা চাদরের ওপর। মতিলাল দেখল মেয়েটা একটা আঁটো ব্লাউজ ছাড়া কিছু পরেনি।

'তোমার ঠান্ডা লাগে না?'

সুজাতা নিজের শরীরের দিকে তাকাল, 'ওমা! তোমার এসব নজরে পড়ে নাকি! শোনো, দিদি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে আমাকে জব্দ করতে যাকে ডেকে এনেছিলি তার কাছে যা। আমি বললাম, যাওয়ার হলে যাব। শুনে বলল, গিয়ে দ্যাখ না। একটা কাঠের পুতুল ছাড়া কিছু না। মেয়েমানুষ আর পাশবালিশের কোনও তফাত বোঝে না। তাই নাকি?'

www.MurchOna.com

মতিলাল জবাব দিল না। কথাগুলো কানে যাওয়া মাত্র সুভদ্রা সম্পর্কে তার বিদ্বেষ বাড়ছিল। সে নিজের ঘরে চলে গেল। তার খুব আফসোস হচ্ছিল। আজ দুপুরেও যদি সে সুভদ্রাকে প্রহার করত তা হলে সন্ধেবেলায় ওই দৃশ্য দেখতে হতো না।

সুজাতা চলে এল তার শোওয়ার ঘরের দরজায়, 'কী হল, বাক্যি নেই কেন?'

'ব্যাগটা এখানে আনো।'

'ব্যাগে কী ছিল?'

'সেটা আমি বুঝব।'

'চিনি, চা আর—!'

মতিলাল তাকাল। নিশ্চয়ই দেখেছে সুজাতা। আর দেখেছে বলে আপনির বদলে তুমি-তুমি করে কথা বলছে। সে নিশ্বাস চেপে বলল, 'আর?'

'পিস্তল। গুলিভরা পিস্তল। দিদি তোমার কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিল, না?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার কাছে পিস্তল কেন? দিদিকে মারবে বলে?'

'সেটা পারলে খুশি হতাম।'

'তুমি খুব হিংসেয় জ্বলছ। তার মানে তুমি দিদিকে ভালোবাস।'

'পিস্তলটা কোথায়?'

সুজাতা চলে গেল ওঘরে। ফিরে এল পিস্তল হাতে, কিন্তু দিল না। না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে তোমার খারাপ লাগে?'

'আমি জানি না।'

'এখন থেকে আমি এখানে থাকব।'

'কেন?'

'আমার ইচ্ছে তাই। তুমি খেয়েছ?'

'হ্যাঁ।' মিথ্যে কথা বলল।

পিস্তলটা বিছানায় ছুড়ে দিয়ে চোখের আড়াল হল সুজাতা। চট করে ওটাকে তুলে নিয়ে চোখের সামনে আনল মতিলাল। না। মানুষ খুন করতে পারবে না সে। কিন্তু বদলা নিতে হবে। কীভাবে বদলা নেওয়া যায়? পিস্তলটাকে একটা খালি জুতোর বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল সে। এবং তখনই ভুটানি মদের বোতল হাতে সুজাতা ফিরে এল, 'এই হুইস্কি তুমি খাও?'

'না।'

'তা হলে রেখেছ কেন?'

'একজন দিয়েছিল তাই এনেছিলাম।'

গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে কাঁচা খেল সুজাতা, 'বড্ড কড়া!'

'জল ছাড়া খাচ্ছ!'

'তুমি খাও।'

'না।'

'আমার দিব্যি, একটু খাও।'

সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে মতিলালের হঠাৎ যেন অন্যরকম লাগল। সে

সুজাতার বাড়ানো গ্লাসটা নিয়ে মুখে ঢালল। সঙ্গে-সঙ্গে কান গরম, গলা জ্বলতে লাগল। প্রথম ধাক্কা কমে গেলে শরীরে যেন আগুন ছড়াল। সুজাতা দ্বিতীয়বার গ্লাসে ঢেলে নিজের গলায় ঢালল। ঢেলে আর-এক পেগ এগিয়ে দিল। মতিলাল বলল, 'না। আর না।'

'কেন?'

'আমার অভ্যেস নেই।'

'কী হবে খেলে? বাড়িতেই তো আছ। আমি আছি।'

অতএব দ্বিতীয় গ্লাস মুখে ঢালল মতিলাল। তার শরীরে এখন গরম বাতাস পাক খাচ্ছে। গ্লাস-বোতল একপাশে সরিয়ে রেখে সুজাতা জামার বোতামে হাত দিল। একটু বাদে মতিলালের মনে হল এমন পেলব নারী-শরীর সে কখনও দেখেনি। দু-হাতে সুজাতাকে জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল সে। সুজাতা বলল, 'আঃ আস্তে। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

সমস্ত শরীরে ঝড়। বিছানায় দুটো শরীর যখন পরস্পরকে জানতে-জানতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে তখন সুজাতা বলল, 'দিদি মিথ্যে কথা বলেছে।'

'ও মিথ্যুক।'

'তুমি আমাকে বিয়ে করবে?' দু-হাতে মতিলালকে আঁকড়ে ধরেছিল সুজাতা।

'আমি বদলা নেব।'

'কীসের বদলা?'

উত্তর দিতে পারল না মতিলাল। উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই বাড়িটাকে চমকে দিয়ে বাইরের দরজার বেলের বোতাম টিপল কেউ। শব্দটা মতিলালের নার্ভে আঘাত করতেই সমস্ত উত্তেজনা উধাও। সুজাতা নিচুস্বরে বলল, 'বাজাক। মনে হচ্ছে দিদি এসেছে।'

'ও না।'

'কী করে বুঝলে?'

'ও এভাবে বেল বাজায় না।'

'বাব্বা! বেল বাজানোর আওয়াজেও মানুষ চিনতে পারো নাকি তুমি। যাও, দ্যাখো।' সুজাতা বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। ওর উন্মুক্ত শরীরের দিকে তাকিয়ে এই ঘর ছেড়ে যাওয়ার একটুও ইচ্ছে হচ্ছিল না মতিলালের। অনেক-অনেক দিনের পর সে যেন এক নতুন স্বাদ পাচ্ছিল একটু আগে। যে স্বাদ সুভদ্রা তাকে এক মুহূর্তের জন্যে কখনও দেয়নি।

নিজেকে ভদ্রস্থ করে দরজা খুলতেই দুটো লোককে দেখতে পেল মতিলাল। সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে বেশ হ্যান্ডসাম, সিনেমার নায়কের মতো দেখতে। পিছনের লোকটা বেঁটে কিন্তু বোঝা যায় শক্তিশালী। বাড়ির সামনে একটা মোটরবাইক দাঁড়িয়ে আছে।

মতিলাল জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাই?'

'আপনার নাম মতিলাল?' সামনের লোকটি জিজ্ঞাসা করল।

'জি হ্যাঁ।'

'ভেতরে আসতে পারি?'

'কিন্তু আমি যে এখন খুব ব্যস্ত।'

www.MurchOna.com

'এদিকে আমার যে সময় নেই। আমাকে এখনই গ্যাংটকে যেতে হবে।'

'গ্যাংটকে? এত রাত্রে?'

'সেটা আমার সমস্যা।'

'ও। আসুন। তাড়াতাড়ি বলবেন যা বলার।'

প্রদীপ এবং লিটন ঘরে ঢুকল। চারপাশে তাকিয়ে প্রদীপ একটা চেয়ারে গিয়ে বসল। মতিলাল বুঝতে পারছিল না এদের মতলব। তার মন পড়ে আছে পাশের ঘরে। সেখানে শুয়ে থাকা সুজাতা নিশ্চয় কথাবার্তা শুনে পোশাক পরে নিয়েছে। লোকদুটো আর সময় পেল না এখানে আসার!

'হ্যাঁ, বলুন!' মতিলাল বিরক্ত প্রকাশ করল।

'মতিলালজী। আজ সকালে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি খুবই দুঃখিত। সেই সময় আপনাকে আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিলাম যার ফলে আপনার এবং আমার, দুজনের হাত থেকে কিছু জিনিস পড়ে যায়। এখন অনুগ্রহ করে যদি আমার জিনিসটা আমাকে ফেরত দিয়ে দেন তা হলে চলে যাই।' প্রদীপ শান্ত গলায় বলল।

'কী জিনিস পড়ে গিয়েছিল?' মতিলালের বুকে ড্রাম বাজতে লাগল। তার চেহারাটা মনে পড়ল। ওপর থেকে দ্রুত নেমে আসা যুবকটি যে তার সামনে বসে আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রদীপ উঠল। হাঁটতে-হাঁটতে ঘরটা দেখল। মতিলালের চোখ তার ওপর ঘুরছিল।

প্রদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'আমি আপনার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে চাই। পিস্তলটা কোথায়?'

অস্বীকার করতে গিয়েও পারল না মতিলাল 'পিস্তলটা যে আপনার তার প্রমাণ কী?'

এই সময় লিটন বলে উঠল, 'এতো আজব চিড়িয়া। তোমাকে এখনও চেনেনি গুরু।'

প্রদীপ হাসল, 'প্রমাণ লোকে কোর্টে দেয়। শুনুন। আপনি একজন সাধারণ মানুষ। খবর পেলাম আপানর বউ পালিয়ে অন্যের সঙ্গে প্রেম করছে। পিস্তল নিয়ে আপনি কী করতে পারবেন? তার চেয়ে আমার জিনিস আমাকে দিয়ে দিন।'

'ওটা আমার কাছে আছে তা আপনাকে কে বলল?'

'শানবাহাদুর। এখন সে মাতাল হয়ে পড়ে আছে।'

ঠিক তখনই শোয়ার ঘরের দরজায় এসে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল সুজাতা। যতটা পোশাক সংক্ষিপ্তভাবে পরে নেওয়া সম্ভব তাই পরেছে সে। প্রদীপ দেখল মেয়েটাকে। সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তেমন নয় কিন্তু মেয়েটার শরীর আছে আর সেটাকে ব্যবহার করতে জানে।

'আমার এই বাড়িতে পুলিশ সার্চ করে গেছে, কিছু পায়নি।'

'পুলিশ যাতে না পায় সেই ব্যবস্থা আপনি করেছিলেন। ওটা যে পুলিশের হাতে পৌঁছয়নি সেইজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। তার জন্যে কত টাকা দিতে হবে?'

লিটন চাপা গলায় বলল, 'বস্, সময় নষ্ট করছ।'

পকেট থেকে দুশো টাকা বের করে টেবিলে রাখল প্রদীপ, 'দিন।'

মতিলাল আর পারল না। সেখান থেকেই চিৎকার করে বলল, 'সুজাতা, ভেতরের ঘরে খাটের নিচে জুতোর বাক্স থেকে পিস্তলটা বের করে ওকে দিয়ে দাও। ঝমেলা চুকে যাক।'

সুজাতা ঘরে ঢুকে যাওয়া মাত্র বাইরে গাড়ির শব্দ এবং হেডলাইটের আলো দেখা গেল। ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগে থাপা কয়েকজন সেপাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন। প্রদীপ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এখানে?'

থাপা দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল, 'আমি তোমাকে এত বোকা বলে ভাবিনি প্রদীপ। পিস্তলটার খোঁজে এখানে আসার আগে তোমার চিন্তা করার দরকার ছিল। আমার হাতে এতদিন কোনও প্রমাণ না থাকায় তোমাকে ছুঁতে পারেনি। আজ তুমি ফেঁসে গেলে।'

'আপনি আজ কী প্রমাণ পেয়েছেন?'

'ওকে সার্চ করো।' থাপা হুকুম দিতেই সেপাইরা এসে প্রদীপের শরীর হাতড়ে দেখল। লিটনকেও বাদ দিল না তারা। ওরা কিছু না পেতে থাপা মতিলালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'আজ তোর হাড় ভাঙব আমি। যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব ঠিকঠাক দিবি। ও পিস্তলের খোঁজে এখানে এসেছে, তাই তো?'

মতিলালকে এখন হতবুদ্ধি দেখাচ্ছিল। কোনওরকমে মাথা নাড়ল সে, হ্যাঁ। থাপার মুখে হাসি ফুটল, 'গুড। পিস্তলটা দিয়েছ ওকে?' চুপ করে রইল মতিলাল। থাপা চিৎকার করল, 'কথা বল!'

'না। দিইনি।' মতিলাল শোওয়ার ঘরের দরজার দিকে তাকাল।

সেখানে কেউ নেই।

'কোথায় রেখেছ ওটাকে?'

'আমি রাখিনি।'

'কে রেখেছে? বাঁচতে চাও তো সত্যি কথা বলো।'

'আমি জানি না। কিছু জানি না।'

থাপার নজরে পড়ল কিছু টাকা সামনে পড়ে আছে। নোটগুলো তুলে সে গুনল, দুশো। এইসময় প্রদীপ বলল, 'আপনি মিছিমিছি সময় নষ্ট করছেন স্যার।'

'সেটা আমি বুঝব। তোমাদের এই জুড়িকে যদি হাজতে ঢোকাতে পারি—! এই টাকা কি তুমি দিয়েছ ওকে?'

'আপনি তো পিস্তল খুঁজতে এসেছেন। টাকার খোঁজ নিয়ে আপনি কী করবেন?'

কিছু বলতে গিয়ে থাপা চুপ করে গেল। তার চোখ মতিলালের ওপর। মতিলাল যেন অনেকক্ষণ থেকে বিপরীত দরজায় দিকে তাকিয়ে কিছু লক্ষ করার চেষ্টা করছে। থাপা চটপট শোওয়ার ঘরের দরজায় পৌঁছে গেল। ঘরে ঢুকেই সে চিৎকার করে উঠল, 'এই জানলা দিয়ে পালিয়েছে। কে ছিল এই ঘরে?'

খ্যাপা মোষের মতো বেরিয়ে এল থাপা, 'এই ঘরে মেয়েছেলে ছিল। মেয়েদের পোশাক পড়ে আছে বিছানার ওপর। কে ছিল?'

'আমার—আমার—।' মতিলাল ঢোঁক গিলল।

'তোমার বউ?' থাপা ধমকে উঠল।

'না স্যার। বউ না। বউ-এর বোন!'

www.MurchOna.com

'ও বাব্বা। শালির সঙ্গে লীলা করছিলে নাকি? অনেক গুণ আছে দেখছি। কিন্তু জানলা দিয়ে শালি পালাল কেন? পিস্তলটা ওই নিয়ে গেছে?'

'আমি জানি না স্যার, কিছু জানি না।'

থাপাকে এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখাচ্ছে। প্রদীপ এগিয়ে গেল, 'স্যার, আপনি যে কাজটা পাইয়ে দিয়েছেন সেটা করতে হলে আমাকে এখনই গ্যাংটকে রওনা হতে হয়। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি পিস্তলটা পাইনি।'

কথাগুলো কানে গেল না যেন থাপার। মতিলালের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'তোমার শালিকে আমি আজ রাত্রেই তুলে আনছি। তারপর তোমাদের মজা দেখাব।'

প্রায় ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল থাপা তার দলবল নিয়ে। লিটন এতক্ষণ একপাশে সিঁটিয়ে ছিল, এবার বলল, 'চলো গুরু, কেটে পড়ি।'

প্রদীপ মতিলালের দিকে তাকাল। মতিলাল এখন দুহাতে মুখ ঢেকে বসে আছে। ওর শরীর কাঁপছে। প্রদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কী হল?'

'আমি বুঝতে পারছি না। ও কেন পালাল?'

'পালিয়ে দার্জিলিং-এর কোথাও থাপার হাত থেকে লুকিয়ে থাকতে পারবে না।' প্রদীপ ঘুরে দাঁড়াল, 'টাকাটা রইল। যদি পিস্তলটা আপনার হাতে আসে তাহলে ফিরে এসে ওটা নেব আমি।'

বাইরে বেরিয়ে এল সে, পিছনে লিটন।

এখন বেশ ঠান্ডা। আকাশ পরিষ্কার। অন্ধকার রাস্তায় মানুষজন নেই। লিটন বলল, 'শালা বহুৎ হারামি। আমি বদলা নেব।'

'কার কথা বলছিস?'

'শানবাহাদুর। ভাবলাম নেশার ঘোরে কথা বলছে, আউট হয়ে গেল। পয়সা দিলাম তবু আমরা চলে আসার পরেই পুলিশকে খবরটা দিয়েছে।'

'ছুঁচো মেরে এখন লাভ নেই। গ্যাংটকে পিস্তলটা সঙ্গে থাকলে ভালো হতো।' মোটরবাইকে উঠে পড়ল সে, 'কাল সকালের ফার্স্ট বাস ধরে গ্যাংটকে চলে আসবি, হোটেল ড্রিমল্যান্ডে গিয়ে খবর নিবি।' ইঞ্জিন চালু করল প্রদীপ।

'তুমি একা এতটা রাস্তা যাবে? আমি পেছনে বসি না।'

'না। একা যেতে আমার সুবিধে হবে।' মোটরবাইক চালু করল প্রদীপ। লিটন হাঁটতে শুরু করল বিপরীত দিকে। মোড় ঘুরতেই হেডলাইটের আলোয় একটা মূর্তিকে দৌড়ে মাঝখানে চলে আসতে দেখল প্রদীপ। আলোর বৃত্তে দাঁড়িয়ে যে মূর্তিটা হাত নাড়ছে সে স্ত্রীলোক।

কাছাকাছি আসতেই চিনতে পারল প্রদীপ। সে বাইকটাকে থামাতেই সুজাতা ছুটে এল কাছে, 'আমাকে বাঁচান। আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আমাকে বাঁচান।'

'আমি কীভাবে বাঁচাব?'

'আপনি তো গ্যাংটকে যাচ্ছেন।'

'তোমাকে কে বলল?'

'আমি শুনেছি। বাড়িতে ঢোকার সময় আপনি জামাইবাবুকে বলেছিলেন। আপনি আমাকে গ্যাংটকে নিয়ে চলুন। ওখানে আমার এক পিসি থাকে। ওখানে গেলে এখানকার

পুলিশ আমাকে কিছু করতে পারবে না।'

'কাল সকালের বাস ধরে চলে যেও।'

'তার সুযোগই পুলিশ আমাকে দেবে না। আপনার পিস্তলটাকে বাঁচাতে গিয়ে এ আমি কী বিপদ ডেকে আনলাম।' কেঁদে ফেলল সুজাতা।

'পিস্তলটা বাঁচাতে গেলে কেন?'

'মনে হয়েছিল ওটা পেলে পুলিশ আপনাকে ছাড়বে না।'

'আমাকে তুমি চেনো না। আমাকে পুলিশ ধরলে তোমার কী?'

'আমি আপনাকে চিনি।'

'সে কি? কোথায় দেখেছ?'

'দেখেছি। দার্জিলিং-এই।'

'তুমি মিথ্যে কথা বলছ। তোমার জামাইবাবুকে বাঁচাতে চেয়েছিলে তুমি।'

'তা হলে পালাতাম না। জানলা দিয়ে পিস্তলটা ছুড়ে ফেলতাম বাইরে।'

'ওটা তোমার কাছে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে দাও।'

'না। আগে আপনি আমাকে গ্যাংটক নিয়ে যান, তারপর।'

'তোমাকে কীভাবে নিয়ে যাব? আমি তো এখনই বাইকে রওনা হচ্ছি।'

'বাইকের পিছনে বসে আমি যেতে পারব।'

'তোমার ঠান্ডা লাগবে। গায়ে তো বেশি জামা-কাপড় নেই।'

'লাগুক। তবু এখান থেকে যেতেই হবে।'

'ঠিক আছে। তুমি স্টেশনের সামনে গিয়ে দাঁড়াও। আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছি। সাবধান, পুলিশ যেন তোমাকে দেখতে না পায়।'

'আপনি আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছেন না তো?'

প্রদীপ হাসল, 'তোমাকে ফেলে আমি চলে যেতে পারি, কিন্তু আমার পিস্তলটাকে নিয়ে যাওয়াটা খুব জরুরি।'

পনেরো মিনিট বাদে প্রদীপ যখন স্টেশনের পাশের রাস্তায় বাইক দাঁড় করাল তখন চারপাশে ঘন কুয়াশা। এতটা পথ মোটরবাইকে যাওয়ার সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে সে। এপাশ-ওপাশে তাকাতেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল সুজাতা। তার দুই হাত বুকের ওপর। শীতে কাঁপছে সে। প্রদীপ ব্যাকসিটে রাখা ওভারকোট এগিয়ে দিল, 'এটা পরে নাও। টুপি, মাফলার আছে ওখানে। চটপট।'

কৃতার্থ হয়ে আদেশ মান্য করল সুজাতা। তারপর বাইকের পিছনে উঠে বসল। দার্জিলিং ছাড়িয়ে বাইক এগিয়ে যাওয়া মাত্র সুজাতা ফিসফিস করে বলল, 'পিস্তলটা নেবেন না?'

'গ্যাংটকে পৌঁছবার পর নেওয়ার কথা।'

সুজাতা হাসল। তারপর বলল, 'আপনি খুব ভালো।'

প্রদীপ জবাব দিল না। এ রকম তৈল মর্দন মানুষ কোনও বিপাকে পড়ে করে,

www.MurchOna.com

সেটা তার জানা আছে।

দার্জিলিং থেকে তিস্তাবাজার হয়ে কালিম্পংকে ডানদিকে রেখে মধ্যরাত্রে গ্যাংটকের দিকে ছুটে যাওয়াটা মোটেই আরামদায়ক নয়। কিন্তু প্রদীপ যাবতীয় প্রাকৃতিক প্রতিরোধকে উপেক্ষা করার চেষ্টায় ছিল। লিটনকে সঙ্গে না নিয়ে রওনা হওয়া ভুল হচ্ছিল সেটা কিছুটা দূর আসার পরই টের পেয়েছিল। এখন লিটনের বদলে সুজাতা পিছনে থাকায়, কোনও কথা না বলা সত্ত্বেও, তার মনে হচ্ছিল এই কষ্টকর যাত্রায় সে একা নেই। আর একটি মানুষের তপ্ত উপস্থিতি তাকে যথেষ্ট স্বস্তি দিচ্ছিল।

পাহাড়ি রাস্তায় সন্ধে ঘন হয়ে গেলে কেউ গাড়ি চালায় না। নিতান্ত বাধ্য না হলে কোনও গাড়িকে রাতদুপুরে এইসব পথে দেখা যায় না। একটানা যেতে-যেতে বাইক গরম হয়ে উঠেছে বেশ। প্রদীপ রাস্তার পাশে একটা সমান জায়গা পেয়ে বাইক দাঁড় করাল। নিচে পা দিতে গিয়ে বুঝতে পারল পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না।

বাইক থেকে নেমে সুজাতা প্রথম কথা বলল, 'এখানে কেন?'

'ইনি বিশ্রাম চাইছেন।' প্রদীপ পায়ে সাড় আনার চেষ্টা করছিল, 'উঃ কী ঠান্ডা!'

'পায়ে কী হয়েছে?'

'বাঁ পা অবশ-অবশ লাগছে। এক নাগাড়ে—। ঠিক আছে।'

প্রদীপ সোজা হল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার ঠান্ডা লাগছে না?'

'লাগছে। সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই।'

'এইভাবে এককথায় দার্জিলিং ছেড়ে চলে এলে, ওখানে কেউ চিন্তা করবে না?'

'আমার জন্যে কেউ চিন্তা করে না।'

'জামাইবাবু? দিদি?'

'দিদি তো মুক্তি পাবে। জামাইবাবু,' হাসল সুজাতা, 'আজকের আগে আমার দিকে ভালো করে কখনও তাকাননি। আজ যে আমার মাথায় কী ঢুকল—!'

'নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনলে!'

'ঠিক বলেছেন।'

'আমরা গ্যাংটকে পৌঁছে যাব ভোরের মধ্যে। ওইসময় পিসির বাড়িতে গেলে তিনি অবাক হবেন না? জানতে চাইবেন না কীভাবে এলে?'

'সেটাই তো স্বাভাবিক। একটা কিছু উত্তর দিতে হবে।'

'তুমি বিবাহিতা?'

'একসময় ছিলাম। এখন নই।'

প্রদীপ আর কথা বাড়াল না।

ওরা গ্যাংটকে ঢুকল যখন তখন শহর ঘুমন্ত। ইতিমধ্যে আকাশের চেহারা বদল হয়েছে। সিকিমের আকাশে এখন গুঁড়ি-গুঁড়ি মেঘ। সূর্যদেবের ওঠার কোনও আয়োজনই নেই। রাস্তার আলোগুলো বুড়ি ডাইনির চোখ হয়ে জ্বলছে। প্রদীপ গলা তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় নামবে?'

'আপনি কোনদিকে যাচ্ছেন?' গলা তুলতে হল সুজাতাকেও।

'হোটেল ড্রিমল্যান্ড। বাড়ির কাছাকাছি না নামলে তোমার এখন একা হাঁটা ঠিক

হবে না। তুমি আমার সঙ্গে চলো। আলো ফুটলে পিসির বাড়িতে চলে যেও।'

'আপনার কোনও অসুবিধে হবে না তো?'

প্রদীপ জবাব দিল না।

হোটেল ড্রিমল্যান্ড কুলীন নয়। এর আগে দুবার গ্যাংটক এসে এখানেই উঠেছিল প্রদীপ। এই সময়ে কাউন্টারে লোক থাকার কথা নয় কিন্তু কয়েকজন ট্যুরিস্ট সাইট সিয়িং-এ যাচ্ছে বলে হোটেলের কর্মচারী জেগেছিল। ওদের দেখে লোকটা অবাক, 'আপনারা বাইকে করে এতটা রাস্তা এসেছেন? এই রাত্রে!'

প্রদীপ হেসে বলল, 'ঘর হবে?'

'সিওর। ডাবল বেড?'

'লিটন আসবে দুপুরের আগেই। ওর জন্যে ব্যবস্থা রাখা দরকার!'

প্রদীপ ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল।

লোকটি চাবি নিয়ে দোতলায় উঠে ঘর খুলে দিয়ে বলল, 'পরে একসময় খাতাপত্তরের কাজ করে নেব। চা খাবেন?'

'সিওর। সেইসঙ্গে কিছু স্ন্যাকস।'

লোকটা চলে গেলে সুজাতা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ডাবল বেড নিলেন কেন?'

এবার খেয়াল হল প্রদীপের। সুজাতা কি তাকে সন্দেহ করছে?

সে হাসল, 'নিলাম।'

'আপনি কী করে ভাবলেন এখানে আমি থাকব?'

'সারারাত ধরে আমার বাইকের পিছনে বসে আসবে এটাও তো কখনও ভাবিনি।'

'আমি যাচ্ছি।'

'বসো। আমার এক বন্ধু আসবে সকালের বাসে, যে আমার সঙ্গে তোমার জামাইবাবুর বাড়িতে গিয়েছিল। ব্যবস্থাটা তার জন্যে।' প্রদীপ বাথরুমে চলে গেল। গরমজলের কল খুলে মুখে দিল খানিকটা। আঃ, আরাম। বাইকের সাইড ক্যারিয়ারে যে অ্যাটাচিটা রয়েছে সেটা আনিয়ে নিতে হবে। দুদিন চলে যাবে এমন সব কিছু তাতে ঠাসা আছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে সে বলল, 'তুমি তো এক বস্ত্রে এসেছ। এই মুহূর্তে আমিও তোমাকে সাহায্য করতে পারব না। তবু মুখটা ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে এসো।'

এগিয়ে যাওয়ার সময় নিচু গলায় সুজাতা বলে গেল, 'সরি।'

দুঃখিত হওয়াটা সন্দেহ প্রকাশের কারণে এটা বুঝেও না বোঝার চেষ্টা করল প্রদীপ। এখন একটু ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার। সকাল আটটার মধ্যে বেরিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। চা এল। চা আর বিস্কুট। তাড়াতাড়ি সেগুলো শেষ করে একটা বিছানায় লম্বা হল প্রদীপ। 'আমি আটটা পর্যন্ত ঘুমাব। ততক্ষণ কথা না বললে উপকার করা হবে।'

'তা হলে এটা রাখুন।' পিস্তলটা বের করে বিছানার ওপর রেখে সুজাতা বাথরুম চলে গেল।

সোওয়া আটটা নাগাদ ঘুম ভাঙল প্রদীপের। বিছানায় শুয়েই বুঝতে পারল সুজাতা ঘরে নেই। ও চোখ বন্ধ করল। মেয়েদের সম্পর্কে তার কোনও উন্নাসিকতা নেই। ঠিকঠাক

www.MurchOna.com

প্রেমে পড়ার মতো কোনও মেয়ের দর্শন সে এখনও পর্যন্ত পায়নি। মেয়েরা এসেছে জীবনে কিন্তু তারা মেয়ে বলেই প্রেমে পড়তে হবে এমনটা কখনও মনে হয়নি। কেউ-কেউ এসে শরীরের স্বাদ দিয়ে চলে গেছে এবং এই কারণে তার কোনও পাপবোধ নেই। সেইসব মেয়েরা এসেছিল স্বেচ্ছায়, চলে যাওয়ার ব্যবস্থা রেখে। আজ দার্জিলিং থেকে গ্যাংটকের দীর্ঘপথটা যে মেয়ে পাড়ি দিয়ে এল তার পেছনে বসে, এই হোটেলের বন্ধ ঘরে শুয়ে রইল পাশের বিছানায় সে নিশ্চয়ই তাকে এখন সাধু-সন্ন্যাসী ভাবছে।

প্রদীপ উঠল। এবং তখনই চোখে পড়ল পাশের বিছানার ওপর তার এনে দেওয়া ওভারকোট মাফলার এবং টুপি পড়ে আছে। সে বাথরুমের দরজা খুলে দেখল সেখানেও সুজাতা নেই। সে ওকে শহরে ঢোকার সময় বলেছিল আলো ফুটলে চলে যেতে। সেইমতো কাজ করেছে মেয়েটা। শুধু যাওয়ার সময় বলে যেতে পারত। প্রদীপ হাসল, সে নিজেই তো বিরক্ত করতে নিষেধ করেছিল।

সাড়ে আটটা নাগাদ প্রদীপ পথে নামল। বাইক নিয়ে সোজা চলে এল বাজারের কাছে যেখানে পরপর ট্যুরিস্ট অফিসগুলো রয়েছে। বেশিরভাগ বাস ইতিমধ্যে ট্যুরিস্টদের দ্রষ্টব্য জায়গা দেখাতে চলে গিয়েছে। কিছু বাস তৈরি হচ্ছে।

ঘণ্টাখানেক ধরে একের পর এক অফিসে ঘুরে প্রদীপ দেখল কোনও কাজের কাজ হচ্ছে না। কোনও অফিসই বলতে পারছে না কাল সিকিম-তিব্বত বর্ডারে কোন বাস গিয়েছিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল রেজিস্টার্ড ট্যুরিস্ট কোম্পানি ছাড়াও বেশ কিছু সংস্থা মিনিবাসে ট্যুরিস্টদের নিয়ে ওদিকে বেড়াতে যায়। নবম অফিস থেকে হতাশ হয়ে বেরিয়ে প্রদীপ যখন ভাবছে কী করা যায় তখন তার মনে পড়ে গেল। যে বাসটা গতকাল ওদিকে গিয়েছিল তার যাত্রীরা ব্ল্যাক লেপার্ডদের মেটিং দেখেছে। তিনজন ট্যুরিস্ট তার ছবি তুলেছে। এমন বিচিত্র ঘটনার কথা শহরে ফিরে এসে কেউ আলোচনা করবে না এমন হতেই পারে না।

সামনে দাঁড়ানো একটা বাসের দিকে তাকাল সে। কয়েকজন যাত্রী উঠেছে। ড্রাইভার নিচে দাঁড়িয়ে। সে এগিয়ে গেল, 'আচ্ছা, ব্ল্যাক লেপার্ড দেখা যায় বলে শুনেছি। কোন বাসে গেলে দেখার সুযোগ পাব বলতে পারেন?'

লোকটা অবাক চোখে তাকাল, 'ব্ল্যাক লেপার্ড?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমি তো এ জীবনে দেখিনি। দেখা যায় কে বলল আপনাকে?'

'কালই একটা ট্যুরিস্টবাসের সবাই দেখেছে। টিবেটিয়ান বর্ডারের কাছাকাছি।'

'আমি তো শুনিনি। আপনাকে কি কমলাপ্রসাদ বলেছে এই গল্পটা?'

'না। কমলাপ্রসাদ কে?'

'ড্রাইভার। হিমালয়ান ট্যুরিজমের বাস চালায়। ওর কথায় কান দেবেন না। দিনকে রাত করার মতো মিথ্যে কথা ওর জিভে। একদিন তো এসে বলেছিল ইয়েতির বাচ্চাকে দেখেছিল। বেচারা নাকি পথ হারিয়ে কাঁদছিল। হাঃ হাঃ হাঃ।'

গল্পটা গল্পই হতে পারে। কিন্তু ড্রাইভার কাছাকাছি পুলিশ স্টেশনে খবর দিয়ে গিয়েছিল। সেই পুলিশ স্টেশনের খাতায় নিশ্চয়ই ড্রাইভারের পরিচয় পাওয়া যাবে। আর মিথ্যে হলে লোকটা পুলিশকে কি ভাওঁতা দেবার মতো সাহস পাবে?

হিমালয়ান ট্যুরিজমের অফিসে ঢুকে পড়ল প্রদীপ। টেবিলের ওপাশে একটি মাঝবয়সি সুন্দরী সিকিমিজ মহিলা কাগজপত্র দেখছিলেন, মুখ তুলে হাসলেন, 'গুডমর্নিং।'

'গুডমর্নিং। বসতে পারি?'

'সিওর। বলুন, আপনার জন্যে আমরা কী করতে পারি?'

ভদ্রমহিলা এখন একা অথচ 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করলেন। অর্থাৎ ইনি ট্যুরিস্টদের সঙ্গে এইভাবে কথা বলে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। প্রদীপ হাসল, 'ম্যাডাম, আপনার গলার হার একটু অদ্ভুত রকমের। কিছু মনে করবেন না, ওগুলো কি নীলমুক্তো?'

মহিলা এবার ছড়িয়ে হাসলেন, 'আপনার চোখ দেখছি জহুরির।'

'ধন্যবাদ। আপনাদের সংস্থায় কমলাপ্রসাদ নামে কোনও ড্রাইভার আছে?'

'কেন বলুন তো?'

'আমি শুনলাম গতকাল কমলাপ্রসাদ যে বাস নিয়ে ট্যুরে গিয়েছিলেন সেই বাসের যাত্রীরা ব্ল্যাক লেপার্ড দেখেছেন। ব্ল্যাক লেপার্ড ভারতবর্ষে দেখতে পাওয়া যায় না। এই ব্যাপারটা আমাকে বিস্মিত করেছে।'

'কমলাপ্রসাদ ব্ল্যাক লেপার্ড দেখেছে? কই আমরা তো একথা জানি না। এমন একটা খবর চেপে রাখার লোক ও নয়।'

'আপনি ওর ঠিকানাটা দিতে পারেন?'

প্রদীপ প্রশ্ন করতেই একটা রোগা বেঁটে লোককে অফিসে ঢুকতে দেখা গেল। ভদ্রমহিলা হাসলেন, 'কমলাপ্রসাদ, কালকে তুমি ব্ল্যাক লেপার্ড দেখেছ?'

'কালকে দেখিনি।'

'কবে দেখেছিলে?

'মাসখানেক আগে। সিনেমায়। প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখি।'

'এই ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

কমলাপ্রসাদ প্রদীপের দিকে তাকাল। প্রদীপ হাসল, 'আমার নাম প্রদীপ গুরুং। গতকাল আপনি টিবেটিয়ান বর্ডারে ট্যুরিস্টদের নিয়ে গিয়েছিলেন?'

'জী হ্যাঁ।'

'ওখানে ব্ল্যাক লেপার্ড দেখার পর পুলিশ স্টেশনে জানিয়েছিলেন?'

কমলাপ্রসাদ হেসে উঠল শব্দ করে, 'লোকে বলে আমি গল্প বানাই। কিন্তু আমাকে নিয়ে যে গল্প বানাতে পারে সে তো আরও বড় গুলবাজ।'

প্রদীপ হতাশ হল, 'আপনি কিছু দেখেননি?'

'না স্যার। দেখে থাকলে সেটা অফিসে এসে জানাতাম। না দেখে-দেখে গল্প বানিয়ে এখন আমি ক্লান্ত। সত্যি যদি দেখার মতো কিছু পেতাম, সেটা ব্ল্যাক লেপার্ড হোক অথবা ইয়েতি হোক, আমার চেয়ে খুশি কেউ হতো না।'

'আপনি গতকাল কোন রুটে গিয়েছেন?'

কমলাপ্রসাদ দেওয়ালে টাঙানো ম্যাপটার দিকে তাকাল। একটা স্কেল টেবিল থেকে তুলে সে দেখাল গ্যাংটক থেকে বেরিয়ে কোন-কোন রাস্তায় সে বাস নিয়ে ঘুরেছে। প্রদীপ উঠে দাঁড়িয়ে লক্ষ করল।

'সিকিম-টিবেট বর্ডারটা কোনদিকে?'

www.MurchOna.com

'এদিকে।' স্কেল সরাল কমলাপ্রসাদ।

'ওদিকে আপনাদের কোনও বাস গিয়েছিল?'

'না। ওখানে সাধারণত এভারেস্ট ট্যুরিজমের বাস যায়।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

এভারেস্ট ট্যুরিজমের অফিসে পৌঁছে প্রদীপ দেখল এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে আছেন। সরাসরি প্রশ্ন না করে প্রদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'আজ আপনাদের কোনও বাস তিব্বত বর্ডারে যাবে?'

'না।'

'গতকাল গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'গতকাল যিনি বাসটা চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

'কেন বলুন তো?'

'ব্যাপারটা ব্যক্তিগত।'

'তা ব্যক্তিগত ব্যাপার যখন তখন অফিসে এসেছেন কেন? চন্দ্রনাথের বাড়িতে গিয়া দেখা করুন। যত্তসব ঝুটঝামেলা।'

'চন্দ্রনাথের বাড়িটা কোথায়?'

'জিজ্ঞাসা করে নিন। বাইরে অনেক লোক আছে তাদের জিজ্ঞাসা করুন।' লোকটা খেঁকিয়ে উঠল। প্রদীপের মনে হল এই চন্দ্রনাথের সঙ্গে লোকটির সম্পর্ক নিশ্চয়ই ভালো নয়। বাইরে বেরিয়ে আড্ডারত কিছু লোকের কাছে সে চন্দ্রনাথের খবর পেয়ে গেল। এখন এ সময় নাকি চন্দ্রনাথ বাড়িতে থাকার লোক নয়। তাকে পাওয়া যাবে হংলুর ভাটিখানায়। জায়গাটা কোথায় জেনে নিয়ে বাইকে উঠে বসল প্রদীপ। লোকটা যদি মাতাল হয় তা হলে গিয়ে কোনও লাভ হবে না।

হংলুর ভাটিখানা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। এই সকাল পার হতে-না-হতেই সেখানে মাতালদের ভিড় জমে গেছে। প্রশ্ন করে করে চন্দ্রনাথের সামনে যখন পৌঁছল তখন নেশায় চোখ বন্ধ করে বসে আছে। লোকটার স্বাস্থ্য এখনও ভালো। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। মুখে খোঁচা দাড়ি দাঁড়িয়ে।

প্রদীপ ওর পাশে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'ক'গ্লাস খেয়েছেন?'

চোখ না খুলে চন্দ্রনাথ জবাব দিল, 'এই প্রশ্নের জবাব আমি আমার বউকেও দিই না। তুমি কে?'

'আমি আপনার খোঁজে এভারেস্ট ট্যুরিজমে গিয়েছিলাম। বুড়োটা খুব খারাপ ব্যবহার করল!'

'করবেই! শালা আমাকে সহ্য করতে পারে না। গতকাল ফিরে এসে যেই বলেছি আজ আর বেরুতে পারব না অমনি ওর মেজাজ খারাপ হয়েছে। কেন রে শালা, আমি কি তোর বাপের চাকর যে রোজ-রোজ গাড়ি চালাব?' চোখ খুলে মাথা নাড়ল চন্দ্রনাথ। 'ঠিক কথা।'

'কিন্তু ভাই, আমার খোঁজে কেন?'

প্রদীপ বুঝল লোকটার মাথা পরিষ্কার আছে এখনও। সে বলল, 'কাল আপনি

বাস নিয়ে বর্ডারের দিকে গিয়েছিলেন?'

'গিয়েছিলাম। কিন্তু ও ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। পুলিশ?'

'না। আমি পুলিশ নই। আমি ধরে নিচ্ছি আপনি কিছু জানেন না। কিন্তু আপনার বাসে তিনজন ট্যুরিস্ট ছিল যারা ক্যামেরায় ছবি তুলেছে। তাঁদের চেনেন?'

'যাচ্চলে। কত লোক রোজ গ্যাংটকে বেড়াতে আসছে। তারা টিকিট কেটে বাসে ওঠে। আমি সেই বাস নিয়ে এখানে ওখানে যাই। তারা কে কী করে আমি চিনব কী করে?'

'ঠিক কথা। তবু মনে করে দেখুন, কিছু মনে পড়ে কি না।' প্রদীপ একটা কুড়ি টাকার নোট বের করে চন্দ্রনাথের সামনে রাখল। বাঁ-হাতে নোটটা তুলে নিয়ে চন্দ্রনাথ চোখ বন্ধ করল, 'ক্যামেরা কার-কার হাতে ছিল এখন মনে নেই। বিকেলে গ্যাংটকে ফিরে এসে যে যার হোটেলে চলে গেল। তবে একজন লোক খুব মোটা ছিল। আড়াইজন মানুষের মতো মোটা। অথচ মাথাটা ছিল আপেলের মতো গোল। বাস থেকে নেমে লোকটা একজনকে জিজ্ঞাসা করছিল 'হলিডে' হোটেলে যাওয়ার রাস্তাটার কথা। আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। আসতে পারল অথচ যেতে পারছে না কেন?'

'ওই লোকটা ছাড়া আর কেউ?'

'একটা বিদেশি বুড়ি ছিল। খুব বকবক করছিল! ওই বুড়িই আমাকে বলেছিল থানায় খবর দিতে। ওখানে তো থানা নেই, একটা পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দিয়ে এসেছিলাম।'

'ওই বুড়ি কোন দেশের?

'তা বলতে পারব না। বিদেশিনীদের আমার একরকম লাগে। তবে বুড়ি উঠেছে ট্যুরিস্ট লজে। কারণ ফেরার সময় ওই লজের সামনে ওঁকে নামিয়েছি।' চন্দ্রনাথ বলল।

'আপনার বাসে কাল কজন যাত্রী ছিল?'

'আটজন।'

রাস্তায় বেরিয়ে প্রদীপ নিজের বাইকের গায়ে হাত বোলাল। দুটো নাম পাওয়া গেল। বুড়ি ক্যামেরায় ছবি না তুললেও ক্যামেরাম্যানদের হদিশ দিতে পারেন। যাঁরা সবসময়ে টিকটিক করেন তারা অনেক কিছু মনে রাখেন। সে সোজা ট্যুরিস্ট লজে চলে এল।

ভদ্রমহিলা ঘরে ছিলেন। নিজেকে সাংবাদিক হিসাবে রিসেপশনে পরিচয় দিয়ে সে ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলতে চাইল। রিসেপশন ভদ্রমহিলাকে সেকথা জানাতে তিনি অপেক্ষা করতে বললেন। লাউঞ্জে চেয়ার সাজানো। তার একটায় বসল প্রদীপ। এখন ঘড়িতে যে সময় তাতে লিটনের ইতিমধ্যে এসে যাওয়ার কথা। কাজ প্রথম দিকে মোটেই এগোচ্ছিল না। কিন্তু চন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর মনে হচ্ছে আজ বিকেলেই দার্জিলিং-এ ফিরে যেতে সে পারবে। তারপর পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে সোজা হোমে চলে যাবে। অবশ্য যদি লোকটা টাকা দিতে ঝামেলা করে তাহলে মুশকিল। সে ঠিক করল ছবিগুলো লিটনের কাছে রেখে সে আগে বাংলোয় গিয়ে দেখা করবে। লোকটা যদি দু-নম্বরি করে তা হলে জীবনে ছবি পাবে না। প্রদীপ দেখতে পেল এক মধ্যবয়সিনী বিদেশিনী এদিক ওদিক তাকাতে-তাকাতে এগিয়ে আসছেন। মহিলার পরনে সাদার ওপর নীল বৃত্ত আঁকা সাধারণ গাউন।

www.MurchOna.com

প্রদীপ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হ্যালো।'

ভদ্রমহিলা সামনে এসে দাঁড়ালেন। লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট নয়, দশ। মুখের চামড়া শুধু বলছে ওঁর বয়স হয়েছে কিন্তু শরীর এখনও মজবুত, 'ইয়েস?'

প্রদীপ বলল, 'আমার নাম প্রদীপ গুরুং। আমি একজন সাংবাদিক।'

'ও। এতক্ষণে খবরটা পেয়েছেন? বসুন-বসুন। আমার নাম লিসা।' ভদ্রমহিলা বসলেন। কিন্তু ওঁর মুখ আবার চলতে শুরু করল, 'এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল, পুলিশকেও জানানো হল কিন্তু কেউ যে মাথা ঘামাচ্ছে তা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। আসলে, কিছু মনে করবেন না, আপনাদের দেশের ব্যাপার-স্যাপারগুলো আমার মাথায় ঠিক ঢুকছে না।'

'আপনি কতদিন আছেন এখানে?'

'কালই চলে যাব। একা-একা এখানে যে কী বোরিং ব্যাপার। সময় কাটাবার কোনও ব্যবস্থাই নেই। অথচ কাঠমাণ্ডুতে কিন্তু অন্য আবহাওয়া।'

'ম্যাডাম, গতকাল আপনি ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছিলেন?'

'কপাল খারাপ। আমার ক্যামেরাটা হঠাৎই বিগড়ে গিয়েছিল। নইলে ক্যামেরা ছাড়া আমি কোথাও এক পা যাই না। খুব দামি ক্যামেরা বলে এখানে সারাতে দিতে চাই না।'

'আপনার বাসে তিনজন লোকের হাতে ক্যামেরা ছিল। তাদের মনে আছে?'

'না। আমি তো সহযাত্রীদের দেখব বলে এখানে আসিনি। বাসের জানলা দিয়ে প্রকৃতির এত কিছু দেখার জিনিস ছেড়ে সহযাত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকব তেমন বয়স আমার নেই। তবু ওই লোকটা খুব বিরক্ত করছিল।'

'কোন লোকটা?'

'তোমাকে কী বলব। অনেক মোটা মানুষ আমি দেখেছি কিন্তু অমন মোটা কখনও দেখিনি। উঃ। শুনেছিলাম বেশি মোটা হয়ে গেলে মানুষের মন থেকে কুচিন্তা চলে যায়। এর তো পুরোমাত্রায় আছে। ও ছবি তুলেছিল। আর পাশের লোকটাকে অনবরত ক্যামেরা সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছিল।'

'সেই লোকটা কেমন?'

'আমি লক্ষ করিনি। একে মনে আছে কারণ ওই চেহারা আর দ্বিতীয়ত আমাকে ডিনার খাওয়াতে চেয়েছিল বলে।'

'আপনি একাই এসেছেন ম্যাডাম?'

'নিশ্চয়ই। সারা পৃথিবী একা ঘুরে বেড়াই আমি।'

'অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম।' প্রদীপ উঠে পড়ল।

'পুলিশ কোনও অ্যাকশন নিয়েছে?'

'না। স্পটে গিয়ে পুলিশ কিছুই দেখতে পায়নি।'

'তা পাবে কী করে? এমন অলস মানুষ আমি কখনও দেখিনি।'

বাইরে বেরিয়ে এসে একটা টেলিফোন বুথে ঢুকে এস টি ডি করল প্রদীপ। প্রথমবারেই লাইন পাওয়া গেল। এবং ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলে তিনিই রিসিভার তুললেন।

'স্যার আমি গ্যাংটক থেকে বলছি।'

'বুঝেছি।'

'আমি ট্যুরিস্টবাসটাকে খুঁজে বের করেছি।'

'গুড।'

'একজন ফটোগ্রাফারের হদিশ পেয়েছি। তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

'হু ইজ হি?'

'এখনও নাম জানি না। ড্রাইভারের কাছে জানতে পেরেছি।'

'ড্রাইভার কে?'

'চন্দ্রনাথ লোকটার নাম। এভারেস্ট ট্যুরিজমের গাড়ি।'

'ঠিক আছে। ক্যারি অন।'

লোকটার নাম রণতুঙ্গা। এত মোটা মানুষ জীবনে দেখেনি প্রদীপ। রিসেপশনে খবর দিতে ঘরেই ডেকে পাঠিয়েছিল তাকে। কোনওরকম ভনিতা না করে প্রদীপ তাকে সরাসরি বলল, 'মিস্টার রণতুঙ্গা, আপনি টিবেটিয়ান বর্ডারে যে ছবিগুলো তুলেছিলেন সেগুলো আমার চাই।'

মাংস এবং চর্বিতে লোকটার দুকান প্রায় ঢাকা। সেই অবস্থায় যেভাবে তাকাল তাকে অবাক হওয়া নিশ্চয়ই বলা চলে।

'এখানে বুঝি চাইলেই সব কিছু পাওয়া যায়?'

'তার মানে?'

'আমি তো অনেক কিছু চাইছি অথচ কিছুই পাচ্ছি না। একটা ক্যাসিনো নেই যে জুয়ো খেলব! এমনকী একটি ভালো মহিলা এসকর্ট পর্যন্ত পাচ্ছি না। আর আপনি এসে যেই বললেন ছবিগুলো চাই আর আমি দিয়ে দেব?'

প্রদীপ বুঝল লোকটা বোকা নয়। সে বলল, 'ওই ছবিগুলো নিয়ে আপনি কী করবেন?'

'যা ইচ্ছে তাই করতে পারি।'

'আপনি কটা ছবি তুলেছেন?'

'তোলার সময় হিসেব করিনি। তাছাড়া আমার ফিল্ম এখনও শেষ হয়নি।'

'আপনার পাশে আর এক ভদ্রলোক, খুব নামী ফটোগ্রাফার বসেছিলেন—।'

'কে বলেছে নামী ফটোগ্রাফার? লোকটা ক্যামেরার সি বোঝে না। ওর উচিত হটশটে ছবি তোলা। অ্যাপারচার লেন্স সম্পর্কে কোনও আইডিয়াই নেই।'

'তাই নাকি?'

'ইয়েস। আমি একটু কথা বলেই বুঝতে পেরেছি।' রণতুঙ্গা বলল, 'ভদ্রলোক ব্যবসাপত্তর করেন। কলকাতায় তো ছবিই তোলেন না।'

'বাঙালি?'

'হতে পারে। ড্রিমল্যান্ড না কি একটা হোটেলে উঠেছে।'

'নামটা কী?'

'জিজ্ঞাসা করিনি। ওরকম নির্বোধ ফটোগ্রাফারের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না।' রণতুঙ্গার হঠাৎ খেয়াল হল, 'আমার কথা আপনাকে কে বলল?'

'আপনাদের বাসে এক বিদেশিনী মহিলা ছিলেন। তাঁর নাম লিসা। উনি বলছিলেন আপনার ক্যামেরা সেন্স খুব ভালো।'

www.MurchOna.com

'বলছিল? অথচ আমি যখন কথা বলতে গেলাম তখন খেঁকিয়ে উঠল।' গাল চুলকাল রণতুঙ্গা, 'শুনুন মশাই, আপনি কি পুলিশের লোক?'

'না। আমি একজন সাংবাদিক।'

'তা হলে খুব ভালোই হল। আমি যে ছবি তুলেছি, মানে আমার কাছে যে ওই ঘটনার ছবি আছে তা ভুলে যান। আমি জানি পুলিশ খবর পেলেই ফিল্মটা নিয়ে যাবে। আমিও ঝুটঝামেলায় জড়িয়ে যাব। আমার আজ সকালেই চলে যাওয়া উচিত ছিল। কাল ফিরে আসার সময় আমরা আলোচনা করেছিলাম পুলিশ জানতে পারলে এই ছবির জন্যে আমরা বিপদে পড়ব। আপনাকে বলছি, এই ছবি আমাদের পত্র-পত্রিকায় ছাপাতে চাই আমি।'

প্রদীপ হাসল, 'আমাদের দেশের পুলিশের মাথা ঘামানোর মতো বিষয় অনেক আছে, এটা একধরনের মানুষের কাছে খুব মূল্যবান হলেও আমাদের পুলিশ এ নিয়ে চিন্তিত হবে না।'

'সে কি?' রণতুঙ্গা অবাক হয়ে বলল।

'হ্যাঁ। আমি আপনাকে একটা অফার করছি। ছবিগুলোর জন্যে শ-পাঁচেক দিতে পারি।'

'অসম্ভব।'

প্রদীপের খুব ইচ্ছে করছিল এই সময় পিস্তলটা বের করতে। লোকটার গোল মুখের ওপর ওটা উঁচিয়ে ধরলে ফিল্ম না দিয়ে পার পাবে না। কিন্তু পরে চিৎকার-চেঁচামেচি করতে পারে। সে বাইকে চেপে এসেছে। হোটেল থেকে পুলিশে খবর দিলে ওঁরা তাকে ঠিক খুঁজে বের করবে। অতএব তাড়াহুড়ো নয়। ধীরস্থির হয়ে কাজটা করতে হবে।

প্রদীপ হাসল। 'ঠিক আছে। তা হলে একটা সাহায্য করুন। আপনাদের বাসে তৃতীয় একজন ক্যামেরাম্যান ছিলেন। তার কথা মনে আছে?'

'হ্যাঁ। লম্বা। খুব স্বাস্থ্য ভালো। রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার। নাম জানি না।'

'কোন হোটেলে উঠেছেন?'

'তাও জানি না। তবে লোকটা আজকেও একবার ওই স্পটে যাবে বলেছিল।'

বাইরে বেরিয়ে এল প্রদীপ। তারপর পাবলিক বুথ থেকে ফোন করে রণতুঙ্গার কথা জানিয়ে দিল। এখন কেউ ফোন ধরেনি। অ্যানসারিং মেশিন জানাল তিনি বাড়িতে নেই। প্রদীপ ঘটনাটা বলে আশ্বস্ত করল। পরে আর-একবার চেষ্টা করবে ছবি পেতে।

ড্রিমল্যান্ডে ফিরে প্রদীপ দেখল লিটন রিসেপশনের সামনে মুখ কালো বসে আছে। তাকে দেখে উঠে এল। 'তুমি গুরু অবাক করলে!'

'কেন?'

'হোটেলে এসে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করতে বলল বেরিয়েছে। ঘরে যেতে চাইলাম কিন্তু ওরা চাবি দিল না। তুমি বলে যাওনি?'

'সরি লিটন, একদম খেয়াল ছিল না।' খারাপ লাগছিল প্রদীপের।

'কিন্তু তোমার ঘরে নাকি একজন মহিলা আছে?'

'মহিলা?'

'তোমার সঙ্গে একই বাইকে এসেছে। তুমি মাইরি দার্জিলিং থেকে একা রওনা হলে, পথে আবার মহিলা জোটালে কোত্থেকে?'

'জোটাইনি, নিজেই জুটে গিয়েছিল, কিন্তু এখন সে চলে গেছে।' প্রদীপ রিসেপশনে গেল। 'এক্সকিউজ মি, এক বাঙালি ভদ্রলোক, কলকাতায় থাকেন, ব্যবসা করেন, কোন রুমে আছেন বলুন তো?'

'বাঙালি কোনও ভদ্রলোক তো এখন হোটেলে নেই স্যার।'

'গতকাল ছিলেন?'

'গতকাল? না স্যার।'

'কলকাতার কোন বিজনেস ম্যান?'

'হ্যাঁ। এস. কে. শর্মা। উনি একটু আগে শিলিগুড়ি চলে গিয়েছেন।'

'শিলিগুড়ি?'

'হ্যাঁ। আজ সন্ধেবেলার দার্জিলিং মেলে ওঁর ফার্স্টক্লাসে রিজার্ভেশন করা আছে।'

প্রদীপ অসহায়ের মতো তাকাল। লোকটা হাতছাড়া হয়ে গেল। এখন চেষ্টা করলে সে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে গিয়ে লোকটাকে ধরতে পারে কিন্তু এই মুহূর্তে গ্যাংটক ছেড়ে সে যায় কী করে? লিটনকে পাঠানো যায়। সে দূরে বসা লিটনের দিকে তাকাল। লিটন ইতিমধ্যে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করেছে। না, ওকে একা পাঠালে কাজ হাসিল না করতে পারলে গায়ের জোর দেখিয়ে ফেলতে পারে। তার চেয়ে দার্জিলিং-এ ফোন করে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলেই হয়। সে রিসেপশনিস্টকে বলল দার্জিলিং-এ একটা টেলিফোন করবে।

রিসিভার তুললেন তিনিই, 'হ্যালো।'

'স্যার, আমি প্রদীপ বলছি।'

'নতুন কোনও খবর?'

'হ্যাঁ স্যার। দ্বিতীয় ফটোগ্রাফারকে খুঁজে পেয়েছি।'

'সো নাইস অফ ইউ। থাপা আমাকে ঠিক লোক দিয়েছে। ওর নাম?'

'এস কে শর্মা। কলকাতায় বাড়ি, বিজনেসম্যান। এখন গ্যাংটকে নেই।'

'কোথায় গিয়েছে?'

'আজই শিলিগুড়ি রওনা হয়ে গিয়েছে।'

'কোনও ঠিকানা?'

'নো স্যার। ঠিকানা নেই। কলকাতার ঠিকানা জোগাড় করতে পারি কিন্তু উনি দার্জিলিং মেলের ফার্স্টক্লাসের প্যাসেঞ্জার। আজকের ট্রেন।'

'গুড। তোমাকে আর শর্মাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। এবার তিন নম্বর ফটোগ্রাফারকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করো।' লাইনটা ডেড হয়ে গেল।

লিটনকে নিয়ে ঘরে এল প্রদীপ। চাবি খুলে খাটে গড়িয়ে পড়ল সে। অত তাড়াতাড়ি যে কাজ উদ্ধার হবে তা কে ভেবেছিল। দুজনের সম্পর্কে তার দায়িত্ব অনেকটা শেষ। শুধু রণতুঙ্গার কাছ থেকে ফিল্মের রোলটা উদ্ধার করতে হবে। তিন নম্বর লোকটি

www.MurchOna.com

এক্স মিলিটারি ম্যান। সহজ হবে না ব্যাপারটা। লোকটা আজও ওই স্পটে গিয়েছে। চান্স পেয়ে আরও কিছু ছবি তোলার ধান্দা নিশ্চয়ই। যেন ছেলের হাতের মোয়া। লিটনকে বাথরুমে ঢুকে যেতে দেখল সে। এবং তখনই দরজায় শব্দ হল।

প্রদীপ বলল, 'কাম ইন।'

দরজা খুলল সুজাতা। প্রদীপ উঠে বসল, 'কী ব্যাপার?'

সুজাতার অবস্থা বেশ উদভ্রান্ত। বোঝাই যাচ্ছে সারারাতের কষ্টকর বাইক-যাত্রার পর সে একটুও বিশ্রামের সুযোগ পায়নি। সুজাতা দুর্বল গলায় বলল, 'আমি আসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।' প্রদীপ খাট থেকে নেমে দাঁড়াল।

ঘরে ঢুকল সুজাতা। তারপর এগিয়ে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে।

'কী হয়েছে? পিসির দেখা পেয়েছ?'

'না। পিসি শিলিগুড়িতে চলে গিয়েছে। বাড়ি তালা বন্ধ।'

'ও। এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

'আমার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওর স্বামীর সঙ্গে গোলমাল, আমাকে থাকতে দিতে ভরসা পেল না। আমি এখন কী করি? কোথায় যাই। আমার সঙ্গে টাকাকড়িও নেই।' দুহাতে মুখ ঢাকল সুজাতা। ওর শরীর কাঁপছিল।

বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকল প্রদীপ। লোকটা এলে তিনটে গরম চা আর স্যান্ডউইচ আনতে বলল। তারপর সুজাতার দিকে তাকাল, 'আর যেখানেই যাও নিশ্চয়ই দার্জিলিং-এ যাবে না!'

সুজাতা মুখ তুলে তাকাল, কিছু বলল না। কিন্তু ওর দুটো চোখের দিকে তাকিয়ে প্রদীপের মায়া হল। হঠাৎই মেয়েটার অসহায়ত্ব বড় হয়ে দেখা দিল তার কাছে।

সে হুকুম করল, 'উঠে দাঁড়াও।'

চোখের দৃষ্টি পালটাল সুজাতার। তাতে প্রশ্ন।

এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে দ্বিতীয় খাটের কাছে নিয়ে এল প্রদীপ। সেখানে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'শুয়ে পড়ো। টেক রেস্ট। খাবার এলে উঠে খেয়ে নিও। তুমি ঘুমাও যতক্ষণ ইচ্ছে। না, যা বলছি তাই করো। আমি রেগে গেলে খুব খারাপ লোক হয়ে যাই।'

সুজাতার চোখে এবার স্বস্তি এল। ধীরে-ধীরে সে বিছানায় শুয়ে পড়তেই প্রদীপ তার শরীরের ওপর কম্বল টেনে দিল। দার্জিলিং-এর সন্ধেবেলায় যখন ও মতিলালের বাড়িতে এসেছিল তখন সামান্যই শীতবস্ত্র পরেছিল। তাড়াহুড়োতে পালিয়ে আসার সময় তার কিছুটা মতিলালের শোয়ার ঘরে ফেলে আসায় এখন অবস্থা বেশ কাহিল। ফলে কম্বলের আরাম এবং অনেকক্ষণ বাদে শোওয়ার আরাম পেয়ে সুজাতার চোখ জুড়ে এল। ব্যাপারটা লক্ষ করে প্রদীপ কম্বলটাকে আর-একটু টেনে দিতেই বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এল লিটন, 'গুরু আমি শালা কানে বেশি শুনছি।'

'তাই নাকি?' প্রদীপ নির্লিপ্ত গলায় বলল।

'সত্যি বলছি। আমার মনে হচ্ছিল এই ঘরে মেয়ে কথা বলছে। যাক গে, আমি এখন পুরো ফিট। এখন হুকুম করো কী করতে হবে!'

'গ্যাংটক শহরটায় ঘুরে বেড়াও, আর কী করবে!'

রেগেমেগে কিছু বলতে গিয়ে বিছানার দিকে নজর যেতেই হকচকিয়ে গেল লিটন। কম্বলে মোড়া থাকায় শরীরের কোনও অংশ সে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু অনুমান করতে অসুবিধে হচ্ছিল না। প্রদীপের দিকে তাকিয়ে সে নিঃশব্দে জানতে চাইল কে শুয়ে আছে?

প্রদীপ বলল, 'যার কথা জিজ্ঞাসা করছিলি সে। বেচারা কাল সারারাত ঘুমায়নি, সকাল থেকে রাস্তায় ঘুরেছে, খুব টায়ার্ড!'

'টায়ার্ড?' লিটন চোখ ছোট করল।

'তাই তো মনে হল।'

'ও কি এই ঘরে থাকবে?'

'ঠিক করেনি এখনও।'

'মেয়েছেলে এই ঘরে থাকলে আমি এখানে থাকব না।'

'সেটাই তো স্বাভাবিক।'

'তার মানে?'

'ঘরে দুটো খাট আছে। তৃতীয়জনের শোওয়ার ব্যবস্থা তো নেই।'

'উঃ। তাই বলে তুমি একটা উটকো মেয়েকে এই ঘরে শুতে দেবে?'

'মেয়েটা যাকে বলে উটকো তা নয়, কিন্তু আমি তোকে বলেছি এখনও ভাবিনি কী করব!'

এই সময় বেয়ারা চা এবং স্যান্ডউইচ নিয়ে এল। লোকটা চলে যাওয়ার পর প্রদীপ দ্বিতীয় বিছানার দিকে ঝুঁকে ডাকল, 'শুনছ? এই। চটপট চা খেয়ে নাও। শরীর ভালো লাগবে!'

সুজাতা কম্বল সরাল। বোঝা গেল সে একটুও ঘুমায়নি।

লিটনের চোখ বিস্ফারিত।

'আরে! একে তো আমি দেখেছি! কোথায় যেন দেখেছি!'

মাথায় হাত দিল সে।

প্রদীপ হাসল, 'কাল রাত্রে মতিলালের বাড়িতে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পিস্তল আনতে গিয়ে পুলিশের ভয়ে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল? ওরেব্বাস, তখন থাপার মুখটা একরকম হয়ে গিয়েছিল। অ্যাই, তোমাকে পেলে থাপা চিবিয়ে খেয়ে নেবে। এ জীবনে দার্জিলিং-এ যেও না।' তারপর প্রদীপের দিকে তাকাল লিটন, 'ও তোমার সঙ্গে মোটরবাইকে এতটা পথ এসেছে?'

'হ্যাঁ। তুই চলে যাওয়ার পর ওর দেখা পেয়েছিলাম।'

'এলেম আছে। আরে হাঁ করে দেখছ কী, খেয়ে নাও।' স্যান্ডউইচের প্লেট এগিয়ে দিল লিটন, 'পেটে কিছু পড়লে তবেই ঘুম আসবে।'

সুজাতা কথা না বলে খাবার এবং চা খেয়ে আবার শুয়ে পড়ল। ওরা ধীরেসুস্থে চা খেয়ে ঘরের বাইরে চলে এল। লিটন বলল, 'মেয়েটাকে নিয়ে এখন কী করবে গুরু?'

'একটা লোকের কাছে তোকে যেতে হবে। লোকটা গতকাল ওর ক্যামেরায় কিছু ছবি তুলেছে। মনে হয় ফিল্মটা এখনও ক্যামেরার মধ্যেই আছে। লোকটা উঠেছে হলিডে হোটেলে। সারাদিন ঘরে বসে থাকার লোক ও নয়। যদি ক্যামেরা নিয়ে বের হয় তাহলে

www.MurchOna.com

ওকে ফলো করে সুবিধেমতন ক্যামেরা ছিনিয়ে নিবি। যদি ঘরে ক্যামেরা রেখে বের হয় তাহলে ওটাকে হাতিয়ে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু কেউ যেন টের না পায়।' লিটনের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কথাগুলো বলল প্রদীপ। লিটন হাত নাড়ল, 'কিন্তু এই মেয়েটা কোথায় থাকবে?'

'আমি তোকে এতক্ষণ যা বললাম তা কানে ঢোকেনি?'

'ঢুকেছে। লোকটার নাম কী?'

'রণতুঙ্গা।' প্রদীপ বলল, 'লোকটা প্রচণ্ড মোটা। কিন্তু মারপিট করার দরকার নেই। লোকটা যদি পুলিশের কাছে যায় তাহলে যেন তোর নামে কমপ্লেন করার সুযোগ না পায়।'

'বুঝলাম। ছবিগুলো খুব দামি?'

'না হলে আমি গ্যাংটকে আসতাম না।'

'হলিডে হোটেলটা কোথায়?'

'এখান থেকে বেরিয়ে বাঁ-দিকের রাস্তাটা ধরে মিনিট পাঁচেক এগোলেই দেখতে পাবি। বড় হোটেল। সাবধানে কাজ করতে হবে।'

'ঠিক হ্যায়।'

'কোনও প্রমাণ না রেখে ক্যামেরা নিয়ে চলে আসতে হবে।' লিটন হাসল, 'কোনও ব্যাপার নয়। কিন্তু আমি থাকব কোথায়?'

'থাকতে হবে কি না এখনই বলতে পারছি না। কাজ হয়ে গেলে আজই দার্জিলিং-এ ফিরে যাব। না যেতে পারলে ঘর নেওয়া যাবে।'

'আমরা দার্জিলিং-এ ফিরে গেলে মেয়েটা কোথায় যাবে?'

'সেটা আমাদের দুজনের চিন্তার বিষয় নয়।'

'তুমি কি হোটেলে থাকছ?'

'না। আমি যেখানেই যাই ঠিক তিনটের সময় হোটেলে ফিরে আসব।'

অসহায় মেয়েদের জন্যে লিটনের সবসময় মায়া হয়। এজন্যে জীবনে কম ঝামেলা পোয়াতে হয়নি তাকে। কিন্তু এই মেয়েটাকে দেখে তার অসহায় বলে মনে হচ্ছিল। 'হলিডে' হোটেলের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে সে মনে করার চেষ্টা করল। ওরা যখন মতিলালের বাড়িতে ঢুকে লোকটার সঙ্গে কথা বলছিল তখন ওই মেয়েটা বেডরুম থেকে বেরিয়ে এসে দরজায় কায়দা করে দাঁড়িয়েছিল। বন্ধুরা যাকে বলে খাব-খাব চেহারা, মেয়েটাকে তখন সেইরকম দেখাচ্ছিল। ওর শরীরে পোশাকও ছিল খুব অল্প। পুলিশ আসার আগে মেয়েটা পিস্তল আনতে ঘরে ঢুকেছিল এবং তারপর আর পাত্তা পাওয়া যায়নি। থাপা বলেছিল, ও জানলা দিয়ে পালিয়েছে। কেন পালাল? ওর যদি কোনও দোষ না থাকে তাহলে পালাতে গেল কেন? তারপর রাস্তায় গুরুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটাও অদ্ভুত ব্যাপার। আচ্ছা, ওরা ওই মতিলালের ঘরে যাওয়ার আগে মেয়েটা অত অল্প পোশাক পরে বেডরুমে কী করছিল? মতিলাল যদিও বলেছে মেয়েটা তার শালি হয়, তবু—। হঠাৎই লিটনের মনে হল সে মেয়েটাকে যতটা অসহায় বলে মনে করছে ততটা ও নয়। হয়তো সম্পূর্ণ উলটো। হয়তো গুরুকে ফাঁদে ফেলার জন্যে মেয়েটাকে ব্যবহার করছে কেউ! গুরুকে সাবধান করে দিতে হবে। এতটা পথ রাত্তিরবেলায় গুরুর পেছনে বাইকে বসে এসেছিল বলে

গুরুর একটু দুর্বলতা হতেই পারে। কিন্তু সে নিজে কখনও কোনও মেয়ের শরীরের প্রতি দুর্বল হয়নি। অসহায় বলে সাহায্য করতে গিয়ে ধাক্কা খেলেও ওই বদনাম কেউ দিতে পারবে না। গুরুর সব ভালো, শুধু—।

হলিডে হোটেলটা বেশ কেতাদুরস্ত। রিসেপশনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে রণতুঙ্গার খবরও জানা যায় কিন্তু সেটা করা ঠিক হবে না। রিসেপশনিস্ট তার মুখ মনে রাখবে। পুলিশ যদি কখনও জিজ্ঞাসা করে তাহলে বর্ণনা দিয়ে দেবে। লিটন রিসেপশনের সামনে দিয়ে এমন গম্ভীরভাবে হেঁটে গেল যেন সে এই হোটেলেই থাকে। ভাগ্যিস কাউন্টারে এখন কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে, তাই রিসেপশনিস্ট তাকে খেয়াল করল না।

দোতলায় উঠে সে একটা বেয়ারাকে দেখতে পেল। লোকটা কার্পেট পরিষ্কার করছে ক্লিনার চালিয়ে। লিটন জিজ্ঞাসা করল, 'এতে ভালো পরিষ্কার হয়?'

'একরকম হয়।'

'তা হলে একটা কিনতে হবে।'

লোকটা মাথা নাড়ল, 'না সাহেব। এর চেয়ে ঝাড়ুই ভালো। এতে মন ভরে না।'

'তুমি অনেকদিন এখানে আছ?'

'হ্যাঁ। একেবারে গোড়া থেকে।'

'তা হলে তো অনেক লোককে চেন।'

'তা চিনি না! সব ফিল্মস্টারকে চিনি। অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে আমার ছবি আছে।'

'বাঃ। আচ্ছা, এখানে এক ভদ্রলোক আছেন, খুব মোটাসোটা, মিস্টার রণতুঙ্গা—!'

'খুব মোটা?'

'খুব।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। দুশো ছয় নম্বর ঘর।'

লিটন হেসে এগিয়ে গেল। লোকটা আবার মেশিন চালু করল।

দুশো ছয় নম্বরের সামনে পৌঁছে লিটন দেখল দরজা বন্ধ। লোকটা ঘরেও থাকতে পারে। করিডোরে এখন কেউ নেই। কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাও ঠিক নয়। গুরু বলেছে হয় লোকটাকে বাইরে রাস্তায় পেলে ক্যামেরা ছিনতাই করতে নয় ও ঘরে না থাকলে ভেতরে ঢুকে ওটা হাতিয়ে নিতে। এখন লোকটা ঘরে আছে কি না সে বুঝবে কী করে?

হঠাৎ ছেলেমানুষি বুদ্ধি মাথায় এল। সে জোরে-জোরে দুবার দরজায় শব্দ করে বেশ কিছুটা দূরে চলে গেল। ওই ঘরের দরজা যদি কেউ খোলে তাহলে সে কিছু জানে না এমন ভাব করে নিচে নেমে যাবে। লিটন লক্ষ করল কেউ দরজা খুলল না।

এইসব দরজায় ল্যা' কি লাগানো, বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই ভেতরে কেউ আছে কি না। কিন্তু ওই শব্দ কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। হয় লোকটা খুবই ঘোড়েল, ঘাপটি মেরে পড়ে আছে, নয় ঘরেই নেই। পরক্ষণেই খেয়াল হল লোকটা ঘাপটি মেরে পড়ে থাকবে কেন? এমন কোনও ঘটনা তো ঘটেনি যে ও কাউকে ধরার জন্যে অমন করতে যাবে। তার চেয়ে সরাসরি গিয়ে নক করাই ভালো। লোকটা, রণতুঙ্গা না কী যেন নাম, দরজা খুললে বলবে, 'সরি, রুম ভুল হয়ে গিয়েছে।' অবশ্য গুরু তাকে বলেনি এভাবে দরজা নক করতে। তাকে বলা হয়েছে লোকটা বাইরে বের

www.MurchOna.com

হলে ফলো করে ক্যামেরা ছিনিয়ে নিতে, নয় ও ঘরে না থাকলে—। লিটন মাথা নাড়ল। ধরা যাক লোকটা সে আসার আগেই বেরিয়ে গেছে। কাউকে জিজ্ঞাসা না করলে সেটা জানা যাবে না। আর জিজ্ঞাসা করলে সাক্ষি থেকে যাবে। লিটন এগিয়ে গেল। নিজেকে বোঝাল, কখনও-কখনও পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এখনই সেইরকম অবস্থা। সে দরজায় নক করল। পরপর তিনবার। একমাত্র মড়ার মতো ঘুমিয়ে না থাকলে ধরে নেওয়া যেতে পারে লোকটা ঘরে নেই। দ্বিতীয়বার নক করল সে। তারপর দুপাশে তাকিয়ে নিল। হোটেলে যারা আছে তারা দুপুরের এই সময়টায় নিশ্চয়ই বেড়াতে বেরিয়েছে। কর্মচারীদের বিশ্রামের সময় এখন। অতএব তার পোয়া বারো। সে পকেট থেকে একটা রিঙ বের করল। চাবি, ছুরি থেকে কী নেই ওই রিং-এ। এক নজরে তাকিয়ে সরু শক্ত মুখ বেঁকানো একটা তার বের করল লিটন। তারপর চাবির গর্তে ঢোকাল। তার গুরু অনেক ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত একথা সে মানে। কিন্তু কোনও-কোনও ব্যাপারে তার নিজের যে হাতযশ আছে সেটা প্রমাণ করার সুযোগ পেলে সে গর্বিত হয়। দুটো আঙুলের মাঝখানের তারটা যখন গর্তের ভেতর ঘুরছিল তখন তার চোখ হোটেলের করিডোরে পাক খাচ্ছিল। যদিও কার্পেট পাতা তবু কেউ এদিকে আসছে বুঝতে পারলেই তাকে এখান থেকে সরে যেতে হবে।

মৃদু শব্দ হল এবং দরজাটা খুলে গেল। চটপট তারটা বের করে রিঙ পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে দুপাশে দেখে নিয়ে দরজার পাল্লায় চাপ দিতেই সেটা খুলে গেল। ঘর এখন অন্ধকার। তার মানে লোকটা ঘরে নেই। এখন লোকটা সঙ্গে ক্যামেরা নিয়ে বের হলে ঘরে ঢুকে কোনও লাভ হবে না। নিঃশব্দে দরজা ভেজিয়ে দিতেই লকটা আওয়াজ করল। ভেতর থেকে খুলতে কোনও অসুবিধে নেই। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সে ঘরটাকে দেখার চেষ্টা করল। তারপর দেওয়াল হাতড়ে সুইচ খুঁজে পেয়ে আলো জ্বালাল।

ধক করে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠেছিল তার। একরাশ আলো ঝাঁপিয়ে পড়তেই ও লোকটাকে দেখতে পেল। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। চোখদুটো বিস্ফারিত। দুটো হাত দুদিকে ছড়ানো। এত মোটা মানুষ সে আগে দেখেছে কি না মনে করতে পারল না। লোকটা মরে গেছে। লিটন থরথর করে কেঁপে উঠল। নিশ্চয়ই মরে গেছে। মৃতরাই ওইভাবে তাকিয়ে থাকে। সে পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল। লোকটার গলায় সরু কিছু চেপে বসার ছাপ। এমনভাবে বসেছিল যে গলার ওপরে গোল হয়ে কেটেছে এবং রক্ত উপচে পড়ে গলা লাল হয়ে গেছে। লোকটাকে কেউ খুন করেছে এবং সেটা বেশিক্ষণ আগে নয়।

প্রচণ্ড নার্ভাস হয়ে গেল লিটন। গ্যাংটকের এই আবহাওয়াতে বন্ধ ঘরেও কারও ঘাম হয় না, কিন্তু ওর কপালের চামড়া চকচক করে উঠল। কেউ লোকটাকে খুন করে গেছে, এখনই এই ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাওয়া উচিত। দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই তার ক্যামেরার কথা মনে এল। লিটন দাঁড়াল। খাটের ওপর কিছু নেই। টেবিলের এক পাশে পড়ে রয়েছে ক্যামেরাটা। মৃতদেহের পাশ কাটিয়ে সে চলে এল কাছে। হাত বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হল তাকে।

ক্যামেরাটা খোলা পড়ে আছে। যে এসেছিল সে ফিল্মটা নিয়ে চলে গেছে। পাশের টয়লেটের দরজাটা আধ-ভেজানো। লিটনের কেমন সন্দেহ হল। কাঁধ দিয়ে

দরজা ঠেলতেই ভেতরটা দেখতে পাওয়া গেল। কেউ নেই। ওর মনে হয়েছিল সে আসতে আততায়ী ভেতরে লুকিয়ে থাকতে পারে। এইসময় টেলিফোন বেজে উঠল ঝনঝনিয়ে। শব্দটা এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যে প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল লিটন। পকেট থেকে রুমাল বের করে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। টেলিফোনটা বেজেই চলেছে। ধীরে-ধীরে নব ঘোরাল লিটন। দরজা ঈষৎ ফাঁক করে করিডোরের কিছুটা দেখতে পেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেও কাউকে যাওয়া আসা করতে না দেখে বাইরে পা রেখে দরজাটা চেপে দেওয়া মাত্র সেই লোকটাকে মেশিন নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখল। লিটনের মনে হল তার শরীর থেকে সমস্ত রক্ত কেউ শুষে নিয়েছে। লোকটা মেশিন থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'দেখা হয়েছে?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল লিটন।

'আমার কাছে একদম ঠিকঠাক খবর পাবেন।' লোকটা আবার মেশিন চালু করতেই লিটন হাঁটতে লাগল। নিচে এসে দেখল রিসেপশন ফাঁকা। রিসেপশনিস্ট টেলিফোন কানে নিয়ে অপেক্ষা করছে। সে কোনদিকে না তাকিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

এখন কী করা যায়? খবরটা যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি গুরুকে দেওয়া দরকার। তিনটের আগে গুরুকে হোটেলে পাওয়া যাবে না। সেই মেয়েটা শুয়ে আছে ওখানে। তাছাড়া, আততায়ী যদি কাছাকাছি থাকে, যদি তার নজরে পড়ে সে ওই ঘরে ঢুকেছিল তাহলে নিশ্চয়ই এখন তাকে অনুসরণ করবে। সেক্ষেত্রে নিজের হোটেল চিনিয়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। লিটন উলটোদিকে হাঁটতে লাগল। এইরকম একটা বিপদ থেকে এমন সুন্দর বেরিয়ে আসা মানে তার কার্যক্ষমতা আরও বেড়েছে। গুরুর কাছে এই নিয়ে পরে গর্ব করতে পারবে। বারংবার পেছনে তাকাচ্ছিল লিটন। লোকজন হাঁটছে। তাদের মধ্যে যে কেউ একজন হত্যাকারী হতে পারে। ও হঠাৎ রাস্তা পালটাল। চোরা সিঁড়ি ভেঙে নিচের দিকে দ্রুত হাঁটতে লাগল। এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে লিটন আচমকা একটা ছোটখাটো রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ল।

একটা চেয়ারে বসে সে ডবল ডিমের অমলেটের হুকুম দিতেই সামনের চেয়ারে আওয়াজ হল। লিটন চমকে তাকাতে প্রদীপ বলল, 'একটা নয়, দুটো দিতে বল।'

'আরে, গুরু তুমি?' কোনওমতে নিজেকে সামলে লিটন হাঁকল, 'একটা নয়, দুটো অমলেট।'

'হোটেল থেকে বেরিয়ে দৌড়চ্ছিলি কেন?'

'তুমি কী করে দেখলে?'

'আমি ওই রাস্তা দিয়ে আসছিলাম, হঠাৎ তোকে দেখতে পেলাম। ফিল্ম এনেছিস?'

'না।' প্রদীপের কথায় বিশ্বাস হল না লিটনের। সে যাতে বিপদে না পড়ে সেইজন্যে পেছনে ছিল গুরু, এরকম ধারণা হল তার।

'গুরু, লোকটা খতম হয়ে গেছে?'

'সে কি?' অবাক হয়ে গেল প্রদীপ।

চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে নিচু গলায় লিটন সমস্ত ঘটনা বলে গেল।

তারপর মন্তব্য করল, 'আমাদের আগে আর কেউ ওই ফিল্মের ধান্দায় গিয়ে লোকটাকে খুন করে এসেছে।'

www.MurchOna.com

'ওই ঘরে ঢুকতে তোকে কে-কে দেখেছে?'

'কেউ দ্যাখেনি।'

'ভালো করে ভেবে দ্যাখ।'

কার্পেট ক্লিনারের কথা বেমালুম ভুলতে চাইল লিটন, 'আমি ঠিক বলছি।'

'যদি কেউ দেখে তা হলে তোর উচিত এক্ষুনি দার্জিলিং-এ ফিরে যাওয়া।'

'দার্জিলিং-এ?' লিটন বিচলিত হল।

'হ্যাঁ। সেখান থেকে আজ রওনা হয়েছিস, রাতের মধ্যে ফিরে গেলে ওখানে কেউ জানতে পারবে না তুই এখানে এসেছিলি। এখানকার পুলিশ তোর বর্ণনা পেলেও কিছু করতে পারবে না।'

লিটন সজোরে মাথা নাড়ল, 'দূর। তোমাকে এখানে একা ফেলে আমি যেতে পারি না।' প্রদীপ লিটনের দিকে তাকাল। ওর বিশ্বাস হচ্ছিল না। লিটন কিছু একটা চেপে যাচ্ছে এখানে থেকে যাওয়ার লোভে। সেই ব্যাপারটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তার ওপর। সেই দৃষ্টির সামনে লিটন ক্রমশ অস্বাচ্ছন্দ বোধ করল। হঠাৎ সে বলে বসল, 'এমন কিছু ব্যাপার নয়।'

'একটা লোক খুন হয়েছে। তার কাছে গতকাল আমি গিয়েছিলাম আজ তুই তার ঘরে ঢুকেছিলি। অতএব খুব সামান্য ব্যাপারও পরে বড় হয়ে উঠতে পারে।'

'আমি যখন ওর ঘর থেকে বের হই তখন একটা বুড়ো আমাকে দেখেছিল। লোকটা হোটেলের কার্পেট পরিষ্কার করে মেশিন দিয়ে। কিন্তু ওর কোনও সন্দেহ হয়নি।' লিটন বলল, 'তা ছাড়া, ও বেশি কথা বলে। আমার বর্ণনাও ঠিকঠাক করতে পারবে না।' তারপরই মনে পড়ে গেল কথাটা, 'গুরু, আমি যখন ওই ঘর থেকে চলে আসছিলাম সেইসময় হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠেছিল।'

'টেলিফোন?'

'হ্যাঁ। কেউ ওই লোকটাকে ফোন করেছিল।'

'না করলে তুই তাড়াতাড়ি বের হতিস না।'

'তার মানে?' লিটনের কপালে ভাঁজ পড়ল।

'ওটা আমিই করেছিলাম।'

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে প্রদীপ বলল, 'ব্যাপারটা এবার গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে। এই রণতুঙ্গা লোকটার কোনও শত্রুর এখানে থাকার কথা নয়। ও বেড়াতে এসেছিল।'

লিটন মাথা নাড়ল, 'আরে এটা তো সহজ ব্যাপার। ফিল্মটার জন্যে খুন হয়েছে লোকটা।'

'হ্যাঁ। ব্ল্যাক লেপার্ডের মেটিং দৃশ্য কত মূল্যবান যে তার জন্যে একটা লোককে খুন করা যায়? তা ছাড়া, এখানকার ট্যুরিস্ট ব্যুরো বলছে কেউ কখনও ব্ল্যাক লেপার্ডের কথা শোনেনি।'

'ব্ল্যাক লেপার্ড?'

'হ্যাঁ, কালো চিতা। যার ছবি তোলার জন্যে লোকটা মরে গেল। তার মানে আমরা ছাড়াও আরও একটা দল গ্যাংটকে এসেছে ওই ছবিগুলোর সন্ধানে। ব্যাপারটা দার্জিলিং

এ জানানো দরকার।' প্রদীপ ঘড়ি দেখল।

চারটে নাগাদ ট্যুরিস্ট বাসগুলো সাধারণত ফিরে আসে। আজ দুপুরের পর থেকেই এখানে ঠান্ডাটা হঠাৎ বেড়ে গেছে। ঠান্ডা বাড়লে রাস্তায় লোক কমে যায়। প্রদীপ আর লিটন বাইক নিয়ে স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছিল। একটার পর একটা বাস ফিরছে। প্রদীপ যাত্রীদের লক্ষ করছিল। লোকটাকে দেখেই বোঝা যাবে যে মিলিটারিতে ছিল একসময়। মুখগুলো খুঁটিয়ে দেখে হতাশ হচ্ছিল সে।

কিছুক্ষণ আগে দার্জিলিং-এ টেলিফোন করেছে সে। একটা ব্যাপার তাকে কিছুটা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। রণতুঙ্গার খুন হওয়ার খবরটা পেয়ে ভদ্রলোক কোনও প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। শুধু বললেন, 'তোমার এখনও অনেক কাজ বাকি। ওই হোটেলের কাছাকাছি যেও না। আমি চাই না কোনও ঝামেলায় তুমি জড়িয়ে পড়ো।'

প্রদীপ বলেছিল, 'মনে হচ্ছে আমার কোনও অ্যান্টি পার্টি এখানে কাজ করছে।'

'হতে পারে। এখনও একজন ফটোগ্রাফারকে খুঁজে বের করতে হবে তোমাকে।'

'তাহলে আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা?'

'তুমি পাবে।'

খটকা লাগছে দুটো জায়গায়। রণতুঙ্গার ছবি অন্য লোক নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার সঙ্গে কথার খেলাপ করছেন না ভদ্রলোক। উনি ইচ্ছে করলে টাকার অঙ্ক কমিয়ে দিতে পারতেন। হঠাৎ এই উদারতার মানে কী? দ্বিতীয়ত, এস. কে. শর্মা এখন শিলিগুড়িতে। আজ রাত্রে দার্জিলিং মেল ধরবে লোকটা। তার কাছে ছবি আছে। তাকে ধরলে দুজন ফটোগ্রাফারকে খুঁজে বের করা বাকি! আর উনি বললেন একজনের কথা। শর্মার দায়িত্ব কি উনি অন্য কাউকে দিচ্ছেন? দিয়ে থাকলে তো তাকে ওঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়ার কথা নয়। প্রদীপ কিছুই বুঝতে পারছিল না।

এইসময় এভারেস্ট ট্যুরিজমের একটা বাস ফিরে এল। যাত্রীরা নামছে। হঠাৎ প্রদীপের নজর পড়ল একজনের ওপর। লম্বা, মেদহীন শরীর। পরনে গরম স্যুট। বয়স হলেও সেটা বোঝা যায় না। গোঁফ বলে দিচ্ছে মানুষটি সাধারণ কাজকর্ম কখনও করেননি। কাঁধ থেকে চামড়ার স্ট্র্যাপে ক্যামেরা ঝুলছে। বাস থেকে নেমে গটগট করে হাঁটতে লাগলেন ভদ্রলোক।

প্রদীপ লিটনকে বলল, 'আমি এখন যার সঙ্গে কথা বলব তুই তাকে ফলো করে দেখে আসবি কোন হোটেলে উঠেছে এবং কতদিন সেখানে থাকার কথা। কাজটা সাবধানে করবি।' লিটনের জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করেই প্রদীপ এগিয়ে গেল।

পিছন থেকেই বোঝা গেল এই বয়সেও ভদ্রলোক ভালো শক্তি রাখেন। প্রদীপ একেবারে পৌঁছে বিনীত স্বরে বলল, 'এক্সকিউজ মি।'

ভদ্রলোক দাঁড়ালেন, গম্ভীর গলায় বললেন, 'ইয়েস।'

'আমার নাম প্রদীপ গুরুং। কলকাতার একটা সংবাদপত্রের লোকাল করেসপন্ডেন্ট।'

'আচ্ছা!'

'আমি বিরক্ত করছি বলে দুঃখিত। আপনি গতকাল সিকিম-টিবেট বর্ডারে গিয়েছিলেন। আবার আজও সেখানে গেলেন। এই ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

ভদ্রলোকের কপালে ভাঁজ পড়ল, 'আমি গতকাল গিয়েছিলাম আপনি কী করে

www.MurchOna.com

জানলেন?'

'এটা আমি জেনেছি। আসলে আমি ওই ব্ল্যাক লেপার্ডের সম্পর্কে কৌতূহলী।'

'ব্ল্যাক লেপার্ড?'

'হ্যাঁ। গতকাল তো আপনারা ওখানে ব্ল্যাক লেপার্ড দেখেছেন।'

'কে দেখেছে জানি না, কিন্তু আমি তো দেখিনি।'

'স্যার, আমি শুনেছি গতকাল একটা ট্যুরিস্টবাসের যাত্রীরা ওখানে ব্ল্যাক লেপার্ডের মেটিং দৃশ্য দেখেছেন। ওই অঞ্চলে ব্ল্যাক লেপার্ড আছে বলে কেউ কখনও শোনেনি। বুঝতেই পারছেন খবরটা খুব চাঞ্চল্য তৈরি করবে।'

'ইয়ং ম্যান! আপনাকে ওই ব্ল্যাক লেপার্ডের গল্পটা যে শুনিয়েছে তার বাসে আমি ছিলাম না এটুকুই শুধু বলতে পারি।'

'গতকাল আপনি যে বাসে ছিলেন তাতে আরও দুজন ফটোগ্রাফার ছিলেন?'

'হ্যাঁ। এই খবরটা ঠিক। কারণ আমি আর কারও হাতে ক্যামেরা দেখিনি।'

'একজন বয়স্কা বিদেশিনী ছিলেন?'

'হ্যাঁ। বর্ডারে যাওয়ার জন্যে তাঁর কথা চেকপোস্টে বলতে হয়েছিল।'

'আর আপনি বলছেন ওখানে কোনও ব্ল্যাক লেপার্ড দেখেননি?'

'না।'

'আপনি কোনও ছবি তোলেননি?'

'হ্যাঁ। ছবি তুলেছি। সেই ছবির রোল শেষ করতে আজ আবার ওই স্পটে গিয়েছিলাম। ওটা প্রিন্ট না করা পর্যন্ত আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় কী ছবি তুলেছি। শুধু আপনাকে বলতে পারি, গতকাল ওখানে একটা মার্ডার হয়েছিল।'

'মার্ডার?'

'হ্যাঁ।' ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রদীপের দুটো পা কনকন করে উঠল। তার মনে পড়ল রণতুঙ্গা তাকে দেখে পুলিশ কি না জানতে চেয়েছিল। সেই মেমসাহেব পুলিশ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। সে দেখল ভদ্রলোক রাস্তার বাঁকে চলে গেছেন এবং তাঁর কিছুটা পেছনে লিটন হাঁটছে।

মোটরবাইকের কাছে ফিরে এসে সমস্ত ব্যাপারটা নতুন করে ভাবতে চাইল প্রদীপ। সে প্রথমে চন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিল যে ওই ট্যুরিস্ট বাস চালিয়ে নিয়ে গিয়েছে। লোকটা একবারও তাকে বলেনি যে ব্ল্যাক লেপার্ড দেখেছে। বরং ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। ওর কাছ থেকে খবর পেয়ে সে গিয়েছিল বিদেশিনী মহিলা লিসার কাছে। লিসাও একবারও বলেননি ব্ল্যাক লেপার্ডের কথা। কিন্তু তিনি খুব উত্তেজিত ছিলেন। ওঁর কাছ থেকে যায় রণতুঙ্গার কাছে। রণতুঙ্গা পুলিশের ভয়ে ভীত ছিল কিন্তু ব্ল্যাক লেপার্ড শব্দ দুটো ওর মুখ থেকেও শুনতে পায়নি সে। বরং রণতুঙ্গা এমন কিছুর ছবি তুলেছিল যা সে নিজে খবরের কাগজে ছাপতে চায়। আর এই সব মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রদীপ ধরেই নিয়েছিল এঁরা ব্ল্যাক লেপার্ড দেখে এসেছেন। ওঁদের ওই ব্যাপারে সরাসরি প্রশ্ন করার কথা একবারও তার মাথায় আসেনি।

মোটরবাইক চালু করে ট্যুরিস্ট লজে চলে এল প্রদীপ। গিয়ে শুনল লিসা দুপুরে বেড়াতে বেরিয়েছেন, একাই। ভদ্রমহিলার দেখা পেতে তাকে অপেক্ষা করতে হল

অনেকক্ষণ। লিসা যখন ফিরছেন তখন তাঁর হাতে একটা বড় প্যাকেট। প্রদীপ হাসল, 'গুড আফটারনুন ম্যাডাম।'

'হ্যালো! তুমি আবার এখানে?'

'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।'

'আমি তো তোমাকে বলেছি এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আমি বিদেশি। আগামীকাল চলে যাব। কোনও ঝামেলায় জড়াতে চাই না আমি।'

'আপনাকে আমি কোনও ঝামেলায় ফেলতে চাই না ম্যাডাম।'

লিসা একটু আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুলিশ কী বলেছে?'

'পুলিশের সঙ্গে আমার কথা হয়নি ম্যাডাম। আচ্ছা, আপনি ঠিক কী দেখেছিলেন? অনুগ্রহ করে ব্যাপারটা খুলে বলুন।'

ভদ্রমহিলাকে একটু চিন্তিত দেখাল। তারপর বললেন, 'যখন খুন করা হয় তখন আমি নিচু হয়ে আমার জুতোর ফিতে বাঁধছিলাম বাসে বসে। গুলির শব্দ শুনে চমকে তাকিয়ে দেখি একটা লোক মাটিতে পড়ে আছে আর একজন অস্ত্র উঁচিয়ে একটি মেয়েকে জিপে তুলছে। আমাদের বাসটা দাঁড়িয়ে যাওয়ায় লোকটা এমন চিৎকার করে ওঠে যে ড্রাইভার আবার স্পিড তুলে বেরিয়ে যায়। জিপের মুখ আমাদের বিপরীত দিকে ছিল।'

'লোকটা অথবা মেয়েটিকে আপনার মনে আছে?'

'না। লোকটার মাথায় টুপি ছিল, মুখে মাফলার। মেয়েটির মাথা নিচু থাকায় দেখতে পাইনি তবে ওর চুলে অনেক কিছু জড়ানো ছিল।'

'কী সেগুলো?'

'সম্ভবত সাদা পুঁতি। মুক্তোও হতে পারে। দূর থেকে দেখা।'

'তারপর আপনারা কী করলেন?'

'ড্রাইভার চিৎকার করে বলল, এসব অঞ্চলে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে তাই কেউ যেন উত্তেজিত হবেন না। কিন্তু লোকটা নিজেই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল।'

'কী কারণে মনে হল?'

'লোকটা অত্যন্ত দ্রুত বাসটাকে নিয়ে গেল পরের পুলিশ ক্যাম্পে। সেখানে গিয়ে রিপোর্ট করে তবে যেন ঠান্ডা হল।'

'আপনাদের বাসের কেউ-কেউ যে ওই ঘটনার ছবি তুলেছিল তা আপনি জানতেন?'

'পুলিশ ক্যাম্পে যাওয়ার পরে ফটোগ্রাফাররা এ নিয়ে কথা বলছিল।'

'আপনি কবে ফিরে যাচ্ছেন ম্যাডাম?'

'আগামীকাল সকালে।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

ট্যুরিস্ট লজ থেকে বেরিয়ে প্রদীপ সোজা ভাটিখানায় চলে এল। এসে দেখল ভাটিখানা বন্ধ। কিন্তু বেশ কয়েকজন ভাটিখানা খোলার জন্যে হইচই করছে। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল ঘণ্টাখানেক আগে ভাটিখানার ভেতরে একটা খুন হয়ে গেছে। আততায়ীকে ধরা যায়নি। পুলিশ এসে মৃতদেহ সরিয়ে ভাটিখানা বন্ধ করে দিয়ে গিয়েছে আজকের মতো।

www.MurchOna.com

প্রদীপের বুকের ভেতর কেউ যেন ড্রাম বাজাতে লাগল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'লোকটা কে?'

'মানে?'

'যে খুন হয়েছে সে কি ড্রাইভার?'

'হ্যাঁ। ওর নাম চন্দ্রনাথ। আজ এখানে মাতাল হয়ে গিয়ে কী সব বলছিল। অনেকে বলছে ওই কথাগুলো বলার জন্যেই নাকি ওকে প্রাণটা দিতে হল।'

ভদ্রলোকের মুখটা মনে পড়ল প্রদীপের। পুলিশ অফিসার থাপা ওকে পাঠিয়েছিল যার কাছে তার মুখ খুব সৌম্য। তিনি মূল্যবান ফটোগ্রাফ সঞ্চয় করেন। বর্ডারে ব্ল্যাক লেপার্ডের মেটিং দৃশ্যের ছবি তোলা তিন ক্যামেরাম্যানের কাছে তাকে পাঠিয়েছিলেন তিনি। সেদিন সকালে ঘটনাটা ঘটেছিল সেইদিন বিকেলেই খবরটা পেয়ে গেছেন ভদ্রলোক। তাঁর কাছে রণতুঙ্গার খবর পাঠানোর কিছু সময়ের মধ্যেই লোকটা খুন হয়ে গেছে এবং ওর ফিল্ম চুরি হয়েছে। দ্বিতীয় যে খবরটা সে দিয়েছিল, দার্জিলিং মেলের যাত্রী এস. কে. শর্মার এখন কী অবস্থা তা সে জানে না। কিন্তু মাতাল অবস্থায় মুখ খোলার জন্যে ড্রাইভার চন্দ্রনাথকে চলে যেতে হল। প্রদীপ একটা পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে ট্যুরিস্ট লজে ফোন করল। লিসা লাইনে এলে সে বলল, 'ম্যাডাম, একটু আগে আপনার সঙ্গে কথা বলেছি। আপনি আগামীকাল কখন নামছেন? লিসা বললেন, 'আর্লি মর্নিং-এ। আমি বাগডোগরা থেকে প্লেন ধরব।'

'একটু রিস্কি হয়ে যাবে ম্যাডাম। আপনার সঙ্গে কথা বলে আমার ভালো লেগেছে। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি যে করেই হোক এখনই গ্যাংটক থেকে চলে যান। একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে নিন। হয়তো রাস্তায় সন্ধে নামবে তবু এখনই রওনা হলে শিলিগুড়িতে সাতটা-আটটার মধ্যে পৌঁছতে পারবেন। ওখানে ভালো হোটেল আছে। রাতটা হোটেলে কাটিয়ে সকালের প্লেন ধীরেসুস্থে ধরতে পারবেন।'

'বাট হোয়াই? এরা তো বলছে সবাই ভোরে রওনা হয়ে প্লেন ধরতে পারে।'

'আপনি বলেছেন কোনও ঝামেলায় জড়াতে চান না, তাই। আমার অনুরোধ রাখুন।' রিসিভার রেখে দিল প্রদীপ। ওই বাসে আর কে-কে যাত্রী ছিলেন তা ওর জানা নেই। কিন্তু এই ভদ্রমহিলা যদি তার অনুরোধ রাখেন তাহলে ওঁর ভালো হবে।

গতকালের ব্ল্যাক লেপার্ডের ঘটনাটা বানানো। ধরা যাক দার্জিলিং-এর ভদ্রলোক ভুল খবর পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনজন ফটোগ্রাফারের অস্তিত্ব তাঁর জানা ছিল। আর ভদ্রলোক যদি সত্যি ব্ল্যাক লেপার্ডের ছবির আশায় তাকে পাঠাতেন তাহলে রণতুঙ্গা খুন হতো না। চন্দ্রনাথের খুন হওয়াটাকে কোনও ব্যক্তিগত বিরোধ বলে চালানো যেতে পারে। কিন্তু রণতুঙ্গা?

অর্থাৎ এই মুহূর্তে গ্যাংটকে আর-একটি হত্যাকারী দল সক্রিয় আছে। এই দলটা আজই এসে পৌঁছেছে এখানে অথবা তারা এখানকারই লোক। উলটো করে ভাবলে এমন দাঁড়ায়, গতকাল যে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল তার ছবি ট্যুরিস্ট বাসের তিনজন ফটোগ্রাফার তুলেছিল বলে ভদ্রলোক খবর পেয়েছিলেন। অবশ্যই ওই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর স্বার্থ আছে তাই তিনি চান না ছবিগুলো অন্য কারও হাতে যাক। এত তাড়াতাড়ি প্রিন্ট করা সম্ভব নয় তাই তিনি তড়িঘড়ি প্রদীপকে পাঠিয়েছিলেন উদ্ধার করতে। কিন্তু সেখানেও

তো একটা ঝুঁকি ছিল। রণতুঙ্গার বদলে ওই মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে প্রথমে দেখা হলে প্রদীপ জেনে যেত, ব্ল্যাক লেপার্ড নয়, ওঁরা হত্যাকাণ্ডের ছবি তুলেছিলেন। তবু তিনি এই ঝুঁকি নিলেন কেন?

প্রদীপ চারপাশে তাকাল। সন্দেহজনক কোনও কিছু চোখে পড়ল না। কিন্তু সে এখন নিশ্চিন্ত তাকে কেউ বা কারা লক্ষ করে যাচ্ছে। ভদ্রলোক তার সঙ্গে এমন একটা খেলা খেললেন কেন? থাপা জানে এই ঘটনাটা?

প্রশ্নগুলো ছোবল মারছিল মনে।

হোটেলে ফিরে এল সে। লাউঞ্জে বসছিল লিটন। এখানে আর কেউ নেই। ওর পাশে চেয়ার টেনে বসতেই লিটন বলল, 'মেয়েটা এখনও ঘুমোচ্ছে।'

'ভদ্রলোকের নাম কী?'

'কাপুর। সানশাইন হোটেলে উঠেছেন।'

'কতদিনের বুকিং?'

'পরশু দুপুরে ওঁর নেমে যাওয়ার কথা। সোজা হোটেলেই ঢুকে গেছেন।'

'তোকে এখনই শিলিগুড়িতে যেতে হবে।'

লিটন অবাক হল, 'সে কি? কেন?'

'সমস্ত হিসেব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমার আশংকা হচ্ছে এস. কে. শর্মা নামে যে ফটোগ্রাফার আজ দার্জিলিং মেল ধরতে নেমে গিয়েছে সে ফিল্ম নিতে বাধা দিতে গেলে জীবন্ত ফিরে যেতে পারবে না কলকাতায়।'

'কে খুন করবে তাকে?'

'যে রণতুঙ্গাকে খুন করেছে। ট্যুরিস্টবাসের ড্রাইভারটাকেও সে-ই খুন করিয়েছে বলে এখন অনুমান করছি। কিন্তু এসব এখনও অনুমান। যদি শর্মার কিছু হয়ে যায় তাহলে আর ব্যাপারটা অনুমান হয়ে থাকবে না। সেটা জানার জন্যে আমি তাকে শিলিগুড়িতে যেতে বলছি।' প্রদীপ ঘড়ি দেখল। তারপর মাথা নাড়ল, 'মুশকিল হল, তুই যখন শিলিগুড়িতে পৌঁছবি তখন দার্জিলিং মেল ছেড়ে দেবে। ট্রেনে যদি কিছু ঘটে যায় তাহলে তোর পক্ষেও জানা সম্ভব নয়। কী করা যায়?'

'তুমি যা বলবে তাই করব!'

হঠাৎ প্রদীপ মতলবটা ভাবতে পারল। হাত তুলে বলল, 'তোকে যেতে হবে না। কিন্তু আজ তুই আর হোটেল থেকে বের হবি না। পুলিশ নিশ্চয়ই এতক্ষণে তোর বর্ণনা পেয়ে গেছে।'

তখনই শিলিগুড়িতে ছুটতে হচ্ছে না বলে খুশি হল লিটন। বলল, 'কিন্তু আমি কোন ঘরে থাকব? ওখানে তো এখনও মেয়েটা ঘুমোচ্ছে।'

'সন্ধে হলেই আমরা হোটেল চেঞ্জ করব।'

'তার মানে? এই হোটেল কী দোষ করল?'

'আমরা কোথায় আছি সেটা আমি কাউকে জানাতে চাই না।'

'কে জেনেছে?'

'যারা খুন করছে তারা অন্ধ নয়।'

'তা হলে?'

www.MurchOna.com

'তুই এখানেই বিশ্রাম নে। আমি মেয়েটাকে তুলি।'

প্রদীপ উঠল। লিটন মাথা নাড়ল। তার গুরুর সব ভালো শুধু মহিলা সংক্রান্ত ব্যাপারটা বাদ দিলেই—। হঠাৎ তার নজরে এল একটা পুলিশের জিপ এসে দাঁড়িয়েছে হোটেলের দরজায়। একজন অফিসার জুতোর শব্দ তুলে রিসেপশনের দিকে এগিয়ে গেলেন। পুলিশ কি তার বর্ণনা পেয়ে এখানে খোঁজ করতে এসেছে? কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না লিটন। রণতুঙ্গার ঘরে সে কোনও হাতের ছাপ রেখে আসেনি। কিন্তু পুলিশ যদি একবার ধরে! এখান থেকে শুট করে উঠে গেলে সবাই সন্দেহ করবে। ও মাথা নিচু করে বসে রইল।

পুলিশ অফিসার রিসেপশনিস্টের সঙ্গে কথা বলছে। হোটেলের রেজিস্টার দেখল ভদ্রলোক। তারপর বেরিয়ে গিয়ে জিপে উঠে বসল। লিটন দেখল রিসেপশনিস্ট তার দিকে এগিয়ে আসছে সে সহজ হতে চেষ্টা করল।

রিসেপশনিস্ট সামনে এসে বলল, 'মিস্টার গুরুং কি বাইরে গেছেন?'

লিটন কোনওমতে মাথা নাড়ল, 'না।'

'একটা খুব খারাপ খবর আছে। উনি যে ভদ্রলোকের খোঁজ করছিলেন সেই মিস্টার শর্মা শিলিগুড়িতে যাওয়ার পথে কালীঝোরার কাছে অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছেন। উনি যে ট্যাক্সিতে যাচ্ছিলেন তার ড্রাইভারও বেঁচে নেই। এইমাত্র পুলিশ এসে বলে গেল। ভদ্রলোকের পকেটে আমাদের হোটেলের রশিদ পাওয়া গিয়েছে বলে পুলিশ খোঁজ করতে এসেছিল। মিস্টার গুরুংকে বলে দেবেন উনি যে ভদ্রলোকের খোঁজ করছিলেন সেকথা আমি পুলিশকে বলিনি! কী দরকার ঝামেলা বাড়ানোর।' রিসেপশনিস্ট হাসল। লিটনের ধড়ে প্রাণ আসতে-আসতেও থমকে গেল যেন। সে বলল, 'ধন্যবাদ।'

রিসেপশনিস্ট জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কোন হোটেলে উঠেছেন?'

'আমি? কেন? এখানেই।' লিটন বলল।

'এখানে মিস্টার গুরুং একটা ডাবলবেড রুম নিয়েছেন। ওখানে ওঁরা দুজন আছেন। তৃতীয় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি হোটেলের আইন অনুযায়ী সেখানে থাকতে পারে না।'

লিটন হাত নাড়ল, 'না, না, ওই ঘরে আমরা দুজনেই থাকব।'

'তাহলে ওই মহিলা?'

'ওঁর রাত্রে এখানে থাকার কথা নয়। দাঁড়ান, আমি দেখছি।' উঠে পড়ল লিটন। দ্রুত ওপরে চলে এসে দেখল ঘরের দরজা ভেজানো। সে নক করতেই মেয়েলি গলা ভেসে এল, 'ভেতরে আসুন।'

দরজা ঠেলতেই সুজাতার পিঠ দেখতে পেল লিটন। আয়নার সামনে বসে চুল ঠিক করছে। মেয়েটা সুন্দরী। শরীর-টরীর আছে। মনে-মনে বলল সে। ঘরে প্রদীপ নেই। বাথরুমের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে একটু স্বস্তি হল লিটনের। সে বলল, 'রেডি?'

'হ্যাঁ। এক মিনিট।'

'সন্ধে নামার আগেই তো তোমাকে যেতে হবে।'

'কোথায়?' হাত থেমে গেল সুজাতার।

'মানে?' কোথায় যাব আমি?

'সেটা তো তুমিই জানো। দার্জিলিং থেকে গ্যাংটকে আসার সময় ভাবোনি?'

'না তো! কাল রাত্রে মনে হয়েছিল দার্জিলিং থেকে চলে না এলে আমি বিপদে পড়ব। আর সেটা পড়ব আপনাদের জন্যে। পুলিশ নিশ্চয়ই এখনও আমাকে খুঁজছে।'

'আমাদের জন্যে মানে?' লিটন মেয়েটার পরিবর্তন দেখে অবাক।

'হ্যাঁ মশাই। পিস্তলটাকে বাঁচাতে গিয়েই তো আমার এই হেনস্থা।'

'কে বলেছিল বাঁচাতে?' রেগে গেল লিটন। 'আমি ওসব জানি না। হোটেল থেকে বলেছে এই ঘরে তিনজন থাকা যাবে না। তা ছাড়া, তোমাকে আমরা কখনও দেখিনি, চিনিও না, তোমাকে এই ঘরে থাকতে দেব কেন?'

'ঠিক আছে। আপনার বন্ধু যদি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বলেন চলে যেতে তাহলে আমি চলে যাব।' সুজাতা কথা শেষ করতেই প্রদীপ ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। শেষ কথাটা তার কানে গিয়েছিল।

লিটন বলল, 'রিসেপশনিস্ট বলেছে এক ঘরে তিনজন থাকা যাবে না।'

'আমরা সেটা থাকছি না।'

'অথচ এ এমনভাবে কথা বলছে যেন পিস্তলটা বাঁচানোর জন্যে—।'

লিটনকে থামিয়ে দিল প্রদীপ, 'পিস্তলটা বাঁচানোর জন্যে আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ লিটন। যন্ত্রটা এখন খুবই দামি হয়ে উঠেছে।'

সঙ্গে-সঙ্গে লিটনের মনে পড়ে গেল, 'গুরু খুব জরুরি কথা আছে।'

'বলে ফ্যাল।' চুল আঁচড়াচ্ছিল প্রদীপ।

'ভদ্রলোক দার্জিলিং মেলে ওঠার চান্স পেলেন না।'

'হোয়াট?' ঘুরে দাঁড়াল প্রদীপ। ওর চোখ বিস্ফারিত।'

'একটু আগে,' কথাটা বলতে গিয়েই সুজাতার উপস্থিতির জন্যে থমকে গেল লিটন। প্রদীপ এগিয়ে এল, 'আমি সুজাতাকে বিশ্বাস করছি।'

'কী করে? তুমি তো ওকে চেনোই না।'

'পাঁচ ঘণ্টার রাস্তায় পেছনে বসে থাকা একটা মেয়ের ব্যবহারে যদি তাকে না চিনতে পারি তা হলে! কী হয়েছে?'

'কালীঝোরার কাছে একটা অ্যাকসিডেন্টে ভদ্রলোক এবং তার ট্যাক্সির ড্রাইভার মারা গিয়েছে। একটু আগে পুলিশ এসেছিল হোটেলে খোঁজ খবর নিতে।'

'এই হোটেলের কথা পুলিশ জানল কী করে?'

'হোটেলের বিল মিটিয়ে রশিদ নিয়েছিলেন ভদ্রলোক। সেটা ওঁর পকেটে ছিল। রিসেপশনিস্ট আমাকে বলল, তুমি যে ভদ্রলোকের খোঁজ করেছ সেটা সে পুলিশকে জানায়নি। কেস খুব খারাপ বলে মনে হচ্ছে গুরু।'

প্রদীপ ঠোঁট কামড়াল। এই আশংকাই তার হচ্ছিল। সে যে দুটো খবর দার্জিলিং-এ পাঠিয়েছে তাদের জীবিত থাকতে দেওয়া হচ্ছে না। হয়তো সে এখন যেখানে-যেখানে যাচ্ছে সেখানেও ওরা হাজির হচ্ছে। ওই দৃশ্যের সাক্ষি বুঝলে তাকেও সরিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন মহান ফটোগ্রাফস গ্রাহক। কিন্তু ভদ্রলোক কোনও প্রমাণ রাখেননি। দার্জিলিং-এ ফিরে গিয়ে সে ওঁকে কোনওভাবেই অভিযুক্ত করতে পারবে না। ভদ্রলোক তাকে ক্রমাগত সুতো ছেড়ে যাচ্ছেন। তাকে অভিনয় করতে হবে যতক্ষণ পঞ্চাশ হাজার হাতে না পাওয়া যায়। কিন্তু, তৃতীয় ব্যক্তির হদিশ পেলে কি উনি তাকেও পৃথিবীতে

www.MurchOna.com

থাকতে দেবেন? প্রদীপের শিরদাঁড়া কনকন করে উঠল।

'গুরু।' লিটন ডাকল। প্রদীপ অন্যমনস্কভাবে তাকাল।

'সন্ধে হয়ে আসছে। তুমি বলেছিলে হোটেল চেঞ্জ করবে।'

'বলেছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কোনও লাভ হবে না। ওই মোটর বাইকটাকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর ওটা সঙ্গে থাকলেই আমাকে পেতে কারও অসুবিধে হবে না। লিটন, আমি এখানে এসেছি সুজাতাকে নিয়ে। ও যতক্ষণ থাকছে ততক্ষণ লোকে একটা ধারণা মনে রাখবে। মহিলা সঙ্গে থাকলে পুলিশও নরম ভাবে। আমরা আগামীকাল ভোরে এখান থেকে বেরিয়ে যাব। কিন্তু আজ আমি কাপুরের সঙ্গে বাসস্ট্যান্ডে কথা বলেছি। যদি ওরা আমাদের ওপর নজর রাখে তা হলে কাপুরের অস্তিত্ব জেনে যাবে। আর ওই ভদ্রলোক যেমন মুখের ওপর কথা বলেন তাতে ওদের পক্ষে জানা অসম্ভব হবে না যে উনিই তৃতীয় ফটোগ্রাফার। তারপর কাপুরের মৃত্যু তো স্বাভাবিক ঘটনা। আর কাপুর মারা গেলেই ওরা আমার জন্যে আসবে। তুই এক কাজ কর।' পকেট থেকে কয়েকটা একাশো টাকার নোট বের করে লিটনকে দিল প্রদীপ, 'সোজা সানশাইন হোটেলে চলে যা। চেষ্টা কর কাপুরের কাছাকাছি ঘর নিতে। কাপুর তোকে দ্যাখেনি। লোকটার ওপর নজর রাখতে হবে তোকে। রণতুঙ্গার মতো ওর অবস্থা যাতে না হয় সেটা তুই দেখবি। ঠিক আছে?'

'তুমি এখানে থাকবে?'

'আমরা থাকব।'

'কাল তোমার সঙ্গে কীভাবে দেখা হবে।'

'আমি সানশাইন হোটেলে তোর সঙ্গে দেখা করব।'

'যদি কাপুর বাইরে বের হয়?'

'তুই ওকে কভার করার চেষ্টা করবি।'

লিটন উঠে দাঁড়াল। দরজার দিকে এগোল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল সুজাতার দিকে, 'আমি এখনও তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু গুরুর যদি কিছু হয় আমি তোমাকে ছাড়ব না।' লিটন আর দাঁড়াল না। দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল।

প্রদীপ হেসে ফেলল, 'বাঃ। চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে। বেড়াতে যাবে নাকি?'

'ঠাট্টা করছেন?'

'মোটেই না।'

'আমি গতকাল থেকে এই পোশাক পরে আছি। শরীরে অস্বস্তি হচ্ছে।'

'ঠিক-ঠিক। আমার উচিত তোমাকে একটা ভালো পোশাক কিনে দেওয়া।' প্রদীপ বলল।

'কেন? উচিত কেন?'

'কারণ এখন থেকে সবাই জানবে আমরা স্বামী-স্ত্রী।'

'কী বলছেন আপনি?' উঠে দাঁড়াল সুজাতা।

'উত্তেজিত হয়ো না। এই হোটেলে আজ ভোরে আমরা একই বাইকে চেপে এসেছি। ওই সম্পর্কটা লোকে জানলে সহজে বিশ্বাস করবে। আর বিশ্বাস করলে গ্যাংটকে যতক্ষণ আছি একটু নিশ্চিন্তে থাকতে পারব। গ্যাংটক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর, তুমি

যদি ইচ্ছে করো, আমরা কেউ কখনও কাউকে চিনব না। ঠিক আছে?'

'কিন্তু—'

'শোনো। এখন যদি পুলিশ এসে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তোমার আইডেন্টিটি কী, তুমি কী বলতে পারবে? একা মেয়ে অনাত্মীয়া পুরুষের সঙ্গে একঘরে আছে যাকে কাল রাত্রের আগে দ্যাখোনি সেটা পুলিশকে জানালে ওরা তোমাকে সম্মান করবে? আমরা স্বামী-স্ত্রী জানলে ওদের অনেক কৌতূহল থেমে যাবে। ঠান্ডা পড়ছে। ওভারকোটটা পরে নাও।'

'বাইরে যাওয়ার দরকার কী?'

'কোথাও বেড়াতে এসে স্বামী-স্ত্রী চব্বিশ ঘণ্টা ঘরে বসে থাকে না।' মিনিট দেড়েকের মধ্যে ওরা দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এল। রিশেপশনের কাছে পৌঁছে প্রদীপ গলা তুলে বলল, 'ডার্লিং, এক মিনিট, প্লিজ।' তারপর কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় বলল, 'অনেক ধন্যবাদ।'

'খুব স্যাড ব্যাপার!'

'খুব-উ-ব। ওঁর সঙ্গে একটা ব্যবসার ব্যাপারে কথা বলার ইচ্ছে ছিল, হল না। ও হ্যাঁ, আমার ভাইকে আপনি ভুল বুঝছেন। ওর মাথা সম্পূর্ণ নর্মাল নয়। ডাবল-বেড রুমে দাদা-বউদির সঙ্গে দেওরের থাকা উচিত নয় এটা চট করে ও বুঝতে পারে না।'

'তাই বলুন। ওঁর কথাবার্তা—।'

'একটু অ্যাবনর্মাল। যাক গে, আমরা দুজনেই ওই ঘরে থাকব।'

'তাহলে ওঁর জন্যে—।'

'আমাদের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় থাকেন এখানে। তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। একা রাত্রে হোটেলে থাকতে দিতে রাজি নই আমি। নর্মাল নয় তো!' প্রদীপ বেরিয়ে এল। দরজার বাইরে তার বাইক রয়েছে। ওকে সেদিকে যেতে দেখে সুজাতা বলল, 'আচ্ছা, এখন ওটা ব্যবহার না করলে অসুবিধে হবে?'

'না। চলো, হাঁটি। আর শোনো, সবার সামনে তুমি আমাকে আপনি বলবে না।' সুজাতার কনুই জড়িয়ে ধরে হাঁটতে লাগল প্রদীপ। ঠিক তখনই সে আবিষ্কার করল মেয়েটি স্মার্ট। সাধারণ মেয়ের মতো লাজুক নয়। অবশ্য সেটা যে নয় তার প্রমাণ সুজাতা এর আগে অনেকবার দিয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'খুব হিন্দি ছবি দেখো?' হেসে মাথা নাড়ল সুজাতা, 'খুউব।'

'ফেবারিট হিরোইন কে? শ্রীদেবী?'

'না। পূজা ভাট।'

প্রদীপ চোখ বড় করল। এখন সন্ধের অন্ধকার নেমেছে সবে। রাস্তায় মানুষের ভিড় কমছে। যদি কেউ অথবা কারা তাকে লক্ষ রাখে তা হলে এখন নিশ্চয়ই একটু কাঁপরে পড়েছে। বউ নিয়ে বেড়াতে এসে কেউ গোলমাল চায় না।

একটা বড় পোশাকের দোকানে ঢুকল ওরা। ঢোকার আগে প্রদীপ দেখে নিল দোকানের পাশে একটা এস টি ডি করার সেন্টার আছে। শালোয়ার কামিজ এবং মোটা পুলওভার দেখাতে বলল সে সেলসম্যানকে। তারপর সুজাতার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'ডার্লিং তুমি পছন্দ করো, আমি এক মিনিট ঘুরে আসছি। উজ্জ্বল কোনও রং নিলে

www.MurchOna.com

ভালো লাগবে।'

সুজাতা নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। মেয়েটা যেন এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে।

দোকানের পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে চারপাশে তাকিয়ে নিল প্রদীপ। সন্দেহ করা যেতে পারে এমন কাউকে দেখা গেল না। এস টি ডি সেন্টারে ঢুকে সে বুথের দরজা ভেজালো। আজ অন্তত পাঁচবার ডায়াল করতে হল। তারপর ভদ্রলোকের গলা পাওয়া গেল, 'হ্যালো।'

'বলে যাও।'

'আমি এখনও তৃতীয় ফটোগ্রাফারকে খুঁজে পাইনি।'

'বড্ড বেশি সময় নিচ্ছ। এমন হতে পারে লোকটা গ্যাংটক থেকে নেমে গেছে। এবং সেটা হলে আমি কথা রাখতে বাধ্য নই।'

'না স্যার। রণতুঙ্গা মারা যাওয়ার আগে বলেছিল লোকটা তিনদিন গ্যাংটকে থাকবে।'

'কথাটা আগে বলোনি তুমি।'

'খেয়াল ছিল না স্যার।'

'রণতুঙ্গা আর কী বলেছিল?'

'তেমন কিছু বের করতে পারিনি ওর পেট থেকে। শুধু বলে গেছে কোনও ব্ল্যাক লেপার্ড সে দ্যাখেনি। ইন ফ্যাক্ট ওই ট্যুরিস্টবাসটার ড্রাইভারও একই কথা বলেছে।'

'ওদের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া খুব স্বাভাবিক। তিন নম্বর লোকটার ব্যাপারে কোনও ক্লু পেয়েছ? কাউকে জিজ্ঞাসা করেছ?'

'হ্যাঁ স্যার। আজ বিকেলে যারাই ট্যুরিস্ট বাস থেকে নেমেছে তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। এক বৃদ্ধ ট্যুরিস্টকে সন্দেহ হচ্ছে। ভদ্রলোক গতকালও বর্ডারে গিয়েছিলেন।'

'বৃদ্ধ? কীরকম বৃদ্ধ?'

'বছর পঁচাত্তর বয়স। বেঁটে ফরসা, গুজরাতি হবে।'

'কোন হোটেলে উঠেছে?'

'এখনও বের করতে পারিনি। মনে হয় আত্মীয়ে বাড়িতে উঠেছে।'

'ফাউন্ড হিম অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিব্‌ল। তুমি তাহলে আজ বিকেলে অনেকের সঙ্গে কথা বলেছ? ভালো। আচ্ছা, তুমি কি একা গিয়েছ গ্যাংটকে?'

'সত্যি কথা বলব স্যার?'

'সেটাই আমি পছন্দ করি।'

'একটি মেয়েকে আমি পছন্দ করতাম। শি ওয়াজ মাই গার্ল ফ্রেন্ড!'

'ওয়াজ?'

'আমি গত সপ্তাহে সই করে ওকে বিয়ে করেছি।'

'ও। তাই বলো। আমি তোমার কাছে কাল সকালের মধ্যে খবর চাই।'

'ও কে স্যার। শর্মাটা হাতছাড়া হয়ে গেল।'

'যে পাখি উড়ে যায় তার জন্যে বোকারাই চিন্তা করে। আসল শিকারি যে সে গাছে বসা পাখির দিকে তাকায়। গুড নাইট।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে লোকাল টেলিফোনে ট্যুরিস্ট লজে ফোন করল প্রদীপ।

খোঁজ নিয়ে জানল লিসা হঠাৎই শিলিগুড়িতে চলে গিয়েছেন। সে মনে-মনে প্রার্থনা করল ভদ্রমহিলার যেন পথে কোনও দুর্ঘটনা না হয়।

দোকানেই পোশাক পরিবর্তন করাল সে সুজাতাকে। ক্লোক রুমে গিয়ে সেটা পরে আসার পর সুজাতাকে একদম অন্যরকম দেখাচ্ছিল। পুরোনো পোশাকটা দোকানদারকে দিয়ে প্রদীপ অনুরোধ করল হোটেলে পৌঁছে দিতে। তারপর সুজাতার বাজু ধরে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে-হাঁটতে প্রদীপ বলল, 'এরকম একজন বান্ধবী আমি খুব চাইতাম।'

'চাইতেন। এখন চান না।'

'না পেয়ে-পেয়ে চাওয়াটা ভুলে গিয়েছি।'

'আপনি মেয়েদের মন রেখে বেশ কথা বলতে পারেন।'

ঈশ্বরের দিব্যি, এই মুহূর্তে ওটা করছি না। তবে তোমার ব্যাপারে আমি বুঝতেই পারছ, নিরাসক্ত। এখনও পর্যন্ত দুর্নাম দিতে পারবে না আশা করি।'

'কারণটা জানতে পারি?'

'আমার মনে হয় তুমি মতিলালের বান্ধবী।'

'কীসে এটা মনে হল?'

'গতরাত্রে তুমি যে পোশাক এবং ভঙ্গিতে ওর বেডরুমের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলে সেটা স্বাভাবিক ছিল না। তাছাড়া থাপা ওর ঘরে ঢুকে কোন মেয়েলি পোশাক দেখেছিল তা জানি না।'

'না। আমি ওঁর প্রেমিকা নই। জামাইবাবু কারও সঙ্গে প্রেম করতে পারেন না। বলতে পারেন, গতকাল আমার মতিভ্রম হয়েছিল। হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল জামাইবাবুর বাড়ির কর্তৃত্ব আমি পেতে পারি। সেটা করতে গিয়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।' সুজাতা অকপটে বলল।

প্রদীপ আর কথা বাড়াল না। এতটা পথ তারা হাঁটল কিন্তু কোনও সন্দেহভাজন মানুষকে সে দেখতে পায়নি। কেউ তাদের অনুসরণ করছে বলে মনে হচ্ছিল না। সুজাতার হাত ধরে সে চুপচাপ হেঁটে ফিরছিল। কালকে তৃতীয় ফটোগ্রাফারের নাম জানাতে হবে। সেটা জানালে ভদ্রলোক আর ফিরে যেতে পারবেন না। এবং এইসব জানার জন্যে তাকেও ছেড়ে দেওয়া হবে না।

'কী ভাবছেন?' হঠাৎ সুজাতা জিজ্ঞাসা করল।

'অ্যাঁ। কিছু না।'

'আমি জানি আপনি আমাকে খুব খারাপ ভাবছেন।'

'আমি নিজে এত খারাপ যে অন্য কাউকে তার চেয়ে বেশি ভাবতে পারি না।'

ওরা ফিরে এল হোটেলে। দরজা খুলতেই ব্যাপারটা নজরে এল। সমস্ত জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড। কেউ যেন ঘরটাকে তছনছ করে খুঁজে গেছে কিছু। সুজাতা প্রদীপের দিকে তাকাল, 'আপনার পিস্তল? ওটা নিয়ে কি বেরিয়েছিলেন?'

'না। সঙ্গে নিয়ে শহরের রাস্তায় হাঁটা বোকামি। ওর কোনও লাইসেন্স নেই। পুলিশ যদি ওটা সমেত আমায় ধরে তাহলে আর দেখতে হবে না।' কথা বলতে-বলতে বাথরুমে ঢুকে গেল প্রদীপ। ফিরে এসে বলল, 'যারা কিছু বেআইনি ভাবে খুঁজতে আসে তারা কেন যে ভাবে জিনিসটা আইনসঙ্গতভাবে রেখে দেওয়া হবে! কী রকম বোকামি। তুমি

www.MurchOna.com

বসো, আমি একটা নালিশ জানিয়ে আসি।' প্রদীপ বেরিয়ে গেল।

রিসেপশনে পৌঁছানো মাত্র একজন পুলিশ অফিসারকে দেখতে পেল প্রদীপ। হোটেলে ঢুকছেন। সে কিছু বলার আগেই অফিসার রিসেপশনিস্টকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রদীপ গুরুং কত নম্বর রুমে আছে?'

প্রদীপ বলল, 'আমার নাম প্রদীপ গুরুং।'

'আচ্ছা!' লোকটা তাকে আপাদমস্তক দেখে নিল, 'এখানে কেন এসেছেন?'

'বেড়াতে। সেইসঙ্গে একটু কাজও ছিল।'

'কী কাজ?'

'মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে।'

লোকটা হকচকিয়ে গেল, 'আপনি মুখ্যমন্ত্রীকে চেনেন?'

'নিশ্চয়ই। শিলিগুড়িতে ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।'

'মুখ্যমন্ত্রী এখন দিল্লিতে।'

'জানি। সেই জন্যে অপেক্ষা করতে হচ্ছে।'

অফিসারকে একটু ইতস্তত করতে দেখা গেল, 'মিস্টার গুরুং, দার্জিলিং পুলিশ আপনার সম্পর্কে একটা খবর পাঠিয়েছে। আপনি বেআইনি অস্ত্র ক্যারি করছেন।'

'আপনি আমাকে এবং আমার ঘর সার্চ করতে পারেন।'

'বুঝতেই পারছেন, এটা আমার ডিউটির মধ্যে পড়ে।' ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। বেশ ভদ্রভাবে তিনি প্রদীপের দেহ তল্লাশি করলেন।

প্রদীপ হাসল, 'আপনি এখানে আছেন, খুব ভালো হল। আমি রিসেপশনে এসেছিলাম একটা কমপ্লেন করতে। আমরা যখন ছিলাম না তখন কেউ বা কারা এসে আমার ঘর লণ্ডভণ্ড করে গেছে। আমি এখনও বুঝতে পারছি না কিছু হারিয়েছি কি না।'

'সে কি? এরকম ঘটনা তো কখনও এখানে ঘটেনি।' রিসেপশনিস্ট বলে উঠল।

ওরা দুজনে এগিয়ে যেতে প্রদীপ সঙ্গ নিল। ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। নক করতে সুজাতা খুলল। ঘরে ঢুকে অফিসার বললেন, 'অদ্ভুত ব্যাপার! এখানে আপনার কোনও শত্রু আছে?'

'আমার জানত ছিল না।'

'আপনি যদি ডায়েরি করতে চান তাহলে আমার সঙ্গে থানায় আসতে পারেন।'

'যতক্ষণ কী হারিয়েছে বুঝতে না পারছি ততক্ষণ ডায়েরি করে কোনও লাভ নেই।'

'মিস্টার গুরুং, আপনি কি সত্যি মুখ্যমন্ত্রীর জন্যে অপেক্ষা করবেন?'

'সেইরকম ইচ্ছে আছে।'

'দার্জিলিং পুলিশ আমাকে যা জানিয়েছে তাতে আপনাকে আমি এখানে থাকতে দিতে পারি না। মুশকিল হল মুখ্যমন্ত্রীর নাম বলে আপনি বিপাকে ফেলে দিয়েছেন। ইনি আপনার স্ত্রী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনারা গত সপ্তাহে বিয়ে করেছেন শুনলাম?'

'খবরটা ঠিক পেয়েছেন। এবং খুব দ্রুত।'

'মানে?'

'এ খবর কারও জানার কথা নয়। দার্জিলিং-এর পুলিশ অফিসার থাপার তো নয়ই। আমি কিছুক্ষণ আগে দার্জিলিং-এর এক বন্ধুকে টেলিফোন করে খবরটা দিই। বন্ধু দেখছি এরই মধ্যে থাপার কাছে খবরটা পৌঁছে দিয়েছেন।'

'পুলিশকে এভাবেই দ্রুত কাজ করতে হয়। ঠিক আছে, আপনারা বিশ্রাম নিন। প্রয়োজন হলে আমি যোগাযোগ করব। ও হ্যাঁ, আপনি তাহলে ডায়েরি করবেন না?'

'আপাতত না।'

ওঁরা চলে গেলেন। সুজাতা বলল, 'আমি ভয়ে কাঁপছিলাম।'

'কেন?'

'হঠাৎ পুলিশকে এঘরে দেখে।'

ডিনারের অর্ডার দিল প্রদীপ। সেই সঙ্গে একটা ব্র্যান্ডির বোতল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ব্র্যান্ডি খাও?'

'না।'

'হুইস্কি?'

'আমি মদ খাই না।'

'আমি খেলে তোমার আপত্তি আছে?'

'আমার আপত্তি আপনি শুনবেন কেন?'

'ইনডাইরেক্ট কথা বলো না। আমার আজ রাত্রে ঘুম দরকার। ব্র্যান্ডি না খেলে ঘুম হবে না।'

'তাহলে তো চুকেই গেল। আমার পোশাক দোকান থেকে এসেছে কি?'

খোঁজ নিল প্রদীপ। না দোকান থেকে কোনও প্যাকেট পাঠায়নি। সুজাতা বিপাকে পড়ল। নতুন শালোয়ার কামিজ পরে রাত্রে শোওয়া অস্বস্তিকর। প্রদীপ বলল, 'এক কাজ করো। কিছুক্ষণ বাদে আমি বেঘোরে ঘুমাব। তখন জামাকাপড় ছেড়ে তুমি কম্বলের তলায় ঢুকে যেও। ভোরবেলায় উঠে আবার ওসব পরে নিও। এখন দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। লোকটা বোধহয় পাঠাতে ভুলে গিয়েছে।'

রাত বাড়ছিল, সেই সঙ্গে ঠান্ডাও। সুজাতার রাতের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। টেবিলে ব্র্যান্ডির বোতল নিয়ে বসেছিল প্রদীপ। এই মুহূর্তে ভাবনায় ডুবেছিল সে। ব্ল্যাক লেপার্ড নয়, একটি খুন হয়ে গেছে ওই বর্ডারে। একটি মানুষকে খুন করে তার সঙ্গিনী মহিলাকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওখান থেকে। এই খুনের ছবি বা সাক্ষি কেউ থাকুক তা ভদ্রলোকে চান না। ওই অবধি ঠিক আছে।

কিন্তু কয়েকটা প্রশ্ন আসছে পরপর। যে মানুষটা খুন হয়েছে সে এত জায়গা থাকতে ওই বর্ডারে একজন মহিলাকে নিয়ে কেন গিয়েছিল? মহিলার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? ওরা কীসে গিয়েছিল? যদি নিজস্ব কোনও ট্রান্সপোর্টে গিয়ে থাকে সেটা এখন কোথায়? যারা খুন করতে গিয়েছিল তারা কি জানত ওরা ওখানে যাবে? খুন করার সময় মেয়েটির ক্ষতি কেন করেনি? মৃত লোকটার শরীর কি পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছে? যদি যায় তাহলে কেন পুলিশ পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে কিছু দেখতে পায়নি? এইসব প্রশ্নের উত্তর তার জানা দরকার। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেই ভদ্রলোকের স্বার্থ।

www.MurchOna.com

মাথা ঝিমঝিম করছিল। একটু-একটু করে ভাবা আর সম্ভব হচ্ছিল না ব্র্যান্ডির প্রভাবে।

'আপনি কি ওখানে সারারাত বসে থাকবেন?' সুজাতার গলা ভেসে এল।

পাশ ফিরল প্রদীপ। মেয়েটা বসে আছে খাটের ওপর। সে বলল, 'কী অসুবিধে করছি?'

'আপনি না ঘুমানো পর্যন্ত আমি শুতে পারছি না।'

'কে নিষেধ করল?'

'আমাকে এই পোশাক ছাড়তে হবে।'

'ও। আমি তাকাচ্ছি না, তুমি আমার পেছনে গিয়ে যা ইচ্ছে তাই করো।'

'অসম্ভব। এভাবে পারা যায় না।'

'আশ্চর্য! তুমি পোশাক ছাড়ার পর আমার খাট থেকে পাঁচ ফুট দূরের একটা খাটে কম্বলের তলায় জন্মদিনের পোশাকে শুয়ে থাকতে পারবে অথচ—। আমি জেগে থাকলে তোমার লজ্জা আর ঘুমালে নয়? আমি যদি জোর দেখাই তাহলে তুমি বাধা দিতে পারবে?' প্রদীপ উঠে দাঁড়াল। 'ঠিক আছে, আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। দয়া করে যা করার তাড়াতাড়ি করে ফেলো।'

'না। আপনাকে কোথাও যেতে হবে না।' বলতে-বলতে ব্র্যান্ডির বোতলে চোখ পড়ল সুজাতার, 'ইস, এর মধ্যে কতখানি খেয়ে ফেলেছেন? কী করেছেন আপনি?'

'কেন? আমি কি মাতলামি করছি?'

'আপনি বসুন। বসুন বলছি।' সুজাতা এমনভাবে ধমকে উঠল যে প্রদীপ নিঃশব্দে বসে পড়ল।

'নিজেকে আপনি খুব সাধুপুরুষ বলে মনে করেন, তাই না?'

'এত বড় সম্মান লিটনও আমাকে দেবে না।'

'হ্যাঁ, করেন। নইলে কাল থেকে এমন ব্যবহার করছেন, যেন আমি পাঁচ বছরের মেয়ে।' সুজাতা রাগত গলায় বলল, 'আমাকে স্ত্রী সাজিয়ে আপনার লাভ হতে পারে কিন্তু আমার কোন উপকার হল? আপনি আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছেন আমার আপত্তি আছে কি না? আপনারা যা ইচ্ছে হচ্ছে তাই আমার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। আপনি আমাকে বাজে মেয়েছেলে ছাড়া কিছু মনে করেন না।'

'সুজাতা। তুমি কীরকম মেয়ে আমি জানি না। তবে না জেনে তুমিও একটা বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছ। আমি একটা কাজ নিয়ে এখানে এসেছিলাম। শর্ত ছিল কাজটা করতে পারলে যে টাকা পাব তা দিয়ে আমি দার্জিলিং-এর একটা অনাথ আশ্রমের শিশুদের উপকার করতে পারব। এখানে এসে ক্রমশ জানতে পারলাম আমাকে ভুল বোঝানো হয়েছে। আমাকে দিয়ে কয়েকটা খারাপ কাজ করিয়ে শেষপর্যন্ত আমাকেই সরিয়ে ফেলবে ওরা। এমন হতে পারে আমি আর গ্যাংটক থেকে ফিরে যেতে পারব না। অতএব, বুঝতেই পারছ, আমাকে এখন অনেক ভেবে পা ফেলতে হবে। শত্রুপক্ষ আমার চেয়ে অনেক শক্তিশালী।'

'আমি এ ব্যাপারে কোনও সাহায্য করতে পারি না?'

'জানি না। যদি প্রয়োজন হয় বলব।'

'আমরা যেভাবে এসেছিলাম সেইভাবে আজই এখান থেকে চলে গেলে কেমন হয়?'

'না। আমি কখনও হেরে পালাইনি। আমাকে শেষ দেখা দেখতে হবে।'

'বেশ। এটা করতে হলে রাত জেগে ব্র্যান্ডি খেয়ে কী লাভ?'

'তুমি বুঝবে না।' প্রদীপ আবার গ্লাসে ব্র্যান্ডি ঢালল।

সঙ্গে-সঙ্গে মুখের চেহারা বদলে গেল সুজাতার। কোনও কিছুর পরোয়া না করে সে পোশাক খুলতে লাগল। এতটা আশা করেনি প্রদীপ। একটার পর একটা পোশাক খুলে বিবস্ত্রা সুজাতা চলে গেল তার খাটের কাছে। প্রদীপের মনে হল তার দুটো চোখ যেন পুড়ে যাচ্ছে। পোশাক পরা অবস্থায় যাকে খুব সাধারণ মনে হয়েছিল পোশাক সরতেই সে যেন আগুনের শিখা হয়ে গেল। এমন রূপ সে কখনও দেখেনি।

সুজাতা এখন কম্বলের তলায়। মাত্র কয়েক ফুট দূরে বসে আছে প্রদীপ। ইচ্ছে করলেই সে পৌঁছে যেতে পারে আগুনের কাছে। প্রদীপ উঠে দাঁড়াল। ব্র্যান্ডির গ্লাসটাকে টেবিলে রাখল। পৃথিবীতে এখন একটুও শব্দ বাজছে না। অন্তত এই বন্ধ ঘরে সে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে।

প্রদীপ নিজের খাটে বসে জুতো খুলল। গরম জামাগুলো সরিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল খাটে। সঙ্গে-সঙ্গে তার অন্যরকম আরাম হল। ওই মেয়েটি কে যাকে কেন্দ্র করেই হয়তো হত্যাকাণ্ডটি ঘটে গেছে; এই প্রশ্নটি হঠাৎই সব ছাপিয়ে মাথায় ঢুকে পড়ল। এইরকম ভাবতেই তার স্নায়ু শিথিল হয়ে এল। ব্র্যান্ডির প্রভাবে এক গভীর ঘুমের ঢেউ তাকে গ্রাস করে নিচ্ছিল দ্রুত। এবং এইসময় তার কানে কান্নার শব্দ পৌঁছাল। নিস্তব্ধ রাত্রে খুব নিচু স্বরের কান্নাকেও এড়িয়ে থাকা যায় না। অনেক কষ্টে ঘুমের ঢেউকে সরিয়ে চোখ মেলল সে। তারপর পাশের বিছানার দিকে তাকাল। কান্নাটা আসছে কম্বলের নিচ থেকে। প্রদীপ কোনওমতে উঠল। সুজাতার খাটের একপাশে গিয়ে বসল সে, 'কী হয়েছে? কাঁদছ কেন?'

কান্নাটা একটু কমল, সামান্যই।

প্রদীপ বলল, 'তোমাকে অপমান করার কোনও ইচ্ছেই আমার ছিল না। আমি সেটা করিওনি।'

মুখ দেখা যাচ্ছে না, সুজাতার গলা শোনা গেল, 'আমি কাল কী করব? কোথায় যাব? আমার তো কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।' প্রদীপের মনে ঠিক কী প্রতিক্রিয়া হল সে বুঝতে পারল না। কম্বলের প্রান্ত ঈষৎ সরিয়ে সে হাত ঢুকিয়ে সুজাতাকে টেনে নিল কাছে।

তখনও ভোর হয়নি। সুজাতা বলল, 'আমি সঙ্গে যাব।'

প্রদীপ মাথা নাড়ল, 'সেটা ঠিক হবে না। আমি যে ঝুঁকি নেব তাতে তোমার থাকা ঠিক হবে না।'

'আমি তাহলে কী করব?'

'তুমি হোটেলে থাকো। যদি আজ সন্ধের মধ্যে আমি না ফিরে আসি তা হলে—' থেমে গেল প্রদীপ। সে কোথায় যেতে বলবে সুজাতাকে?

www.MurchOna.com

'তাহলে—?'

'কালিম্পং-এ চলে যেও। ওখানে আমার দিদি থাকে। ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি। আমার নাম করে বললে তুমি কিছুদিন ওদের ওখানে থাকতে পারবে।'

'আমি সঙ্গে গেলে কোনও উপকারে লাগব না?'

প্রদীপ তাকাল, 'এক কাজ করো। সাড়ে সাতটা নাগাদ হোটেলে থেকে বেরিয়ে বাস টার্মিনাসে চলে যাবে। এখান থেকে ট্যুরিস্ট বাস ছাড়ে। এভারেস্ট ট্যুরিজমের বাসের টিকিট কিনবে, যে বাস বর্ডারে যায়। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করে নেব। যদি দেখা না হয় তুমি ফিরে এসে আমার দেখা পাবে। ওরকম জায়গায় মোটরবাইকে কাউকে ক্যারি করতে চাইছি না আমি।' পকেট থেকে বেশ কিছু টাকা বের করে প্রদীপ টেবিলের ওপর রাখল। 'কেউ যদি আমার কথা জিজ্ঞাসা করে তাহলে বলবে আমি তিস্তা বাজারে গিয়েছি, বিকেলের মধ্যে ফিরে আসব। এলাম!'

'আমার খুব ভয় করছে।'

'কেন?'

'জানি না।'

'আমি কেমন বাইক চালাই তুমি দেখেছ। আমি একটা স্পট দেখতে যাচ্ছি। দেখা হয়ে গেলে চলে আসব। ভয়ের কোনও কারণ নেই!' প্রদীপ হাসল, 'তোমাকে এখন কিন্তু অন্যরকম লাগছে।' মাথা নিচু করল সুজাতা, 'আমার জীবনে কালকের রাতের মতো রাত আর কখনও আসেনি। কিন্তু নিজের কপালকে আমি জানি, পাওয়ার আগেই সব হারিয়ে যায়।'

হোটেলটা ঘুমন্ত। বাইরে বের হওয়ার সদর দরজা বন্ধ। দরজা খোলাতে গেলে ডাকাডাকি করতে হবে। নিশ্চয়ই কিচেনের দিকে বাইরে যাওয়ার আর-একটা দরজা আছে কিন্তু সেদিকে গেলে বাবুর্চিদের নজরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অনেক ট্যুরিস্ট ভোরবেলায় বেড়াতে যাওয়ার আগে চায়ের হুকুম করে। প্রদীপ আবার ঘরে ফিরে এল। গতকাল বাথরুমে গিয়ে সে লক্ষ করেছিল জানলায় কোনও আবডাল নেই। দুটো বড় পাল্লাই ওটাকে ঢেকে রাখে। নিঃশব্দে জানলা খুলল সে। ঝুঁকে নিচে তাকাতে রাস্তাটাকে দেখতে পেল। আধা-অন্ধকারে রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। কোনও মানুষ যে সেখানে নেই তা স্পষ্ট। হিমে ভেজা চারপাশ বড্ড স্যাঁতসেতে। সুজাতা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। নিচু গলায় প্রদীপ বলল, 'আমি নেমে গেলে জানলাটা বন্ধ করে দিও।'

'পিস্তলটা?'

'নিয়েছি।' ঘুরে দাঁড়াল প্রদীপ। তারপর মেয়েটাকে কাছে টেনে বেশ কিছুটা সময় ধরে ওর ঠোঁটের উত্তাপ নিল। সুজাতার সমস্ত শরীর যে কাঁপছে তা অনুভব করল প্রদীপ। কিছুক্ষণ জড়িয়ে থেকে সে আবার ঘুরে দাঁড়াল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছিল মেয়েটার মনে ভালোবাসা ঢুকে পড়েছে। কাল সকালে ও যেমন ছিল, এখন তেমন নেই। এক্ষেত্রে তার কিছু করার নেই।

জানলার বাইরে শরীর নিয়ে গিয়ে সন্তর্পণে পা রেখে-রেখে একসময় লাফিয়ে পড়তে হল তাকে। যে শব্দটা হল সেটা শোনার জন্যে কেউ জেগে বসে ছিল না। একটু উঁচু থেকে লাফানোর প্রথমে মনে হয়েছিল গোড়ালিতে চোট লেগেছে; পা ছুড়ে বুঝল

ঠিকই আছে। ওপরের দিকে তাকিয়ে সে তখনও সুজাতাকে দেখতে পেল জানলায়। ইশারায় বন্ধ করতে বলে সে হাঁটতে লাগল।

হোটেলের গেটের পাশে কয়েকটা গাড়ির পাশে তার বাইকটা দাঁড় করানো আছে। নিঃশব্দে সেটাকে রাস্তায় নিয়ে এল সে। তখনই মনে পড়ল তেল ভরা দরকার। এখন এই মুহূর্তে শহরের কোনও পাম্প খোলা থাকার কথা নয়। শহরের বাইরে কতদূরে পাম্প পাবে তাও জানা নেই। অতএব এখন পাম্পের সন্ধানে তাকে শহরে টহল দিতে হবে। কাজটা গতকাল সেরে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু ভাগ্য প্রতিকূল ছিল না। বাস টার্মিনাসের কাছাকাছি পাম্পটায় আলো জ্বলছিল। দুজন মানুষ এত ভোরেও গুলতানি করছিল সেখানে। এদের বোধহয় শীতবোধ নেই।

তেল ভরতে-ভরতে একজন রসিকতা করল, 'পক্ষীরাজ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

'রাজকন্যা খুঁজতে।' প্রদীপ জবাব দিল।

'নাম্বার প্লেট দার্জিলিং-এর দেখছি। বরফের ওপর বাইক চালানোর অভ্যেস আছে তো?' তেল ভরতে-ভরতে লোকটা জিজ্ঞাসা করল।

'নেই। করে নেব।'

'সামনে ঝুঁকে চালাবে না।'

দাম মিটিয়ে শহর ছাড়ল প্রদীপ। একবার ভাবল লিটনের খবর নেবে কি না। তারপর মত পালটাল। কাপুরের কিছু হলে লিটন এতক্ষণ চুপ করে বসে থাকার ছেলে নয়। মাঝরাতেও তেমন খবর থাকলে দিয়ে যেত।

এখন অন্ধকার কেটে যাচ্ছে দ্রুত। আকাশ পরিষ্কার। মনে হচ্ছে চমৎকার সূর্যের দিন আসছে একটা। যদিও এই ভোরে বাইক চালাতে বেশ কষ্ট হচ্ছে হাওয়ার দাপটে। আপাদমস্তক ঢাকা সত্ত্বেও ঠান্ডা যেন চুঁইয়ে ঢুকে পড়ছে। প্রদীপ স্পিড বাড়াচ্ছিল না। গতকাল যে ম্যাপটা দেখেছিল সেটাকে মনে করার চেষ্টা করছিল। রাস্তাটা এখন নেমে যাচ্ছে। চমৎকার পিচের মসৃণ রাস্তা। প্রদীপ এখন নিঃসন্দেহ কেউ তাকে অনুসরণ করছে না। এমন ফাঁকা পাহাড়ি রাস্তায় কেউ পেছনে এলে চট করে বোঝা যায়। মাঝে একটা ছোট্ট বসতি পড়ল। চায়ের দোকানে এর মধ্যে আগুন জ্বলছে। বাইকটাকে একপাশে দাঁড় করিয়ে সে দোকানের সামনে গেল, 'চা পাওয়া যাবে ভাই?'

বৃদ্ধ সিকিমিজ মানুষটি মাথা নাড়ল। চারপাশ সুনসান। রাস্তার ওপাশে পাহাড়। পেছনে গোটা দশেক কাঠের বাড়ি। সেখানে কেউ বিছানা ছেড়েছে বলে মনে হয় না।

প্রদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'এখান থেকে বর্ডার কত দূরে?'

'অনেক দূরে।' বৃদ্ধ জবাব দিল, 'আজ বর্ডারে কী আছে?'

'তার মানে? কিছু আছে নাকি?'

'আমি জানি না। একটু আগে যারা চা খেয়ে গেল তারাও জিজ্ঞাসা করছিল বর্ডারের কথা।'

প্রদীপ তাকাল, 'কতক্ষণ আগে?'

'এই তো।' তখনও না ধোওয়া গ্লাস দেখাল বৃদ্ধ। দুটো গ্লাস।

'ওরা কীসে এসেছিল?'

www.MurchOna.com

'জিপে।'

'এত ভোরে লোকে যায়?'

'খুব কম।'

চা খেল প্রদীপ। এখনও গ্যাংটক থেকে কোনও গাড়ি আসছে না। ট্যুরিস্ট বাসের আসার সময় হয়নি। লোকদুটো কারা? তার আগে যখন এপথ দিয়ে গিয়েছে তখন নিশ্চয়ই ওদের তাড়া আছে, নইলে অন্ধকার থাকতেই গ্যাংটক ছাড়ত না। পেছনে কেউ থাকলে তাকে মাপা যায় কিন্তু সামনে যে গেছে তার মতলব বোঝা মুশকিল। এমন হতে পারে ওরা আরও নির্জন কোনও পাহাড়ি বাঁকে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। সে সতর্ক হলেও কিছু করতে পারবে না ওরা যদি আচমকা আক্রমণ করে। পরমুহূর্তেই হাসি পেল। সে যে এই সাতসকালে হোটেল ছেড়ে বের হবে তা গতরাত্রে পাশে শুয়ে সুজাতাও জানত না। শত্রুপক্ষের আন্দাজ যত শক্তিশালী হোক, তারা অন্তর্যামী নয়। অতএব যারা গিয়েছে নিজেদের প্রয়োজনেই গিয়েছে।

আবার বাইক চালু করল সে। নিজের ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে অন্য কোনও শব্দ তার কানে ঢুকছিল না। এখন রাস্তা ঘন-ঘন বাঁক নিচ্ছে। আগের জিপটা কতদূরে আছে তা ঠাওর করা অসম্ভব। ঘণ্টা ছয়েক টানা চলে এল প্রদীপ। এর মধ্যে ছোটখাটো অনেকগুলো জনবসতি ছাড়িয়েছে কিন্তু কোথাও জিপটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেনি সে। ক্রমশ গাছপালার চেহারা বদলাতে শুরু করেছে। এবার রাস্তার পাশে মিলিটারিদের প্রতীকচিহ্নগুলো নজরে আসছে। অর্থাৎ বর্ডার খুব বেশিদূরে নেই।

খানিকটা এগোতেই বাঁ দিকে একটা রাস্তা নেমে যেতে দেখে দাঁড়াল সে। রাস্তার মোড়ে যেসব বোর্ড পোঁতা তাতে বোঝা যাচ্ছে এদিকে মিলিটারিদের কোনও ডেরা রয়েছে। বর্ডারের কাছাকাছি সেটা থাকা সম্ভব। তখনই তার খেয়াল হল, ট্যুরিস্ট বাসগুলোর মধ্যে যেগুলো বর্ডারের কাছাকাছি আসে তারা নিশ্চয়ই বিশেষ পারমিট সঙ্গে রাখে। নিশ্চয়ই পারমিট ছাড়া বিশেষ পয়েন্টের ওপাশে যাওয়া বেআইনি। তেমন হলে সে কী করবে?

বাইক চালাল প্রদীপ। আগের জিপের ভাগ্যে যা আছে তার ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই একই হবে। তবে বাধা পেলে অন্য রাস্তা ধরা ছাড়া কোনও উপায় নেই। ঠান্ডা বাড়ছে। ওপর দিকে উঠতে হচ্ছে তাকে। এবং তারপরেই রাস্তায় গুঁড়ি-গুঁড়ি তুষার দেখতে পেল সে। গতি কমিয়ে পেছন দিকে ওজন রেখে সে কিছুটা চলতেই সদ্য যাওয়া জিপের চাকার দাগ দেখতে পেল। তুষারের ওপর চমৎকার চিহ্ন রেখে গিয়েছে জিপটা। একটু-একটু করে তুষার ঘন হচ্ছে। আশেপাশের গাছের পাতা সাদা হয়ে এসেছে। গাছগুলোও ঘন নয়। জিপের দাগের ওপর চাকা রেখে বাইক চালাচ্ছিল প্রদীপ। স্লিপ খাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও চালাতে সুবিধে হচ্ছিল তাতে।

একসময় বরফে চারপাশ ছেয়ে গেল। আর সেই বরফের ওপর তিরতিরে নরম রোদ যখন এসে পড়ল তখন মনে হল স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তো সেটা এখানেই। খুব ধীরে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার স্পিডে চালাচ্ছিল প্রদীপ। অনেকক্ষণ কোনও মানুষ বা জনপদ তার চোখে পড়েনি। এসব অঞ্চলে পাহাড়ের গায়ে যে গ্রাম থাকা খুবই স্বাভাবিক তা সে জানে। কিন্তু চোখে কিছু পড়ছিল না। আরও আধঘণ্টা যাওয়ার পর প্রদীপ বাইক

থামাল। জিপটা সামনে এগোয়নি। চাকার দাগ হঠাৎ মূল পথ ছেড়ে উঠে গেছে ডান দিকে। সেই দাগটা স্পষ্ট। দুটো বড় গাছের ফাঁক দিয়ে যে পথ আছে তা বরফের আস্তরণ ভেদ করে বোঝা মুশকিল যদি না ড্রাইভারের জানা থাকে।

জিপের ড্রাইভার আর সরাসরি এগোতে চায়নি। কিন্তু ওই চোরা পথে যখন জিপ নিয়ে যাওয়ার সাহস দেখিয়েছে তখন বোঝাই যায় বাইক যেতে পারে। কিন্তু প্রদীপ সোজা এগিয়ে যাবে বলে ঠিক করল। ট্যুরিস্ট বাস ওই পথে কিছুতেই নামতে পারবে না। অতএব যে পথে বাসগুলো যাওয়া-আসা করে সেই পথে যাওয়াই ভালো। চেকপোস্ট এলে দেখা যাবে।

খানিকটা যেতেই প্রদীপ বুঝতে পারল খুব ভুল হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে গগলস আনা উচিত ছিল। এখন চারদিকের পৃথিবীটা কীরকম ধূসর সাদা। তার ওপর রোদ পড়ায় চোখে প্রতিফলন পড়ছে। এই রকম আলো বা বরফের দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। অনেক দূরে বরফের ওপর কিছু একটা দৌড়ে গেল। সেই কালো জন্তুটা আর যাই হোক ব্ল্যাক লেপার্ড নিশ্চয়ই নয়। ভদ্রলোক দারুণ গল্প ফেঁদেছিলেন। তার মতো ছেলেও সেই গল্প শুনে বিশ্বাস করে ফেলেছিল।

শেষপর্যন্ত একটা পুলিশ ফাঁড়ির সামনে পৌঁছে গেল সে। পাহাড়ের গায়ে বরফে ঢাকা পুলিশ ফাঁড়ির সামনে দুটো জিপ দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে কয়েক ঘর মানুষের বাস। মুদি এবং চায়ের দোকানে সদ্য ভোর হয়েছে যেন। বাইক থামিয়ে নেমে দাঁড়াল প্রদীপ। সম্ভবত এটাই সেই পুলিশ স্টেশন যেখানে বাস ড্রাইভার চন্দ্রনাথ খবরটা দিয়েছিল। আর সম্ভবত এই সেই পুলিশ স্টেশন যেখান থেকে খবরটা দার্জিলিং-এ পৌঁছে যায়। শেষের ব্যাপারটা তার অনুমান হতে পারে। হতে পারে ঘটনা অন্য। তবু সতর্ক হয়ে এগোল প্রদীপ।

কাঠের পুলিশ ফাঁড়ির সিঁড়িও বরফে ঢাকা। বারান্দায় উঠতে-উঠতে জামা এবং মাথা থেকে তুষার ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করছিল প্রদীপ। বারান্দায় কেউ নেই। প্রথম ঘরটার দরজায় দাঁড়িয়ে সে দেখতে পেল দুজন লোক ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালিয়ে কথা বলছে। এদের দেখে নিচের দিকের পুলিশ কর্মচারী বলে মনে হল। পায়ের আওয়াজ পেয়ে ওরা তাকাল। প্রদীপ হাসার চেষ্টা করল, 'গুড মর্নিং'।

সঙ্গে-সঙ্গে দুজন সোজা হয়ে দাঁড়াল। ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছিল ওরা ওপরতলার কোনও অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। প্রদীপ তৎক্ষণাৎ গলা মোটা করল, 'অফিসার ইনচার্জ কোথায়?'

'উনি খুব অসুস্থ। গতকাল বিকেলে গ্যাংটকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে স্যার।'

'কী হয়েছে?'

'জ্বর। ম্যালেরিয়াও হতে পারে। একবার আমার ভাই-এর ওইরকম কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছিল।' সঙ্গী তাকে ইশারা করল ফালতু কথা না বলতে।

'সেকেন্ড অফিসার?'

'নেই স্যার। আসলে আর একটু এগোলেই মিলিটারি বসে—।'

'বুঝতে পেরেছি।'

'বসুন স্যার। চা আনব? অ্যাই রাই, জলদি চা—।'

www.MurchOna.com

লোকটা বলামাত্র রাই ছুটল চা আনতে।

প্রদীপ বসল না। আজ এখানে এদের অচেনা উচ্চপদস্থ কারও আসার কথা আছে। কোনওরকম জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া যখন এরা তাকে সেই ভূমিকায় ভাবছে তখন এদের নিয়ে তার চিন্তা করার কিছু নেই। সে তাকাল। একটা কালো বেড়াল ফায়ার প্লেসের পাশে বসে আগুন পোয়াচ্ছে। প্রদীপ বলল, 'তুমি দেখছি বেশ স্মার্ট। গুড। ডেডবডিটা কোথায়?'

'ডেডবডি? কার ডেডবডি?'

'শোনো, আমাকে সত্যি কথা বললে তোমার প্রমোশন আটকাবে না।' লোকটা ঠোঁট চাটল। তারপর বলল, 'বড়বাবু নিষেধ করেছিল বলতে। তা হোক, বলছি। আমরা ওটাকে তুলে আনিনি। বরফ চাপা দিয়ে এসেছি।'

'সে কি? কেন?'

'স্যার, ডেডবডি আনা মানেই ঝামেলা। অনেক এনক্যুয়ারি করতে হয়। পাতার পর পাতা রিপোর্ট। তারপর বডি নিয়ে গ্যাংটকে যেতে হবে পোস্টমর্টেমের জন্যে।'

'অয়ারলেস না টেলিফোন, কী আছে?'

'দুটোই, তবে টেলিফোনের লাইন প্রায়ই খারাপ থাকে।'

'এখন কীরকম আছে?'

'ভালো।'

'বডিটা কোথায় চাপা দিয়েছ?'

'যেখানে মার্ডারটা হয়েছিল স্যার।'

পেছনে টাঙানো ম্যাপের দিকে তাকাল প্রদীপ, 'ঠিক কোন জায়গায়?'

লোকটা এগিয়ে গেল ম্যাপের দিকে। আঙুল তুলে জায়গাটা দেখাল। প্রদীপ লক্ষ করল এর মধ্যে ওই জায়গাটার নিচে দাগ দেওয়া আছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ওখান থেকে বর্ডার কতদূরে? কতক্ষণ লাগে যেতে?'

'স্যার, আধঘণ্টার পথ।'

এই সময় চা নিয়ে রাই ফিরে এল। টেবিলের ওপর রেখে বলল, 'স্যার চেয়ারে বসে খেয়ে নিন, এখানে যত গরমই হোক চট করে ঠান্ডা হয়ে যায়।'

প্রদীপ চেয়ারে বসল। সম্ভবত অফিসার ইনচার্জের চেয়ার এটা। তার বেশ মজা লাগছিল। চা আনামাত্র বেড়ালটা চলে এল পায়ের কাছে। কোনওরকম শব্দ না করে তাকিয়ে রইল গ্লাসের দিকে।

'স্যার বিস্কুট খাবেন?' রাই জিজ্ঞাসা করল।

প্রদীপ কিছু বলার আগেই দ্বিতীয়জন খিঁচিয়ে উঠল, 'তোর মাথায় কী বুদ্ধি! একেবারে আনতে পারলি না? যাই, আমি নিয়ে আসি।' লোকটা বেরিয়ে গেল। এবার রাই বলল, 'আমি স্যার আপনার থাকার ব্যবস্থা করি।'

লোকদুটো যেন সামনে থেকে চলে যেতে পারলে বাঁচে। গ্লাসটা হাতে ধরতেই উত্তাপে আরামবোধ হল। এইসময় বেড়ালটা ডেকে উঠল, 'ম্যাঁও।'

প্রদীপ বলল, 'এতো পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা। নাও, তুমি একটু গেল।' সে গ্লাসের চা মেঝেতে ঢালতেই বেড়ালটা চকচক করে চেটে নিল। প্রদীপ চা মুখে দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার চোখ আটকে গেল বেড়ালটার ওপরে। ছটফট করে গড়াগড়ি খাচ্ছে

বেড়ালটা। মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে। তারপর স্থির হয়ে গেল বেচারা।

প্রদীপ সোজা হয়ে বসল। মৃত বেড়ালটার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে সে চারপাশে তাকাল। এটা একটা পুলিশ স্টেশন। যে দুটো লোক এখানে ছিল তারা পুলিশ। কিন্তু স্যার-স্যার বলে সম্মান দেখিয়ে ওরা তাকে বিষ মেশানো চা খাওয়াতে চাইল কেন? যদি বেড়ালটা তাকে বিরক্ত না করত তা হলে এতক্ষণে তার অবস্থা ওর মতো হতো।

প্রদীপ উঠল। বেড়ালটাকে তুলে ফায়ারপ্লেসের কাছে নিয়ে গিয়ে এমন ভঙ্গিতে শুইয়ে দিল যাতে মনে হবে ও ঘুমাচ্ছে। তারপর আবার চেয়ারে এসে বসল। কী করবে সে এখন? এমন ভান করবে যে লোকগুলো ফিরে এসে ভাববে সে মৃত! কিন্তু তাহলে তো বেশিক্ষণ সেই অভিনয় করা যাবে না।

পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বারান্দা থেকে রাই তাকে দেখতে পেয়ে যেন অবাক হয়ে গেছে। বেশ হতভম্ব হয়েই লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল।

প্রদীপ তাকে ডাকল, 'কী হল? এসো?'

লোকটা ভূতগ্রস্তের মতো এগিয়ে এল।

'বিস্কুট পাওয়া গেছে?'

'হয়ে না, মানে, আনছি।'

'আরও দুটো গ্লাস নিয়ে এসো।'

'কেন? গ্লাস কেন?'

'এতখানি চা আমি একা খেতে পারব না। তোমরাও খাবে।'

'আমরা স্যার চা খেয়েছি।'

'তাতে কিছু হবে না। ঠান্ডায় বারংবার চা খাওয়া যায়।'

'না স্যার। খেলে আমার শরীর খারাপ হয়।'

এই সময় দ্বিতীয় লোকটি ফিরে এল। প্রদীপ তার দিকে গ্লাস এগিয়ে দিল, 'নাও চা খেয়ে নাও। আমার পেটটা ঠিক নেই।'

দ্বিতীয় লোকটা এগিয়ে আসছিল। প্রদীপ বাধা দিল না। লোকটা গ্লাস তুলে নিতে রাই ছটফট করে উঠল, 'খেয়ো না। খবরদার বলছি—।'

লোকটা অবাক হয়ে তাকাল।

প্রদীপ উঠে তার হাত থেকে গ্লাস কেড়ে নিল, 'খেলে তোমার অবস্থা ওই বেড়ালটার মতো হবে। এই গ্লাসের চা ও কিছুটা খেয়েছে।'

দ্বিতীয় লোকটা বিস্ফারিত চোখে বেড়ালটাকে দেখল। সে যেন কিছুই বুঝতে পারছিল না।

প্রদীপ গ্লাসটাকে চোখের সামনে ধরে বলল, 'আমাকে মারার জন্যে মিস্টার রাই এই গ্লাসে বিষ মিশিয়ে নিয়ে এসেছিল। তাই তো মিস্টার রাই?'

'আমি কিছু জানি না স্যার!'

'মিস্টার রাই জানে আমি কোনও সিনিয়ার পুলিশ অফিসার নই। তবু আমাকে স্যার-স্যার বলে খাতির করছে। তোমাকে ও কী বলেছিল?'

'বলেছিল একজন বড় অফিসার আসবে।' দ্বিতীয় লোকটির তখনও মাথা পরিষ্কার হয়নি।

www.MurchOna.com

'কখন বলেছিল?'

'আধঘণ্টা আগে। শহর থেকে টেলিফোন এসেছিল।'

'কে ধরেছিল?'

'ও স্যার।'

'তোমার কিছু বলার আছে রাই?'

'পরশুদিন যখন একটা ট্যুরিস্ট বাসের ড্রাইভার এসে এখানে মার্ডারের কথা রিপোর্ট করে তখন অফিসার ইনচার্জ ছিলেন?'

প্রদীপ রাই-এর দিকে এগিয়ে গেল।

'ছিলেন।'

'তিনি গিয়েছিলেন এনক্যুয়ারি করতে?'

'না। শরীর খারাপ বলে রাইকে পাঠিয়েছিলেন। আমিও সঙ্গে গিয়েছিলাম।' দ্বিতীয়জন বলল।

'তারপর?'

'ঝামেলা বাড়বে বলে ও ডেডবডি বরফ চাপা দেওয়ার প্রস্তাব দিল। আমি রাজি হয়ে গেলাম।'

এইসময় রাই যেন নার্ভ ফিরে পেল। আচমকা চিৎকার করে উঠল সে, 'এই মাথামোটা! কার কাছে এসব বলছিস? এই লোকটা পুলিশ নয়।'

প্রদীপ এগিয়ে গেল ঘরের আর এক কোণে যেখানে টেলিফোনটা রয়েছে। রিসিভার তুলে ডায়াল টোন শুনল। তারপর বলল, 'এখানে ফিরে যে প্রথম সুযোগেই তুমি গ্যাংটকে টেলিফোন করে খবরটা দিয়েছিলে রাই। কোন নম্বরে?'

'আমি কিছুই করিনি।'

টেলিফোনে ডায়াল করার ব্যবস্থা নেই। হঠাৎই অপারেটারের গলা শোনা গেল। প্রদীপ তাকে বলল, 'দার্জিলিং-এর লাইন চাই। জরুরি। পাওয়া যাবে?'

লোকটা বলল, 'চেষ্টা করছি। নাম্বারটা বলুন।'

প্রদীপ নাম্বার বলল। রিসিভার নামিয়ে রেখে প্রদীপ বলল, 'গ্যাংটকে তুমি যার সঙ্গে কথা বলেছ আমি তার বসের সঙ্গে কথা বলছি।'

'আমি কিছু জানি না।'

'তুমি সব জানবে।'

'আমি কাউকে ফোন করিনি।'

'তাহলে কেউ এখানে ফোন করেছিল?'

'একজন জানতে চেয়েছিল মার্ডারের ব্যাপারে কোনও রিপোর্ট কেউ করেছে কি না।'

'তুমি জানিয়ে দিয়েছিলে। এবং সে বলেছিল ডেডবডিটা হাপিস করে দিতে।' প্রদীপ কথা শেষ করা মাত্র রিঙ হল। অপারেটার বলল, 'দার্জিলিং লাইনে আছে কথা বলুন।'

একটু গলা তুলে প্রদীপ বলল, 'হ্যালো!'

ওপাশ থেকে ক্ষীণ আওয়াজ এল, 'ইয়েস। হু ইজ স্পিকিং?'

'প্রদীপ।'

'তুমি কোথায়?'

'বর্ডারের কাছাকাছি পুলিশ স্টেশনে। মনে হচ্ছে আপনার তিন নম্বর ফটোগ্রাফারকে আজই পেয়ে যাব। এখন আপনার প্রতিশ্রুতি মতো টাকাটা রেডি করুন।'

'টাকার জন্যে চিন্তা করো না। দার্জিলিং-এ ফিরে এলেই তুমি পেয়ে যাবে।'

দার্জিলিং-এ তুমি আমাকে কখনওই ফিরতে দেবে না। মনে-মনে বলল প্রদীপ।

'কিন্তু এই পুলিশ স্টেশনের একটি লোক যার নাম রাই, তাকে নিয়ে সমস্যা হচ্ছে।'

'কী রকম?'

'লোকটা বলছে এখানে ব্ল্যাক লেপার্ড কোনওকালে ছিল না। সেদিন ওই স্পটে একটা খুন হয়েছে। ড্রাইভার নাকি সেইরকম রিপোর্ট করেছিল।'

'কে বলেছে? কী নাম বললে?'

'রাই।'

'খুন নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তুমি তিন নম্বরকে বের করে সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে রিপোর্ট করো।' লাইনটা কেটে গেল অথবা কেটে দিলেন ভদ্রলোক।

রিসিভার নামিয়ে প্রদীপ হাসল, 'তাহলে মিস্টার রাই, এখন কী করবে?'

'আমি কিছু জানি না।'

'কিন্তু ওরা জানবে। আমার ফোন রেখেই গ্যাংটকে অর্ডার যাবে তোমাকে সরিয়ে ফেলার। যারা তোমাকে আমার এখানে আসার খবর দিয়ে বিষ মেশাতে বলেছিল তারাই তোমাকে সরাতে আসবে। পুলিশে চাকরি করে তুমি বেশ আরামে ছিলে, হঠাৎ কোন লোভের ভূত তোমার মাথায় চেপেছিল?'

প্রদীপের বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যে লোকটা নিজেকে সামলাতে পারল না। একটা চেয়ারে বসে পড়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

প্রদীপ অন্য লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এসব জানো?'

লোকটা মাথা নাড়ল পুতুলের মতো, না।

প্রদীপ এগিয়ে গেল, 'এখনও যদি বাঁচার ইচ্ছে থাকে তাহলে সত্যি কথা বলো রাই।'

লোকটা চোখ মুছল। শ্বাস টানল। তারপর বলল, 'আমি ট্রান্সফার চেয়েছিলাম। এই বরফের মধ্যে পড়ে থাকতে আমি আর পারছিলাম না। ওরা আমাকে কথা দিয়েছিল। একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে খুঁজতে এসেছিল ওরা। বলেছিল কোনও খবর পেলেই যেন গ্যাংটকে জানিয়ে দিই। ওদের অ্যারেস্ট করা চলবে না, ভুল বুঝিয়ে ধরে রাখতে হবে। তার জন্যে টাকা তো দেবেই, বদলিও করাবে।'

'তারপর?'

'ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। ওরা সব পারে!' আবার ককিয়ে উঠল লোকটা।

'তুমি এখনও মরোনি!'

'কেন আপনি আমার নামে মিথ্যে কথা বললেন?'

'তুমি একটু আগে আমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলে, তাই না?'

www.MurchOna.com

'আমাকে ওরা টেলিফোনে সেই হুকুম করেছিল।'

'কে করেছিল?'

'লোকটার নাম আমি জানি না।'

'কোত্থেকে করেছিল?'

'বোধহয় গ্যাংটক থেকে। অন্য একটা গলায় পেট্রলের দাম চাইতে শুনেছিলাম।'

তার মানে সেই পাম্প থেকে যেখানে সে তেল নিয়েছিল। ওদের নেটওয়ার্ক বেশ মজবুত।

'বডিটাকে সরিয়েছ?'

'না। এখনও পারিনি। একা পারা যায় না।'

'তোমার এই বন্ধুটিকে সঙ্গে নিলে পারতে।'

'তাহলে ওকে সব বলতে হতো।'

'কত টাকা পেয়েছ এর মধ্যে?'

'বিশ্বাস করুন, একটা টাকাও আমি পাইনি।' লোকটা কথা বলছিল আর চমকে বাইরের দিকে তাকাচ্ছিল। প্রদীপ বলল, 'শোনো রাই, আমি নিশ্চিত তোমার জন্যে ওরা রওনা হয়ে গেছে। হয়তো আমার জন্যেও। তুমি এখনই এখান থেকে পালাও।'

'কোথায় যাব? চারপাশে বরফ।'

'যেখানে হোক গিয়ে লুকিয়ে থাকো। দুপুরে ট্যুরিস্ট বাসগুলো এলে তাতে উঠে বসো।'

'ট্যুরিস্ট বাস এখান থেকে প্যাসেঞ্জার তোলে না।'

'তুমি পুলিশ, তোমাকে তুলবে।'

'কিন্তু পারমিশন ছাড়া ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়া নিষেধ।'

'তাহলে তোমার প্রাণ শরীর ছেড়ে যাবে।'

এবার অন্য লোকটি কথা বলল, 'রাই, যা হওয়ার তা হয়েছে। তুই এক নম্বর গুহায় গিয়ে লুকিয়ে থাক। ওরা তোকে খুঁজে পাবে না।'

রাই ছুটল। কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা ব্যাগ আর দুটো কম্বল নিয়ে হাজির হল সে।

প্রদীপ জিগ্যেস করল, 'এক নম্বর গুহাটা কত দূরে?'

'এখান থেকে মিনিট চল্লিশ হাঁটতে হয়। ডান দিকের সরু পথ ধরে পাহাড়ের ওপরে।'

'গাড়ি যায় না?'

'একটা জিপ কাছাকাছি যেতে পারে উলটো দিক দিয়ে। আমি অনেকদিন যাইনি ওখানে। তুই গিয়েছিস?'

অন্য লোকটি মাথা নাড়ল, 'না। তবে কোনও মানুষ তো ওখানে যাবে না।'

'চলো, তোমাকে আমি এগিয়ে দিচ্ছি।' যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়ায় প্রদীপ। অন্য লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি এখন একা থাকবে। ওরা এসে তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে তুমি কী বলবে?'

লোকটি বিপদে পড়ল। মাথা নেড়ে বলল, 'বলব আমি কিছু জানি না।'

‘ওরা বিশ্বাস করবে না। তোমার ওপর এমন চাপ দেবে, সে সত্যি কথা বলতে বাধ্য হবে। তুমি যদি তোমায় সহকর্মীকে বাঁচাতে চাও তাহলে অন্য কথা বলতে হবে।’

‘বলুন।’

‘বলবে আমি এখানে আসার পর ওর সঙ্গে ঝামেলা হয়। আমি পিস্তল দেখিয়ে তোমাদের ভয় দেখাই। তারপর কোথাও ফোন করি। সেই সুযোগে আমার হাত থেকে বাঁচার জন্যে ও পালায়। কোথায় পালিয়ে গেছে তা তুমি জানো না।’

‘আপনার কথা যদি জিজ্ঞাসা করে?’

‘করবেই। বলবে আমি বাইক নিয়ে বর্ডারের দিকে চলে গেছি। ওরা যাই বলুক এর বেশি তুমি কিছু জানো না। এর বেশি কথা বললে ওরা তোমাকেও ছাড়বে না।’

বাইরে বেরিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল প্রদীপ। ওরা কতটা পেছনে আছে বলা যাচ্ছে না। কিন্তু তৃতীয় ফটোগ্রাফারকে পাওয়ার আগেই ওরা তাকে সরিয়ে ফেলতে চাইল কেন? হঠাৎ মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল ওর। কাপুর এবং লিটনের অস্তিত্ব কি ওরা টের পেয়ে গেছে? লিটনকে অনুসরণ করে ওরা যদি সানশাইন হোটেলে পৌঁছায় তাহলে কাপুরকে খুঁজে বের করতে অসুবিধে হবে না। কাপুর সম্পর্কে লিটনের কৌতূহলই ওদের কাছে তৃতীয় ফটোগ্রাফারের হদিশ পাইয়ে দেবে। নিজের আঙুল কামড়াতে ইচ্ছে করছিল প্রদীপের। ইচ্ছে হচ্ছিল আবার ভেতরে ঢুকে টেলিফোনে সানশাইন হোটেলে খোঁজ নেয় লিটন কেমন আছে। এই সময় রাই বলে উঠল, ‘স্যার!’

লোকটার দিকে তাকাল প্রদীপ। জলে ভেজা বেড়ালের মতো অবস্থা। আর দেরি করলে সে দুজনের বিপদ ডেকে আনবে। বাইক চালু করে সে বলল, ‘পেছনে বসো। যদি কোনও বদ মতলব থাকে তাহলে জেনো আমি তোমাকে নিয়ে মরব।’

‘না স্যার! আমি বাঁচতে চাই, সত্যি বলছি।’

‘উঠে বসো। কোন দিক দিয়ে যেতে হবে বলে দাও।’

রাই-এর দেখানো পথে বাইক চালানো প্রদীপ। কিছুটা নামার পর গাড়ি যাওয়ার পথ ছেড়ে সরু পথ দিয়ে বাইক চালাতে লাগল সে। এত নরম তুষার রাস্তায় ছড়িয়ে যে বাইকে গতি তোলা যাচ্ছিল। ইঞ্জিন আওয়াজ করছিল বিশ্রীভাবে। অনেকটা ওঠার পর যখন নিচের রাস্তা অদৃশ্য তখন বাইক দাঁড় করালো প্রদীপ। লোকটা বসে আছে পেছনে পুতুলের মতো। সে জিজ্ঞাসা করল, ‘লাশটাকে কোথায় ঢেকে রেখেছ?’

‘নিচের রাস্তায় স্যার। এখান থেকে কিছুটা এগিয়ে রাস্তার ডান দিকে তিনটে বড় ন্যাড়া গাছ পাশাপাশি আছে। দেখলে মনে হবে তিন ভাই। তার পেছনে।’

‘মার্ডারটা কোথায় হয়েছিল?

‘ওখানেই।’

‘এখান থেকে ওখানে পৌঁছবার কোনও শর্টকাট রাস্তা আছে?’

‘আরও একটু এগোলে সোজা নিচে নেমে যেতে পারবেন। তবে বাইক যাবে না।’

‘এক নম্বর গুহা আর কতদূরে?’

‘এই পাহাড়ের ওপাশে। একটু এগোলেই দেখা যাবে।’

আবার বাইক চালাল প্রদীপ। তুষারে চাকা আটকে যাচ্ছে। কোনওমতে মিনিট

www.MurchOna.com

দশেক যাওয়ার পরে রাই বলল, ‘এখানে আমাকে নামিয়ে দিন স্যার।’

বাইক থামিয়ে প্রদীপ জিজ্ঞাসা করল, ‘গুহাটা কোথায়?

আঙুল তুলে উঁচুতে দেখাল রাই। ‘সোজা ওপরে উঠে যেতে হবে। বরফ ভেঙে ওঠা খুব মুশকিল। তারপর খানিকটা উত্তরে গেলে গুহাটাকে দেখা যাবে।’

‘ঠিক আছে। তুমি ওখানে অপেক্ষা করো। টুরিস্ট বাস কখন এখানে আসে?’

‘দুপুর একটা নাগাদ। ফিরে যায় আধঘণ্টা পরে।’

‘কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই নিচের রাস্তা দিয়ে যায়।’

‘হ্যাঁ স্যার। ওপাশ থেকে নামলে রাস্তাটা কাছে পড়বে।’

‘তা হলে ওই বাস ধরার চেষ্টা করে বাস গ্যাংটকে ঢোকার আগেই নেমে পড়বে। কখনওই গ্যাংটকের স্ট্যান্ডে নেমো না।’

‘না স্যার। আমার বাড়ি শহরে ঢোকার আগেই।’

‘ঠিক আছে। তবে দয়া করে আজ নিজের বাড়িতে যেও না। যাও।’

রাই নেমে গেল। হাত তুলে মাথায় ঠেকিয়ে সে বরফ ভেঙে পাহাড়ে উঠতে লাগল। যেহেতু রাস্তা থেকে এ জায়গাটা দেখা যায় না তাই সে নিশ্চিত ছিল।

বাইক চালিয়ে আর মাত্র দেড়শো গজ যেতে পারল প্রদীপ। বরফে এখন চাকা ঢেকে যাচ্ছে। নেমে পড়ে চারপাশে তাকাল। তার নজর পড়ল পিছনে। কাঁচা বরফে বাইকের চাকা চমৎকার দাগ রেখে উঠে এসেছে। সে দৌড়ে অনেকটা নিচে নেমে এল বাইক রেখে। তারপর পা দিয়ে দাগ মুছতে লাগল যতটা সম্ভব। আর আধঘণ্টা সময় পেলে নতুন পড়া তুষার এই মোছার দাগটাও ঢেকে দেবে। মুছতে-মুছতে বাইকের কাছে পৌঁছে সে নিশ্বাস ফেলতে লাগল দ্রুত। এখন একেবারে ন্যাড়া পাহাড়ে সাদা বরফের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে। অল্প দূরত্ব থেকেই শত্রুপক্ষ তাকে দেখতে পারে। দূরপাল্লার অস্ত্রে তাকে টার্গেট করতে একটুও অসুবিধে হবে না। প্রদীপ চারপাশে তাকাল। এই বাইক নিয়ে নিচে আসা অসম্ভব। আবার এটাকে এভাবে ফেলে রাখাও যায় না। সূর্যের আলো পড়লে অনেকদূর থেকেও লোকে চকচকে জিনিসটা দেখতে পাবে। সে বাইকটাকে টেনে আরও একটু এগোতে চেষ্টা করল। এবং তারপরেই পাহাড়ের খাঁজটা চোখে পড়ল। ওই খাঁজে এতবড় বাইকটা খুব ভালোভাবে ঢুকে যাবে। এখানে এসে উঁকি না মারলে কারও চোখে পড়বে না। বাইকটাকে আড়ালে ঢুকিয়ে প্রদীপ চাকার দাগ মুছতে লাগল। চেপে-চেপে বরফ সমান করা বেশ পরিশ্রমের কাজ।

মোটামুটি সন্তুষ্ট হয়ে সে ওপরে তাকাল। রাই-এর শরীরটা এখন একটা আরশোলার মতো দেখাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে লোকটা। একটা সাধারণ মানুষ হঠাৎ লোভে পড়ে যখন কিছু অন্যায় করে ফেলে তখন তার মাথা ঠিকঠাক কাজ করে না। রাই তাই করেছিল। আইনের চোখে ও অন্যায় করেছে। এমন সরকারি কর্মচারীর শাস্তি হওয়া দরকার। কিন্তু সেই শাস্তি দেবে সরকার। কয়েকটা ভাড়াটে খুনি নয়। নিচের রাস্তা কতটা নিচে না নামলে জানা যাবে না। বাইক লুকোনোর জায়গাটা ভালো করে লক্ষ করল সে। পাথরের একটা ফালিকে বেখাপ্পা লাগছে তীক্ষ্ণ ভাবে উঁচিয়ে থাকায়। ওটাই দিক দেখাবে। নিচের রাস্তা থেকে উঠে আসার সময় অনেকটা পথ বাইকের চিহ্ন থেকে গেছে। সে যেখান থেকে মুছতে শুরু করেছিল সেখানে এসে অনুসরণকারীরা

ধাঁধায় পড়বে। অবশ্য এই অবধি আসতে ওদের সে সময় লাগবে তার মধ্যে নতুন পড়া তুষার বাইকের চাকার দাগ মুছে ফেলবে বলে ওর বিশ্বাস হল।

ধীরে-ধীরে প্রদীপ নামতে শুরু করল। পাহাড় বরফ না থাকলে ওঠা যত সহজ নামা তার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন। সমস্ত শরীর ব্যবহার করতে হচ্ছিল প্রদীপকে। সামান্য অমনোযোগী হলেই পা পিছলে কয়েকশো গজ নিচে পড়ে যাবে সে। সে যেখান দিয়ে নামছে তার দুপাশে পাহাড়ের আড়াল। শুধু দূরের ভ্যালিতে না দাঁড়ালে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। আধঘণ্টার প্রতিটি সেকেন্ড টানটান হয়ে নেমে প্রদীপ জিরোতে চাইল। নিচে, শ-দুয়েক গজ নিচে রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ আকাশে এক ঝাঁক মেঘ উড়ে আসায় ছায়া নামল বরফের ওপর। প্রদীপ শরীরটাকে একটা ন্যাড়া গাছের গুঁড়িতে আটকে চারপাশে দেখতে লাগল। মাথার ওপর মেঘ জমছে। রোদ আর কোথাও নেই। রাস্তাটা ফাঁকা। হঠাৎ পাহাড়টা যেন কেঁপে উঠল। গুলি ছোড়ার শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল পাহাড়ে-পাহাড়ে।

প্রদীপ তাকাল। তার আশেপাশে কেউ গুলি ছোড়েনি এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। কিন্তু গুলির শব্দ বলে দিচ্ছে এই পাহাড়ে সে এবং রাই ছাড়া অন্তত তৃতীয় কোনও ব্যক্তি রয়েছে। মিনিট পাঁচেক চুপচাপ পড়ে রইল সে। দ্বিতীয়বার কেউ গুলি ছুড়ল না। একেবারে অকারণে কোনও মানুষ গুলি ছুড়লে তাকে পাগল বলা যায়। সেরকম কোনও মানুষ এখানে আছে বলে বিশ্বাস হয় না। প্রদীপ নিজের পিস্তলটাকে স্পর্শ করল। ভাগ্যিস সুজাতা এটাকে নিয়ে মতিলালের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছিল। তার মনে হল, সুজাতা মেয়েটা বড্ড নরম। ও এত নরম না হলেই ভালো হতো।

চওড়া রাস্তা থেকে যখন প্রদীপ কয়েক হাত ওপরে ঠিক তখনই ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেল। একটা গাড়ি উঠে আসছে। বাঁ-দিকের মুখে এলেই গাড়ির আরোহীরা তাকে দেখতে পাবে। চকিতে চারপাশে তাকিয়ে নিল সে। তারপর যতটা সম্ভব দ্রুত গেল বরফের উঁচু ঢিপির পিছনে। সম্ভবত এখানে একটা বড় পাথর ছিল, তাকে ঘিরে বরফ মাথা তুলেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জিপটাকে দেখতে পেল সে। খুব শ্লথগতিতে উঠে আসছে জিপটা। ড্রাইভার ছাড়া আরও তিনজন আরোহী রয়েছে বলে মনে হল। জিপের ছাদে তুষার পড়েছে। কিন্তু সামনের কাচ আড়াল করেনি। জিপটা ধীরে-ধীরে তার সামনে চলে এল। এক ঝলকের জন্যে সে দুটো অস্ত্র দেখতে পেল। পেছনের লোকদুটো সেগুলো সতর্ক হাতে ধরে আসে। সীমান্তের এত কাছে এইসব অস্ত্রধারীরা কী সাহসে আসতে পারে তা ঈশ্বর জানেন। জিপটা উঠে গেল ওপরে।

প্রদীপ নিঃসন্দেহ ওর খোঁজে এরা এসেছে। হয়তো পুলিশ ফাঁড়ির সেপাইটার কথা এরা বিশ্বাস করেছে। পরক্ষণেই গুলির আওয়াজটা মনে পড়ল। এরা কি লোকটাকে গুলি করে এল? অসম্ভব বলে এখন কোনও কিছুই ভাবতে পারছে না সে।

এখন কী করা যায়? তাকে যেতে হবে ওপরে যতক্ষণ না তিনটে গাছকে পাশাপাশি দেখতে না পাচ্ছে। জিপটা এগিয়ে গেছে ওই পথে। যদি ওরা কোথাও থেমে গিয়ে অপেক্ষাতে থাকে তা হলে সে বুঝতেও পারবে না। খানিকটা দোনামনা করে রাস্তায় নামল প্রদীপ। তার প্যান্ট এখন প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ভিজে সপসপ করছে। জুতো চেপে

www.MurchOna.com

বসেছে পায়ে। অথচ এগুলো খুলে ফেললে এক মিনিটও হাঁটতে পারবে না সে।

পাহাড়ের ধার ঘেঁষে ওপরে উঠতে লাগল প্রদীপ। এতে সুবিধে হল। পায়ের তলায় সদ্য জমা তুষার অনেক কম। সেগুলো বেশি পরিমাণে পড়েছে খোলা রাস্তায়। দ্বিতীয়ত সরাসরি শত্রুপক্ষের মুখোমুখি পড়তে হবে না তাকে। অবশ্য সোজা যদি ওরা চলে আসে তাহলে পালাবার কোনও পথ খোলা নেই।

কিছুক্ষণ এভাবে হাঁটার পর প্রদীপ বুঝতে পারল ঝুঁকিটা বড্ড বেশি নেওয়া হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু করার নেই। পাহাড়ের গা বেয়ে এই বরফে হাঁটা অসম্ভব ব্যাপার। শত্রুপক্ষ জানে সে বাইক চেপে এসেছে। নিশ্চয়ই বাইকের শব্দ শুনতে চাইবে ওরা। এভাবে হেঁটে যাওয়ার কথা কি ভাববে?

ওপরে ওঠার সময় রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিচ্ছে সেখানে পৌঁছে উঁকি মারতেই স্থির হয়ে গেল প্রদীপ। জিপটা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ধারে, গাছের গা ঘেঁষে। দুজন লোক জিপের পাশে দাঁড়িয়ে। একজন সিগারেট খাচ্ছে। অন্যজন অস্ত্র হাতে সতর্ক। বাকি দুজনকে দেখা যাচ্ছে না।

এখন আর এগিয়ে যাওয়া যাবে না। ওরা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। কেন বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো কোনও ফাঁদ পাতছে তার জন্যে। জিপ থেকে সে মাত্র কুড়ি-পঁচিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে। নিচ থেকে আর-একটা গাড়ি এই সময় উঠে এলে তাকে সহজেই দেখতে পাবে। সিগারেটটা গাছের দিকে ছুড়ে দিয়ে লোকটা কিছু বলতেই অস্ত্রধারী মাথা নাড়ল। কিন্তু নড়ল না। এখন কোনওরকম দুঃসাহস দেখানো বোকামি। প্রদীপ ওপরের দিকে তাকাল। কোনওভাবেই ওদের ডিঙিয়ে যাওয়া যাবে না।

এইসময় অন্য দুজনকে ওপর থেকে ফিরে আসতে দেখল প্রদীপ। একজনের হাতে অস্ত্র। ওরা কাছে আসার আগেই ওপরের পাহাড়ে জোর আওয়াজ উঠল। অনেকগুলো গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ। লোকগুলো নিজেদের মধ্যে দ্রুত কথা বলে নিল। একটা লোক দুটো অস্ত্র নিয়ে ছুটে গেল খানিকটা দূরে। বরফ সরিয়ে সেখানে অস্ত্র রেখে আবার বরফ চাপা দিয়ে দাগগুলো ঢাকতে লাগল। অন্য তিনজন তাকে দ্রুত কাজ সারতে বলছে। এবং সেইসময় ওপরের পাহাড়ে গাড়িগুলোর আওয়াজ আরও স্পষ্ট হল। একটা লোক জিপের বনেট খুলে ঝুঁকে পড়ল। প্রদীপের মনে হল লোকটা ইচ্ছে করে গাড়ির একটা তার খুলে ফেলল?

এবার মিলিটারি কনভয়টাকে দেখা গেল। একটার পর একটা মিলিটারি গাড়ি নেমে আসছে। প্রথম গাড়িটা জিপের পাশে পৌঁছেই থেমে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে পিছনের গাড়িগুলোও। প্রথম গাড়ি থেকে কয়েকজন সৈন্য নিচে নেমে ওদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। ওরা জিপের ইঞ্জিন দেখাচ্ছে। প্রদীপ অনুমান করল ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করছে সৈন্যরা। ওরা নিশ্চয়ই জিপ খারাপের অজুহাত দিচ্ছে।

প্রদীপ পেছনে হাঁটতে লাগল। মোড়টা পার হতেই মিলিটারিরা যে তাকে দেখতে পেয়ে যাবে এটা খেয়াল করেনি এতক্ষণ, সে দ্রুত পাহাড়ের ওপর উঠতে চেষ্টা করল। পাথরের খাঁজের ওপর নরম বরফে পা ঢুকে যাচ্ছে। কোনওমতে শরীরটাকে টেনে তুলতে লাগল সে। তারপর উঁচু হয়ে এগিয়ে যেতে লাগল সামনে। এখন নিচ থেকে কেউ ওপরে মুখ না তুললে তাকে দেখতে পাবে না।

মাথা নিচু করে বসে রইল
একটু বাদেই মিলিটারি কনভয়টা নিচে নেমে গেল। প্রদীপ। তারপর আর-একটু এগিয়ে গেল। এখন সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে চারজনকে। যে লোকটা অস্ত্র দুটো বরফের নিচে লুকিয়ে এসেছিল সে ওগুলো ফিরিয়ে আনল। এই নিয়ে নিজেরা বেশ হাসাহাসি করল। সম্ভবত মিলিটারিদের বোকা বানানোর আনন্দে। ওদের একজন ঘড়ি দেখে কী বলতেই এবার জিপে উঠে বসল সবাই। জিপটা উঠে গেল ওপরে। মিনিট তিনেক বাদে অনেক দূরের রাস্তায় জিপটাকে দেখতে পেল। যদি পথে কাউকে নামিয়ে দিয়ে না যায় তাহলে আপাতত কোনও বিপদ নেই।

নামতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল। শেষ ধাপে ব্যালেন্স না রাখতে পেরে প্রায় আছাড় খেয়ে রাস্তায় পড়ল প্রদীপ। কনুই এবং হাঁটুতে বেশ চোট খেল সে। উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল। ফিরে যেতে হলে তাকে বাইকটার কাছে পৌঁছাতে হবে। ততক্ষণ শরীরটাকে যে করেই হোক নিটোল রাখা দরকার। পিস্তলটা ভালো করে দেখে হাতে নিয়ে ও এগোতে লাগল। জিপটায় এই মুহূর্তে কোনও আরোহী আছে কি না এতদূর থেকে দেখতে পায়নি সে। অতএব বিপদ যে-কোনও সময় ঘটতে পারে।

শেষপর্যন্ত তিনটে নিষ্পত্র গাছকে পাশাপাশি নিবিড়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল সে। তিনটে গাছ। লোকটা বলেছিল তিন ভাই। কিন্তু প্রদীপের মনে হল তিন নিঃসঙ্গ বুড়ি। রাস্তাটা এখানে ঘোড়ার নালের মতো বাঁক নিয়েছে। গাছদুটো তার ঠিক মাঝখানে। এখানে এসেই ট্যুরিস্টবাসের যাত্রীরা হত্যাকাণ্ড দেখেছিল। তিন ফটোগ্রাফার এখানেই ছবি তুলতে পেরেছিল। ব্যাপারটা সঠিক কি না বোঝা যাবে নিহত লোকটির মৃতদেহ গাছের পাশে খুঁজে পেলে। কিন্তু গাছটা যদি মঞ্চ হয় তাহলে ছবি তোলার পক্ষে যুৎসই।

প্রদীপ রাস্তা ছেড়ে পাশের একটু সমান জায়গায় উঠে গেল যেখানে তিনটে গাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। বরফে চারপাশে ঢাকা। এসব অঞ্চলে হয়তো খুব কম সময় আসে যখন বরফ পড়ে না। প্রদীপ চারপাশে তাকাল। ঠিক কোন জায়গায় মৃতদেহ রয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে না। পরশুর ঘটনার পরে অনেক বরফ জমেছে এখানে। লোকটা বলেছিল, তিনটে গাছের পাশে ওরা বরফ চাপা দিয়েছিল মৃতদেহটাকে। কয়েকমাস ওভাবেই থেকে যাবে যতক্ষণ না বরফ গলে যায়। প্রদীপ পা দিয়ে বরফ সরাতে লাগল। মিনিট দশেক চেষ্টার পর আচমকা শক্ত কিছু পায়ের নিচে পড়ায় সে ধীরে-ধীরে পা সরাল। শার্ট পরা একটা হাত বেরিয়ে এসেছে বরফ থেকে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মানুষটাকে বের করে আনতে পারল প্রদীপ। বছর পঁচিশের একটি যুবক। বুকে গুলি লেগেছিল। মোক্ষম একটা গুলি। বরফের নিচে থাকায় শরীরে বিকৃতি আসেনি একটুও। সময় নষ্ট না করে প্রদীপ ওর পকেটে হাত দিল। বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে ও রুমাল, চিরুনি এবং পার্স বের করল। পার্সের ভাঁজ খুলতেই ছেলেটির ছবি একপাশে, অন্যপাশে সুন্দর হাতের লেখায় নাম-ঠিকানা লেখা কার্ড। দিলবাহাদুর। সেবক রোড, শিলিগুড়ি। পার্সের ভেতর শচারেক টাকা এবং একটা চিঠি। চিঠিটা কোমল নামের একটি মেয়ের লেখা। লিখেছে এই দিলবাহাদুরকেই। চোখ বোলাল প্রদীপ। বাবার নামে অনেক অভিযোগ করে কোমল লিখেছে তাকে উদ্ধার করতে। সে যেমন করেই হোক তিস্তাবাজারে গিয়ে দিলবাহাদুরের জন্যে অপেক্ষা করবে। দিলবাহাদুর তাকে নিয়ে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে, তার কোনও আপত্তি নেই। তবে আসার আগে দিলবাহাদুর

www.MurchOna.com

যেন মনে রাখে পৃথিবীতে তার বাবার মতো নৃশংস মানুষ আর কেউ নেই। এখন তার ভালোবাসা আর বাবার প্রতি ভয়, এদুটো সম্পর্কে মন ঠিক করে নিক সে। তিস্তাবাজারে যদি সন্ধে নামে তা হলে ব্রিজের ওপর থেকে সে ঠিক জলে ঝাঁপ দেবে।

জিনিসগুলো পকেটে রাখার সময় প্রদীপ দিলবাহাদুরের গলায় হারটাকে দেখতে পেল। লকেট সমেত রুপোর হার। কোনওমতে মাথা দিয়ে বের করে নিল সে। এবার কী করা যায়? এই ছেলেটাকে আবার বরফ চাপা দিয়ে চলে যাওয়া ঠিক হবে না। সে মৃতদেহ টানতে-টানতে রাস্তার মাঝখানে নিয়ে এল। যে-কোনও গাড়ি এই পথে গেলে দিলবাহাদুরের জন্যে থামতে বাধ্য।

এই সময় ওপর থেকে গাড়ির আওয়াজ ভেসে এল। প্রদীপ ছুটল। যতটা পারে নিচে গিয়ে যখন ওপরে ওঠার কোনও সম্ভাবনা দেখতে পেল না তখন খাদের দিকে তাকাল। এবং তখনই চোখে পড়ল রাস্তার ঠিক নিচে চমৎকার একটা আড়াল তৈরি করেছে বরফের স্তূপ। মুখ বের করা একটি পাথরকে সর্বাঙ্গে ঢেকে ফেলেছে বরফ। প্রদীপ সন্তর্পণে পা ফেলে-ফেলে সেই স্তূপের পেছনে গিয়ে লুকোল। তার সামনে রাস্তা। অদূরে ছেলেটির মৃতদেহ পড়ে আছে। আর তার পেছনে কয়েক হাজার ফুট খাদ। একটু পা পিছলে গেলে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সামনের বরফের ওপর চাপ দিতে গিয়ে সামলে নিল সে। বরফের স্তূপটা যেন দুলে উঠল। নিচের পাথর অবশ্যই আলগা রয়েছে।

ওপর থেকে জিপটা ফিরে আসছিল হতাশ হয়ে। রাস্তার ওপর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে ড্রাইভার ব্রেক চাপল। ওরা যেন নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ঠিক তখনই নিচ থেকে গাড়ির আওয়াজ ভেসে এল। কোনও ভারী গাড়ি উঠে আসছে।

ইতিমধ্যে দুজন লোক নেমে পড়েছে জিপ থেকে। তাদের একজনের হাতে অস্ত্র রয়েছে। ওরা মৃতদেহটা খুঁজে দেখল। ওদের একটু ধাঁধায় ফেলার জন্যে প্রদীপ উপুড় করে রেখে এসেছিল মৃতদেহটাকে। যে লোকটির হাতে অস্ত্র সেই সে পা দিয়ে ছেলেটাকে চিৎ করে দিল। দিয়েই চিৎকার করল, 'একে এখানে কে আনল?'

জিপ থেকে একজন জানতে চাইল, 'কে?'

'ছানু যাকে মেরেছে। সেপাইটা বলেছিল বডি হাফিস করে দিয়েছে।'

'যাওয়ার সময় ছিল না, এখন যখন আছে, তখন কেউ ওটাকে টেনে এনেছে।'

'কে এনেছে তা বুঝতে পারছি কিন্তু সেই মালটা কোথায়? বাইকের আওয়াজ আমি একবারের জন্যেও পাইনি।'

'আমি তোকে বলছি ও আমাদের বোকা বানাবার জন্যে হেঁটে এসেছে। লোকটাকে খাদে ফেলে দে। নিচ থেকে গাড়ি আসছে। কুইক।'

কিন্তু গাড়িটা ততক্ষণে কাছাকাছি চলে এসেছে। সেটা বুঝতে পেরে লোকদুটো দৌড়ে জিপের ভেতর উঠে বসল। জিপটা ব্যাক করার সুযোগ পেল না, একটা ট্যুরিস্টবাস বাঁকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। খানিকটা এগোতেই মৃতদেহ দেখতে পেল ড্রাইভার। সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে দিল সে।

বাসের যাত্রীরা মৃতদেহ রাস্তার ওপর পড়ে আছে দেখে কলবল করতে লাগল।

ড্রাইভার চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, 'খুন?'

জিপের একজন জবাব দিল, 'তাইতো মনে হচ্ছে।'

'তাহলে পুলিশকে খবর দিতে হয়', ড্রাইভার চেঁচিয়ে উঠল।

'ও নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। যাওয়ার পথে আমরাই দিয়ে যাব।'

মাইক হাতে নিয়ে গাইড বলল, 'ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাগণ। আমি খুব দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে এখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। সামনের রাস্তায় একটি মৃতদেহ পড়ে আছে। সেটা না সরালে আমরা এগোতে পারব না।'

ঘোষণা শেষ হওয়া মাত্রই হুড়মুড় করে যাত্রীরা নিচে নামতে লাগল। বরফের মধ্যে পা রাখার মজার সঙ্গে সামনে মৃতদেহ পড়ে থাকার আতঙ্ক মিশে থাকায় ওরা ঠিক কী করবে বুঝতে পারছিল না। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে জনা পনেরো মানুষ মৃতদেহটি দেখতে লাগল।

প্রদীপ সুজাতাকে দেখতে পেল। মেয়েটা তার কথামতো চলে এসেছে। এখন ওই ভিড়ের একজন হয়ে মৃতদেহ দেখছে। ওর কয়েক হাতের মধ্যে সে রয়েছে অথচ—। হঠাৎ জিপ থেকে নেমে দুটো লোক এগিয়ে এল। চিৎকার করে সবাইকে সরে যেতে বলল। তারপর দুজন মৃত লোকটির পোশাক ধরে টানতে-টানতে রাস্তায় একপাশে সরিয়ে দিল। যেন আপদ গেল এই রকম ভঙ্গিতে ওরা জিপে ফিরে গিয়ে হর্ন বাজাল। ট্যুরিস্টদের জটলা ভেঙে পথ করে দিতেই জিপটা স্টার্ট নিয়ে নিচের দিকে চলে গেল। প্রদীপ দেখল এবার গাইড মাইকে ট্যুরিস্টদের বাসে উঠে আসতে অনুরোধ করছে। এই সুযোগে ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে সে বাসের যাত্রীদের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। কিন্তু ওরা যাবে আরও ওপরে। সেখানে দ্রষ্টব্য জিনিস দেখিয়ে ফিরে আসবে বেশ কিছুটা সময় পরে। অতএব বাসটাকে চলে যেতে দিল প্রদীপ। সুজাতাকে নিজের অস্তিত্ব জানাবার কোনও সুযোগই পেল না।

একটু আগে যে জায়গাটা ছিল মানুষের ভিড়ে ভর্তি এখন সেখানে হাওয়ার শব্দ ছাড়া কিছু নেই। প্রদীপ ধীরে-ধীরে ওপরে উঠে আসতেই পাথরটা খুব জোরে নড়ে উঠে একপাশে কাৎ হতে-হতে থেকে গেল। এবার যদি কেউ ওর নিচে আশ্রয় নিতে চায় তাহলে তার ভাগ্য প্রসন্ন হবে না।

রাস্তায় উঠে এল সে। ধীরে-ধীরে দিলবাহাদুরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। খুব বিশ্রীভাবে শুইয়ে দিয়ে গেছে ওরা ওকে; প্রদীপ মাথাটা ঠিক করে দিল। তারপর জোরে হাঁটতে শুরু করল। এবার পায়ে একটা ব্যথা টের পেল সে। হাঁটতে গেলেই লাগছে, তবে তেমন তীব্র নয়।

ঠিক যেখান দিয়ে প্রদীপ নিচের রাস্তায় নেমে এসেছিল সেখানে পৌঁছে ওপরে তাকাল। দার্জিলিং-এর লেবং রেসকোর্সে যাওয়ার পথে পাহাড়-চড়িয়েদের শেখানোর জন্যে যে খাড়াই পাথরটা রয়েছে তার থেকেও এটাকে ভয়ঙ্কর বলে মনে হল। যে সোজা পথটা সামনে রয়েছে তা ব্যবহার করলে পুলিশ ফাঁড়ি ঘুরে যেতে হবে। এবং সেটা করতে হলে জিপের চারজন তাদের ভালোবাসা জানাবে। প্রদীপ সামান্য এগোল। তারপর ধীরে-ধীরে ওঠার চেষ্টা করল। বরফের নরম চাঁই খসে পড়ায় পা হড়কাতে-হড়কাতে কোনওমতে রক্ষে পেল।

www.MurchOna.com

প্রদীপ যখন কিছুটা সমান জায়গায় উঠে আসতে পারল তখন এই ঠান্ডাতেও তার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। সেই ঘামে বাতাস লাগামাত্রই শরীর কনকন করে উঠল। চুপচাপ মিনিট পাঁচেক বসে থাকল সে। এই শূন্য চরাচরে, মাথার ওপর ঘোলাটে আকাশ আর চারপাশে বরফ আর বরফ, অদ্ভুত নিঃসঙ্গ বলে মনে হয় নিজেকে। কিন্তু মানুষ রয়েছে তার সন্ধানে। প্রদীপ উঠে দাঁড়াল।

বাইকটাকে যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল সেখানে পৌঁছেও মনে হল চারপাশ সুনসান। কোথাও কোনও মানুষ নেই। তার পকেটে এখন দিলবাহাদুরের ব্যবহার করা কিছু জিনিস আর কোমল নামের একটি মেয়ের লেখা চিঠি। কে এই কোমল যাকে ভালোবেসে দিলবাহাদুরকে প্রাণ হারাতে হল? এখন একথা স্পষ্ট যে দার্জিলিং-এর ভদ্রলোক চাননি দিলবাহাদুর বেঁচে থাকুক। এবং তিনি এও চাননি যে তার হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য কোনও ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায় ধরা থাক। প্রদীপের মনে হল সে বিশাল ভুল করে ফেলেছে। কোথায় কে কাকে হত্যা করেছে, তার ফটোগ্রাফ কে তুলল এই নিয়ে ভদ্রলোক বিব্রত হবেন এমন নাও হতে পারে। ফটো তোলার সময় যদি কোমলকেও ওখানে দেখা যায় তা উনি বরদাস্ত করতে পারেন না। ব্ল্যাক লেপার্ডের মেটিং মানে কি কোমল আর দিল বাহাদুরের প্রেম? তা হলে এই কোমল কে? দিলবাহাদুরকে কোমল লিখেছে যে তার বাবার মতো নৃশংস মানুষ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। তা হলে কি কোমল দার্জিলিং-এর শ্রদ্ধেয় ভদ্রলোকের মেয়ে? দার্জিলিং-এর মেয়ে হলে সে কোনওদিন তাকে দেখেনি কেন? অথবা দেখলে চিনতে পারবে, নামে বুঝতে পারছে না।

দ্বিতীয়ত, ওরা এখানে ডেরা বেঁধেছে কেন? এখানে আসার সময় জিপের চাকাকে রাস্তা থেকে নেমে যেতে দেখেছে সে। সেই জিপটাই এই জিপ এমন নাও হতে পারে, আবার হতেও পারে। ওই নেমে যাওয়া রাস্তার কোনও এক জায়গায় কি ওদের আস্তানা? প্রদীপের মনে হল এ ব্যাপারে রাই তাকে সঠিক খবর দিতে পারে। অন্তত এই অঞ্চলের ভূগোলটা ওর জানা। ওই আস্তানায় তাকে একবার যেতেই হবে। কিন্তু হাতে সময় বড় কম। ট্যুরিস্ট বাস যখন ফিরে যাবে তখন সুজাতার সঙ্গে তার দেখা করার কথা। রাইকেও সে ওই বাসে ফিরে যেতে বলেছে। তাছাড়া সন্ধে নামলে এই খোলা আকাশের নিচে পড়ে থাকা মানে আত্মহত্যা করা। পুলিশ ফাঁড়ি ছাড়া আশ্রয় নেওয়ার কোনও জায়গা তার জানা নেই। কিন্তু সেখানে এখন কী অবস্থা চলছে তা ঈশ্বর জানেন।

প্রদীপ ওপরে উঠছিল। এই পথটা, অবশ্য পথ করে নেওয়া পথ তেমন কষ্টকর নয়। বেশ দ্রুতই সে ওপরে উঠতে পারছিল। এবার হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে সে অনেক নিচে বাস-রাস্তাটাকে দেখতে পেল। ওখান দিয়ে কেউ গেলে তাকে কতটা বড় দেখতে পাবে তা বোঝা মুশকিল। একটা টিলার আড়াল সামনে। ওটার পাশ কাটিয়ে গেলেই সম্ভবত এক নম্বর গুহাটার কাছাকাছি পৌঁছানো যাবে। টিলার আড়ালে এসে কয়েক পা ওপরে উঠতেই দাঁড়িয়ে পড়ল প্রদীপ। পাহাড়টাকে এখনও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু মাত্র কয়েক হাত দূরে বরফের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা মৃতদেহটি যে রাই ছাড়া আর কারও নয় এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। ওর একটা হাতে তখনও নিয়ে আসা জিনিসগুলো রয়েছে। শরীরের পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়েছিল। মুখের ওপর ইতিমধ্যেই তুষার পড়তে শুরু করেছে।

আততায়ী ওপরে আছে। ওপর থেকে গুলি ছুড়ে রাইকে মারা হয়েছে। যে গুলির

শব্দ তার কানে এসেছিল সেটা রাই-এর জন্যে ছোড়া হয়েছিল। আততায়ীর বন্দুকের হাত যে নিপুণ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। রাই-এর জন্যে একটির বেশি গুলি ছোড়ার প্রয়োজন হয়নি।

এবং লোকটা নিশ্চয়ই ওপরে আছে। কে ওই লোকটা? যারা তার খোঁজে জিপে করে ঘুরছে তাদের কেউ অবশ্যই নয়। তাদের দলের কেউ? তা হলে ওদের সংখ্যা আপাতত পাঁচ? ওই লোকটা অত ওপরে উঠে বসে আছে কেন? এক নম্বর গুহাটা কি ইতিমধ্যে দখল হয়ে গেছে যা রাই জানত না? প্রশ্নগুলোর কোনও উত্তর প্রদীপের জানা নেই। কিন্তু এই আড়াল ছেড়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি সে নিতে পারছিল না। এখান থেকে নিচে নামতে অসুবিধে হবে না কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছু হবে না। প্রদীপ ধীরে-ধীরে টিলার শেষ আড়ালে চলে এল। শরীরটাকে যতখানি সম্ভব বের না করে সে সামনে তাকাল। পাহাড়টাকে দেখতে পাচ্ছে সে। বাতাসের বিপরীত দিকে বলেই সম্ভবত বরফ তেমনভাবে জমেনি এপাশে। টিলা থেকে পাহাড়ের দূরত্ব অন্তত একশো গজ। আততায়ীর হাতে নিশ্চয়ই শক্তিশালী অস্ত্র রয়েছে। সে কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ করেও কোনও মানুষের অস্তিত্ব ওখানে খুঁজে পেল না। অথচ কেউ একজন ওখানে অস্ত্র হাতে অপেক্ষা করছে। এই একশো গজ পেরিয়ে পাহাড়ের কাছে পৌঁছতে গেলে তার অবস্থা রাই-এর মতো হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ বাদে প্রদীপের মনে হল, পাহাড়ের গায়ে দুটো জায়গায় গুহামুখের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তাতে মানুষ আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। নিচ দিয়ে ঘুরে পাহাড়ের কাছে পৌঁছবার একটা চেষ্টা করা অবশ্য যায়, কিন্তু তার জন্যে যে শারীরিক শক্তি এবং সময় হাতে থাকা দরকার তা এখন তার নেই। প্রদীপ ঠিক করল নিচেই ফিরে যাবে। রাই-এর মৃত্যুসংবাদ পুলিশ ফাঁড়িতে জানিয়ে দিলে নিশ্চয়ই নিচ থেকে ফোর্স আসবে তল্লাশিতে। একজন পুলিশকর্মীর এমন মৃত্যুকে কর্তৃপক্ষ সহজে মেনে নেবেন না। সে ধীরে-ধীরে নামতে লাগল। ওপরে একটি উগ্রমস্তিষ্কের লোক অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে বুক চিতিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

বাইকের কাছে পৌঁছে আবার এক সমস্যায় পড়ল প্রদীপ। ওটাকে চালু করলেই পাহাড় কাঁপিয়ে শব্দ বাজবে। আত্মগোপন করার কোনও উপায় থাকবে না। অগত্যা ওটাকে রেখে দিয়েই হাঁটতে শুরু করে সে। পুলিশ ফাঁড়িটা দেখা যাচ্ছে। সামনে কেউ নেই। জিপটাকেও দেখতে পেল না। কিছু করার নেই। জিপের আরোহীরা ওখানে নেই ধরেই এগোতে হবে।

ফাঁড়ির পাশে এসে সে দোকানগুলোর দিকে তাকাল। জীবন এখানে স্বাভাবিক। ধীরে-ধীরে আড়াল থেকে সে বেরিয়ে এসে কাঠের বারান্দায় উঠে এল! এ খুব বড় ঝুঁকি নেওয়া, দরজাটাকে কোনাকুনি রেখে প্রদীপ পৌঁছে গেল ঘরের সামনে। উঁকি মেরে দেখল দ্বিতীয় পুলিশটা টেবিলের ওপর একটা হাত আর মাথা রেখে পড়ে আছে। ঘরে কেউ নেই।

দ্রুত ঘরে ঢুকে লোকটার কাছে পৌঁছে গেল সে। লোকটার মাথা থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছিল। না, গুলির চিহ্ন নেই, কোনও ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছে ওকে। লোকটা মারা যায়নি। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে লোকটার জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে পারল

www.MurchOna.com

সে। ওকে দেখে লোকটা হাউ-হাউ করে উঠল। পুলিশ ফাঁড়ির ফার্স্ট এইড বক্স থেকে ওষুধ আর ব্যান্ডেজ বের করে ওর মাথায় লাগিয়ে টেলিফোনের কাছে গিয়ে হেসে ফেলল প্রদীপ। এটা তার বোঝা উচিত ছিল। টেলিফোনের রিসিভারটাকে ভেঙে তার ছিঁড়ে দিয়ে গেছে ওরা। পৃথিবীর সঙ্গে এই মুহূর্তে যোগাযোগের আর কোনও উপায় নেই।

একটু সুস্থ হতেই লোকটা হড়বড় করে যা বলে গেল সেটা নতুন কিছু নয়। প্রদীপের সন্ধানে এসে লোকগুলো ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। প্রদীপ যা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তার বাইরে একটি শব্দও বলেনি লোকটা। শোনার পর ওরা চলে গিয়েছিল প্রদীপের খোঁজে। ফিরে এসে হঠাৎই রাই-এর কথা জানতে চাইল। তাকে সে বলেছে প্রদীপের সঙ্গে ঝগড়া করে পিস্তলের ভয়ে রাই পালিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। কথাটা ওরা বিশ্বাস করতে চায়নি। শেষপর্যন্ত পিছনে দাঁড়ানো লোকটা তাকে আঘাত করে। আর কিছু ওর মনে নেই।

লোকটা সত্যি কথা বলছে বলেই মনে হল। সে টেলিফোনটার দুর্দশা দেখাল লোকটাকে। লোকটা বলল, 'ওরা যখন আপনার খোঁজে বর্ডারের দিকে গিয়েছিল তখন আমি গ্যাংটকে ফোন করেছিলাম। প্রথমবার এসে ওরা যদি টেলিফোনটাকে নষ্ট করে দিত তাহলে খবর পাঠাতে পারতাম না। এস পি সাহেব খবর পেয়েই রওনা হয়ে গেছেন।'

এই সময় গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। প্রদীপ চট করে ঘরের কোণে চলে গেল। ওরা আবার ফিরে এসেছে বোধহয়। কিন্তু পুলিশ ফাঁড়ির সামনে ট্যুরিস্ট বাস এসে দাঁড়াল। সেটা দেখে প্রদীপ গম্ভীর হয়ে লোকটার পাশে চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

ট্যুরিস্টবাসের গাইড এবং কয়েকজন যাত্রী এগিয়ে এল। সকলেই বেশ উত্তেজিত এবং একসঙ্গে কথা বলছিল। প্রদীপ উঠে দাঁড়াল, 'আপনারা যা বলার একজন বলুন।'

তখন গাইড মৃতদেহের বর্ণনা দিতে লাগল।

প্রদীপ বলল, 'আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমাদের ফাঁড়িতে ফোর্স নেই। টেলিফোনটাও অচল। আপনাদের অনুরোধ করছি পথে কোনও পুলিশ ফাঁড়ি বা অফিসারকে পেলে ব্যাপারটা জানান। গ্যাংটকে গিয়ে বলুন ঘটনাটা। আপনাদের অভিযোগ লিখে নেওয়া হচ্ছে।'

ডায়েরিতে লিখে নেওয়ার পর প্রদীপ গাইডকে বলল, 'আপনাকে একটু অনুরোধ করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমাকে একটা এনক্যুয়ারিতে যেতে হবে। একটু লিফট দেবেন আপনার বাসে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আসুন।' লোকটা খুশি হয়েই বলল।

সব যাত্রী নামেনি। যারা বসেছিল তারা সম্ভবত ঠান্ডার জন্যেই চুপচাপ।

সবার শেষে বাসে উঠে যাত্রীদের দিকে তাকাতেই সুজাতাকে দেখতে পেল প্রদীপ। ফাঁড়ির উল্টোদিকের জানলায় চুপচাপ বসে আছে। ওর পাশের আসন ফাঁকা। সোজা সেখানে গিয়ে বসে পড়ে চাপা গলায় প্রদীপ বলল, 'আমার দিকে না তাকিয়ে যা বলছি তা শোনো।'

কিন্তু নিষেধ করা সত্ত্বেও না তাকিয়ে পারল না সুজাতা। তার মুখে যেন প্রাণ ফিরে এল। হাত বাড়িয়ে প্রদীপের হাত আঁকড়ে ধরল সে। প্রদীপ চারপাশে তাকাল।

এই বাসের আসনগুলো মাথা-উঁচু বলে সামনে-পিছনের যাত্রীদের নজর আটকে যাচ্ছে। কিন্তু ওপাশের দুজন মানুষ স্বচ্ছন্দে দেখতে পারে। যদিও ওই জানলায় বসা যাত্রীটি প্রাকৃতিক শোভা দেখতে ব্যস্ত এখন।

প্রদীপ বলল, 'তুমি এখন গ্যাংটকে ফিরে যাবে। তারপর—।'

'না। আমি যাব না।' চাপা গলায় বলল সুজাতা।

'তার মানে?'

'আমি তোমার সঙ্গে থাকব।'

'অসম্ভব। এখানে চারজন লোক আমাকে খুন করবে বলে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি কিছু প্রমাণ পেয়েছি। আরও কিছু বাকি। আমার জীবন যে-কোনও মুহূর্তে চলে যেতে পারে। আমার সঙ্গে থাকলে কোনও কাজের কাজ হবে না। তার চেয়ে তুমি গ্যাংটকে ফিরে গিয়ে সানশাইন হোটেলে টেলিফোন করে লিটনের সঙ্গে কথা বলবে। তাকে ডেকে আনবে বাস টার্মিনাসে। বলবে, সন্ধে সাতটা পর্যন্ত আমার জন্যে অপেক্ষা করতে। তার মধ্যে যদি আমি না ফিরি তা হলে যেমন করে হোক গ্যাংটক ছেড়ে তোমরা নেমে যাবে।' কথা বলতে-বলতে প্রদীপ রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিল।

'তারপর?'

'মানে?'

'তারপর আমি কী নিয়ে থাকব?'

'এতকাল কী নিয়ে ছিলে?'

'এতকালের মধ্যে গতরাতের মতো রাত আমার জীবনে তো আসেনি।'

'ওঃ, সুজাতা। বি এ গুড গার্ল। আমাকে সাহায্য করো।'

'আমি সঙ্গে থাকলে কি তোমার কোনও সাহায্য হবে না?'

'না। এই বরফের মধ্যে নিজেই নিজেকে সাহায্য করতে পারছি না যেখানে সেখানে তুমি থাকলে আরও সমস্যা বাড়বে।' স্পষ্ট বলল প্রদীপ।

'তাহলে আসতে বললে কেন?'

'এই খবরটা দেব বলে।' হঠাৎ প্রদীপের মনে হল জায়গাটা এসে গেছে। একটা জিপের পথ বাঁ-দিকে উঠে গেছে বলে মনে হল। আসার সময় ডান দিক হলে এখন তো বাঁ-দিকই হবে। সে উঠে দাঁড়িয়ে শব্দ করতেই সামনে বসা গাইড তাকাল, 'এখানে?'

'হ্যাঁ।' প্রদীপ জবাব দিতেই গাড়িটা থেমে গেল।

'অনেক ধন্যবাদ।' প্রদীপ বাস থেকে নেমে দরজা বন্ধ করে দিতেই সেটা চলতে শুরু করল। সুজাতার জন্যে খারাপ লাগছিল একটু। পৃথিবীর সব মেয়েই কি সময় বুঝে অবুঝ হয়?

একটা পাখি আচমকা ডেকে উঠতেই চমকে গেল প্রদীপ। তার সামনে সাদা ভ্যালি, পেছনে জঙ্গল। পাখিটা ডাকছে তার একটা ডালে বসে। সে বড় রাস্তা ছেড়ে জিপ-চলার পথে পা দিল। বনের মধ্যে সামান্য ঢুকতেই অদ্ভুত কাণ্ড হল। ওই তুষারমাখা গাছগুলোয় বসে থাকা পাখিরা সবাই মিলে একসঙ্গে চেঁচাতে লাগল। হয়তো এই পথে কেউ পায়ে হেঁটে যায় না বলেই ওদের এমন আচরণ কিন্তু এই চিৎকার শুনে সন্দেহ তৈরি হবে যে-কোনও মানুষের। পাথর দেখা যাচ্ছে না, একটা শক্ত বরফ তুলে ওপরে

www.MurchOna.com

ছুড়ল প্রদীপ। সেটা বেশিদূর গেল না কিন্তু কাজ হল। পাখিরা ধীরে-ধীরে শান্ত হয়ে এল।

গাছের নিচে রাস্তা বলেই বেশি তুষার জমেনি। জিপ স্বচ্ছন্দে যেতে পারে, কিন্তু ড্রাইভারকে বেশ দক্ষ হতে হবে। পথ বিশ্রী রকমের সরু। প্রদীপ লক্ষ করছিল তুষারের ওপর সদ্য যাতায়াত করা জিপের চাকার দাগ রয়েছে। জিপটা উঠেছে দুবার, নেমেছে একবার। অর্থাৎ ওই জিপটাই একবার ওপরে ওঠার পর খবর পেয়ে তাকে খুঁজতে নিচে নেমেছিল। না পেয়ে আবার ওপরে উঠে গেছে। এই রকম পাণ্ডববর্জিত জায়গায় জিপের আরোহীরা কী করে খবর পেল? তাকে খুঁজে বের করার নির্দেশ নিশ্চয়ই টেলিফোন অথবা অয়্যারলেসে এখানে পৌঁছেছে। তা হলে সে যেদিকে এগোচ্ছে সেখানে নিশ্চয়ই একটা বড় ঘাঁটি রয়েছে।

মিনিট পনেরো হাঁটার পর বিশ্রাম নেবে বলে দাঁড়িয়ে পড়েছিল প্রদীপ। এই সময় ওপর থেকে জিপের শব্দ ভেসে এল। জিপটা আবার নামছে। এখানে লুকোনোর জায়গার অভাব নেই। রাস্তা থেকে লাফিয়ে সরে এসে একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে তুষারে তার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল। পা টেনে তুলতে অসুবিধে হচ্ছে। এই সময় যদি তাকে এখান থেকে পালাতে হয় তাহলে নির্ঘাৎ ধরা পড়তে হবে। আওয়াজটা এখন একদম কাছে। অতএব নড়াচড়ার চেষ্টা না করে পিস্তল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রদীপ। আর তখনই পাখিদের সেই চিৎকারটা আরম্ভ হল। যেন এতক্ষণ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল বলে ওরা তাকে উপেক্ষা করেছে এখন আর সেটা করতে রাজি নয়। তুষার পাকিয়ে ঢিল বানিয়ে ওপরে ছুড়ে মারা সত্ত্বেও ওরা শান্ত হল না। জিপটা বেরিয়ে এল বাঁক ঘুরে। নামছে খুব আস্তে। প্রদীপ দেখল সেই চারজন একই ভঙ্গিতে বসে রয়েছে। সামনে এসে ওরা ওপরের দিকে তাকাল। সম্ভবত পাখিদের চিৎকার শুনে বিস্মিত হল কিন্তু দাঁড়াল না। জিপটা নেমে গেল নিচে। একসময় তার শব্দও মিলিয়ে গেল। তুষারের কাদা থেকে পা ছাড়িয়ে আনতে রীতিমতো কসরৎ করতে হল প্রদীপকে। হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত অসাড় হয়ে গেছে। কিন্তু জুতো খোলার সাহস হচ্ছিল না তার। একবার জুতো খুললে আর ওটাকে পায়ে গলাতে পারবে না সে।

বাঁক ঘুরে কিছুটা উঠতেই থমকে দাঁড়াল প্রদীপ। জঙ্গলের মাথা ছাড়িয়ে পাহাড়টা এখন চোখের সামনে। জিপটা পাহাড় পর্যন্ত নিশ্চয়ই যেতে পারে না। দাগ শেষ হয়ে গেছে যেখানে সেখানে পৌঁছে ও জুতোর দাগ দেখতে পেল। অনেকগুলো দাগ পাথর টপকে চলে গেছে। পাথরগুলো তুষার ঢাকা। জিপটাকে তাহলে এখানেই রেখে যেতে হয়!

প্রদীপ সন্তর্পণে এগোল। পাথরের আড়ালে-আড়লে পাহাড়ের গায়ে পৌঁছে দেখল জুতোর দাগগুলো একটা খাঁড়ির মধ্যে চলে গেছে। পিস্তল হাতে সাবধান হয়ে সে খাঁড়িতে ঢুকল। ভেতরে কেউ যেন সিঁড়ি কেটে রেখেছে পাহাড়ের গায়ে। পা ফেলে-ফেলে অনেকটা ওপরে উঠে এল প্রদীপ। এবং তারপরেই গুহাটার মুখ দেখতে পেল। মুখটা বিপরীত দিকে ফেরানো। আড়াল থেকে সে গুহাটাকে লক্ষ করতে লাগল। ভেতরটা দেখা যাচ্ছে না। কেউ ওর ভেতর থাকলে সামনে না গেলে বোঝা যাবে না। সামনে ধুধু বরফ নেমে গেছে। হঠাৎ বরফের ওপর এখান থেকে শখানেক গজ দূরে কিছু একটা পড়ে থাকতে

দেখে সে ভালো করে তাকাল। কালোমতো জিনিসটা যে মানুষের শরীর তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল ইতিমধ্যে ওর ওপর পড়া তুষারের জন্যে।

রাই। রাই-এর শরীরটা শুয়ে আছে বরফের ওপর। ওর কিছুটা পেছনে ছোট টিলার আড়ালে সে নিজে দাঁড়িয়ে ছিল কিছুক্ষণ আগে। ওর মনে পড়ল রাই বলেছিল বিপরীত দিক দিয়ে জিপ গুহাটার কাছাকাছি যেতে পারে। সে কিছুই না জেনে একেবারে গুহার মুখে এসে গেছে।

এইসময় লোকটা বেরিয়ে এল গুহা থেকে। হাতে আধুনিক অস্ত্র। এসে সামনের বিস্তৃত বরফের দিকে তাকাল। লোকটার হাতের অস্ত্র সতর্ক ভঙ্গিতে ধরা। প্রদীপ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে সে সহজেই গুলি করতে পারে লোকটাকে। লোকটার ডান পাশ সে দেখতে পাচ্ছে। ও ভাবতেও পারছে না বিপরীত দিক থেকে কেউ গুহার এত কাছে উঠে আসতে পারে। ওর নজর তাই সামনে, যেখানে তাকে গুলি ছুড়তে হয়েছে কয়েক ঘণ্টা আগে।

লোকটা আবার ভেতরে চলে গেল। একটা লোককে খামোকা গুলি করে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে না। এখনও পর্যন্ত অনেক মানুষকে সে এই পিস্তল দেখিয়ে ভয় পাইয়েছে কিন্তু কখনও কাউকে মেরে ফেলেনি। বস্তুত পিস্তলের ট্রিগার টিপে গুলি ছোড়ার অভ্যেসও তার এখন নেই। আগে লক্ষ্য ঠিক রাখতে দার্জিলিং থেকে মোটরবাইক নিয়ে দূর-দূর নির্জনে চলে যেত যে। এখন যদি সে লক্ষ্য ভেদ না করতে পারে? কিন্তু ওই গুহায় যাওয়া দরকার। কোনও মূল্যবান জিনিস ওখানে না থাকলে লোকটা খামোকা পাহারা দিত না। একটা শক্ত বরফের ঢেলা তুলে নিয়ে প্রদীপ গুহার সামনে ছুড়ে মারল। সঙ্গে-সঙ্গে শব্দ হল এবং লোকটা তীরের মতো বেরিয়ে এসে শব্দ লক্ষ্য করে অস্ত্র উঁচিয়ে ধরল। ওর আঙুল ট্রিগারে চাপ দেওয়ার অপেক্ষায়। শব্দের উৎস খুঁজতে লাগল লোকটা। প্রদীপ দ্বিধা করল না আর। লোকটার অস্ত্র ধরা হাত লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা লাফিয়ে উঠল। অস্ত্রটা পড়ে গেল হাত থেকে। পড়ে ছিটকে গেল কিছুটা দূরে।

সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিতীয় গুলিটা ছুড়ল প্রদীপ। এবার লোকটার পা লক্ষ্য করে। উল্টে পড়ে গেল লোকটা। প্রদীপ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। গুহার ভেতর থেকে কেউ বেরিয়ে এল না। কিন্তু গুলির শব্দ বরফের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে। অনেক দূর থেকেও এই শব্দ শুনতে চাইবে। যতটা সম্ভব দ্রুত প্রদীপ লোকটার কাছে পৌঁছে গেল। হাত এবং পায়ে গুলি লাগা সত্ত্বেও লোকটা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল। প্রদীপকে এত কাছে দেখে হকচকিয়ে গেল। পিস্তলটাকে পকেটে ঢুকিয়ে প্রদীপ লোকটির অস্ত্র তুলে নিয়ে নির্দয়ভাবে ওর মাথায় আঘাত করল। ওর মনে হচ্ছিল এই লোকটাই দুটো খুন করেছে। একজনের মৃতদেহ সামনে পড়ে আছে আর দিলবাহাদুর তো শক্ত হয়ে গেছে পরশু রাত থেকেই। ধপাস করে পড়ে গেল লোকটা জ্ঞান হারিয়ে। ওকে একেবারে মেরে ফেলার বাসনা তার নেই। অস্ত্রটাকে উঁচিয়ে সে গুহার মধ্যে ঢুকে তাজ্জব হয়ে গেল।

গুহাটা বেশ বড়। মাঝখানে পার্টিশন দেওয়া হয়েছে কাঠের, চেয়ার-টেবিল এবং একটি ওয়াকিটকি যন্ত্র রয়েছে সেখানে। ওপাশে স্টোভ এবং রান্না করার জিনিসপত্র।

www.MurchOna.com

পার্টিশনের ওপাশে আলো জ্বলছে। অর্থাৎ ব্যাটারিচালিত বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে এখানে। পার্টিশন এবং দেওয়ালের মাঝখানে যে ফাঁকটুকু সেটাই দরজা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। প্রদীপ এগিয়ে গিয়ে সেখানে দাঁড়াতেই মেয়েটি মুখ ফেরাল। চাঁদের মুখে যতই মেঘ ঘষাঘষি করুক চাঁদের ময়লা লাগে না। প্রায় উন্মাদিনীর মতো চেহারা এই মেয়েটি যে সুন্দরী তাতে কোনও সন্দেহ নেই। খাটিয়ার মতো একটা কিছুর সঙ্গে বেঁধে ওকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। ওর তাকানোর ভঙ্গিতেই হিংসা এবং ঘৃণা একসঙ্গে ফুটে উঠল।

প্রদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কোমল?'

মেয়েটি মুখ বিকৃত করে দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

প্রদীপ বলল, 'আমাকে বোঝার চেষ্টা করো। তোমার পাহারাদারকে অজ্ঞান করে এখানে ঢুকতে পেরেছি। কিন্তু ওর সঙ্গীরা ফিরে এলে আমি বিপদে পড়ব। তুমি কি আমার সঙ্গে এখান থেকে—।'

প্রদীপকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মেয়েটি প্রশ্ন করল, 'কে আপনি?'

'আপাতত তোমার বন্ধু বলে মনে করতে পারো। আমাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন তোমার বাবা। তিনিই দিলবাহাদুরকে খুন করিয়েছেন। এখন তাঁর লক্ষ্য আমি।' কথা বলতে-বলতে প্রদীপ লক্ষ করল মেয়েটার মুখ-চোখ পালটাচ্ছে। হঠাৎই কেঁদে উঠল ও। সম্ভবত দিলবাহাদুরের প্রসঙ্গ শুনে নিজেকে সামলাতে পারল না। প্রদীপ এগিয়ে গিয়ে ওর বাঁধন খুলে দিল। তারপর বলল, 'চেষ্টা করো সোজা হয়ে দাঁড়াতে।'

মেয়েটি নড়বড়ে হয়ে উঠে দাঁড়াল, 'আপনার নাম কী?'

'আমি প্রদীপ গুরুং। তুমি কোমল তো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে আমি কী করে বিশ্বাস করব?'

'আশ্চর্য! এখানে বন্দি হয়ে থাকার চেয়ে খোলা হাওয়ায় হাঁটতে পারবে, এর পর আর বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে কথা বলছ কেন? হাঁটতে পারবে? হাত ধরো।' কোমলকে নিয়ে গুহার মুখ পর্যন্ত আসতে একটু সময় লাগল। মেয়েটার পায়ে জোর নেই তেমন।

গুহার মুখে এসে অজ্ঞান হয়ে থাকা লোকটিকে দেখে চিৎকার করে উঠল কোমল।

প্রদীপ ধমক দিল, 'আস্তে। আমরা এখানে বেড়াতে আসিনি।'

'এই লোকটা, এই লোকটাই ওকে খুন করেছে। ওকি মরে গেছে? না হলে মেরে ফেলুন, মেরে ফেলুন। উঃ মাগো।' মুখে হাত চাপা দিয়ে ককিয়ে উঠতেই প্রদীপ ওকে টেনে নিয়ে চলল। ওর মাথায় এখন সেই চারজন মানুষ যারা যে-কোনও মুহূর্তে জিপ নিয়ে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু কোমলের শরীরের যে অবস্থা তাতে ওকে নিয়ে বেশিদূরে যাওয়া সম্ভব নয়, দ্রুত যেতে পারবে না ও। অথচ এখান থেকে পালাতে হলে তাদের মোটরবাইকের কাছে পৌঁছতেই হবে।

প্রদীপ দাঁড়াল, 'শোনো, তুমি এখন গুহায় ফিরে যাও।'

অর্থটা বুঝতে পেরে কোমল মাথা নাড়ল, 'না। অসম্ভব।'

'আমাকে পরিস্থিতিটা বুঝতে দাও। ওখানে তুমি নিরাপদে থাকবে। আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে আজই গ্যাংটকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।'

'কিন্তু ওরা যদি আবার ফিরে আসে? আবার যদি—' কোমলের মুখে আতঙ্ক।

'আমি এখানে আছি। তোমার কোনও ভয় নেই। শোনো, ওই লোকটা আহত,

www.MurchOna.com

অজ্ঞান হয়ে আছে। গুহার ভেতরে দড়ি দেখলাম। ওকে এমনভাবে বেঁধে ফেলো যাতে জ্ঞান ফিরলে উঠে দাঁড়াতে না পারে। ওর পায়ে যদিও গুলি লেগেছে তবু বিশ্বাস নেই।'

কোমল লোকটির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। তারপর আবার ধীরে-ধীরে গুহার মধ্যে ঢুকে গেল। মেয়েটাকে দড়ি নিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখে প্রদীপ পা চালাল। খাঁড়ির ওপরে এসে সে গোটা জায়গাটা দেখতে পেল। চারজন ফিরে এলে জিপটাকে যেখানে পার্ক করবে সেই জায়গাটা এখন লক্ষের মধ্যে।

এখন পালাতে হবে। কিন্তু কোমলকে নিয়ে বাইকের কাছে পৌঁছবে কী করে? হঠাৎ তার খেয়াল হল। সরল পথটার কথা সে কেন ভাবছে না? যে পথ দিয়ে উঠতে গিয়ে রাই গুলি খেয়ে মারা গিয়েছে সেই পথে নেমে গেলে বাইকের কাছে পৌঁছতে মিনিট কুড়িও লাগবে না। কিন্তু মোটরবাইক নিয়ে এই বরফের রাস্তায় জিপের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। আগে জিপের জন্যে অপেক্ষা করতেই হবে তাকে।

কিন্তু জিপটা গেল কোথায়? যদি ওটা আবার তার খোঁজেই গিয়ে থাকে তাহলে অনেক সময় নষ্ট করবে। সন্ধে নেমে গেছে এইসব জায়গায় বাইক চালানো মানে আত্মহত্যা করা। প্রদীপের খুব শীত করছিল। ঠান্ডাটা উঠছে পা থেকে। সঙ্গে একটু ব্র্যান্ডি থাকলে ভালো হতো। গুহার ভেতর কী ওসব আছে? এইসময় জিপের শব্দ কানে এল ওর। জিপটা ফিরে আসছে।

ভালোরকম একটা আড়াল রেখে বসল প্রদীপ। আর কোনও মায়ামমতা নয়। যারা আসছে তারা তার জন্যে রসগোল্লা আনছে না। শেষপর্যন্ত জিপটাকে দেখতে পেল সে। অনেক আওয়াজ তুলে উঠে সে দাঁড়াতেই ড্রাইভারের পাশের লোকটা অস্ত্র হাতে নেমে দাঁড়াল। ওর ভঙ্গিতে এমন সতর্কতা ছিল যে বুঝতে অসুবিধে হল না, ওরা সন্দেহ করছে কিছু। এবং তখনই প্রদীপ লক্ষ করল জিপের আরোহী মাত্র দুজন। বাকি দুজন ফেরত আসছিল। সঙ্গে-সঙ্গে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের ট্রিগার টিপল প্রদীপ। খট করে শব্দ হল কিন্তু গুলি বের হল না। শব্দটা যত অল্পই হোক এগিয়ে আসা অস্ত্রধারীর কানে পৌঁছতেই সে জিপের পেছনে ছুটে গেল। সেইসঙ্গে ড্রাইভারও।

হতাশ হয়ে অস্ত্রটার দিকে তাকাল প্রদীপ। এই বস্তু সে কখনও ব্যবহার করেনি। ব্যবহার করার যে বিশেষ কায়দা আছে তা তার জানা নেই। মাঝখান থেকে শত্রুপক্ষ সতর্ক হয়ে গেল। এখান থেকে জিপটা পিস্তলের আওতার মধ্যে নেই। প্রদীপ মরিয়া হয়ে অস্ত্রটাকে সচল করতে চাইছিল। ইতিমধ্যে নতুন কোনও শব্দ না পেয়ে লোকটা আবার বেরিয়ে এসেছে আড়াল থেকে। হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল একটা নাম ধরে। সম্ভবত গুহার পাহারাদারের নাম। প্রতিধ্বনি বাজল। ড্রাইভারও বেরিয়ে এসেছে এবার। প্রদীপ তখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অস্ত্রটির মুখ যখন আকাশের দিকে তখনই গুলি বের হতে লাগল। সেই শব্দ শুনে লোকদুটো এমন হকচকিয়ে গেল যে প্রদীপ অস্ত্রের মুখ নামাবার সময় পেল। সঙ্গে-সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে স্থির হয়ে গেল লোকদুটো।

বরফের ওপর ছিটকে পড়া রক্ত দেখতে পেয়ে প্রদীপ নিশ্চিত হল ওখানে গিয়ে যাচাই করার প্রয়োজন নেই। যন্ত্রটাকে যে শেষপর্যন্ত কাজ করাতে পারল তার জন্যে মন হালকা লাগছিল এখন। কিন্তু বাকি লোকদুটো কোথায়? ওরা কি জিপটাকে এগোতে গিয়ে পেছনে আসছে?

এইসময় চিৎকার কানে এল। মেয়েলি গলার আর্তনাদটা যে কোমলের তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রদীপ যতটা সম্ভব দ্রুত ভেতরে ঢুকে ওপরে উঠতেই থমকে গেল। কোমলকে সামনে রেখে একটা লোক অস্ত্র উঁচিয়ে আছে। কোমলের মাথায় ওর অস্ত্র ঠেকানো। দ্বিতীয় লোকটা অজ্ঞান হয়ে থাকা লোকটির বাঁধন খুলছে দ্রুত হাতে। প্রদীপ ঠোঁট কামড়াল। ভুল হয়ে গেছে খুব। যে পথ দিয়ে রাই এখানে আসার চেষ্টা করছিল সেই পথ দিয়েই উঠে এসেছে লোকদুটো। গুলির শব্দে ওরা নিশ্চয়ই বিপদ বুঝতে পেরেছিল তাই দুই দলে বিভক্ত হয়ে এখানে পৌঁছতে চেষ্টা করেছে।

এখন কোমল ওদের সামনে, এই অবস্থায় কোনওমতেই গুলি ছোড়া যায় না।

প্রদীপ নিজেকে আড়ালে রাখার চেষ্টা করল। ওদের সামনে না গেলে ওরা আর যাই হোক তার ওপর মানসিক চাপ তৈরি করতে পারবে না। হঠাৎ ওদের একজন চিৎকার করল, 'বেরিয়ে আয় শালা, তিন মিনিটের মধ্যে না বেরিয়ে এলে এই মেয়েটাকে খুন করব।'

প্রদীপ চুপচাপ মাথা নাড়ল। ওরা কখনওই সেটা করতে পারে না। বস্-এর মেয়েকে খুন করার হিম্মত ওদের কখনওই হবে না। তা ছাড়া, কোমলকে খুন করলে ওদের হাতে নিজেদের আড়াল করার কোনও অস্ত্র থাকবে না। সে কোনও সাড়া দিল না। মিনিট পাঁচেক চলে গেল। প্রদীপ ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে। ওরা যদি আজ রাত্রে গুহার মধ্যে থেকে যায় তা হলে সে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতেই পারে না। ওরা যদি বুদ্ধিমান হয় তা হলে সেই চেষ্টাই করবে।

কিন্তু এই সময় কোমল আবার চিৎকার করে উঠল। আড়ালে থেকে প্রদীপ দেখল কোমলকে সামনে রেখে, প্রায় ঠেলতে-ঠেলতে এগিয়ে আসছে লোকটা। দ্বিতীয়জন কাছেপিঠে নেই। আহত লোকটাকে গুহার মধ্যে নিয়ে গিয়েছে ওরা। প্রদীপ সরে দাঁড়াল। ধীরে-ধীরে নিচে নেমে এল সে, তারপর লোকদুটোর মৃতদেহ যতটা পারে আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিপে উঠে বসে স্টার্ট দিল। কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে সে অপেক্ষা করল যতক্ষণ না কোমল আর লোকটাকে দেখা যায়। ব্রেক চেপে ইঞ্জিনের আওয়াজ তুলতে লাগল যেন অনেকটা দূর থেকে উঠে আসছে। ওদের পোশাক চোখে পড়ামাত্র সে জিপটাকে তুলে নিয়ে এসে ব্রেক কষল আড়াআড়িভাবে। যেন এইমাত্র উঠে এসেছে। লোকটা চেঁচিয়ে কিছু বলল। তারপর আচমকা কোমলকে নিয়ে পাহাড়ের দিকে মুখ করে ঘুরে গেল। এবার জিপের দিকে পিছন ফিরে হাঁটছিল সে। এভাবে হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিল কোমলের। আর এই হাঁটার সময় সমানে চিৎকার করে সঙ্গীদের ডাকছিল লোকটা। এখন ওর পিছন দিক প্রদীপের সামনে। জিপের কাছাকাছি চলে আসায় পিস্তলের আওয়তার মধ্যে। তবু গুলি ছুড়তে সাহস হচ্ছিল না ওর। এই সময় দ্বিতীয় লোকটাকে খাঁড়ির ওপরে দেখা গেল। লোকটা চিৎকার করে কিছু বলতে কোমলকে টেনে আনা লোকটা স্থির হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে গুলি চালাল প্রদীপ। দ্বিতীয় লোকটা ছিটকে পড়ে গেল খাঁড়ির মধ্যে।

প্রথম লোকটা দাঁড়িয়ে আছে শক্ত হয়ে। ওর অস্ত্র কোমলের মাথায় ঠেকানো। আঙুল ট্রিগারে। প্রদীপের সামনে ওর পিছন দিক। এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি ছুড়লে প্রদীপ পাল্টা গুলি ছুড়তে পারবে না। প্রদীপ চিৎকার করল, 'আমার কাছে তুমিও যা আর তোমার বসের মেয়েটাও তাই। ওর জন্যে যদি ভাব গুলি করব না তা হলে ভুল

করবে। বাঁচার ইচ্ছে থাকলে যন্ত্রটা ফেলে দাও।'

লোকটা মাথা নাড়ল, 'আমি তোকে বিশ্বাস করি না।'

সঙ্গে-সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে বরফের ওপর লুটিয়ে পড়ল কোমল, লোকটা ঘাবড়ে গিয়ে নিচু হতেই প্রদীপ জিপ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অস্ত্রটা দিয়ে আঘাত করল ওর মাথায়। লোকটা ঘুরে সোজা হতে-হতে প্রদীপ দ্বিতীয়বার আঘাত করল, ওর মুখে। এবার লোকটা গড়িয়ে পড়ল। পড়ে স্থির হয়ে গেল। কোমলকে টেনে তুলল সে। মেয়েটা তখন থরথর করে কাঁপছে। এই তিন দিনের ঝড়, মেয়েটার সমস্ত শক্তি যেন শুষে নিয়েছে। প্রদীপ এক হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল। নিচু গলায় বলল, 'আর কোনও ভয় নেই।'

'আপনি কে?' অদ্ভুত গলায় প্রশ্নটা উচ্চারণ করল মেয়েটা।

'আমি তো তোমাকে আমার নাম বলেছি। চলো, এবার আমরা ফিরে যাব।' প্রদীপ ঘুরে জিপটার দিকে তাকাল। জিপ চালিয়ে সে স্বচ্ছন্দে গ্যাংটক ফিরে যেতে পারে। কিন্তু তাহলে বাইকটার কী হবে? এই জিপ তার নয় কিন্তু বাইকটা নিজস্ব। ওটাকে এখানে বরফের মধ্যে ফেলে রেখে সে চলে যেতে পারে না।

সে মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করল, 'গাড়ি চালাতে পারো?'

কোমল মাথা নাড়ল, না।

'তা হলে তোমাকে কষ্ট করতে হবে। আমার হাত ধরে চলো।'

কোমলকে নিয়ে প্রদীপ আবার খাঁড়ির ভেতর দিয়ে ওপরে উঠে এল। এখন এই বরফের পৃথিবীতে ছায়া নেমেছে। দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। এই রকম পরিস্থিতিতেও প্রদীপের খিদে পাচ্ছিল। ও গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ল। স্টোভের পাশে কিছু খাবার রয়েছে। কার খাবার কে খায়।

কোমল খেতে চাইল না। প্রদীপ তাকে কয়েকবার অনুরোধ করেও রাজি করাতে পারল না। একজন স্বেচ্ছায় না খেয়ে থাকা মানুষের সামনে ভালোভাবে খাওয়া যায় না। প্রদীপ কিছুটা কোনওমতে গিলে নিয়ে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে গেল। শব্দ হচ্ছে গুহায়। শব্দটা আসছে ওয়াকিটকি থেকে। এক মুহূর্ত চিন্তা করে সে এগিয়ে যন্ত্রটা তুলে কানের কাছে ধরে সুইচ অন করল, 'হ্যালো। হ্যালো।' খুব ক্ষীণ স্বর ভেসে এল, 'জিরো জিরো টু জিরো টু?'

'ইয়েস। জিরো জিরো টু স্পিকিং।'

'জি-ওয়ান কলিং। জি-ওয়ান কলিং। হোয়াট ইজ দ্য রেজাল্ট?'

'রেজাল্ট ইজ গুড। ভেরিগুড।'

'ও কে। কাম জি ইমেডিয়েটলি। বস উইল মিট ইউ। ওকে?'

'ও কে!'

'ওভার।' যন্ত্রটা থেমে গেল।

এই ছোট্ট অথচ শক্তিশালী যন্ত্রটার সঙ্গে গ্যাংটক শহরের একটি যন্ত্রের সরাসরি সংযোগ আছে। জি ওয়ান মানে গ্যাংটক এক তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। গ্যাংটকে আর কতগুলো ঘাঁটি আছে ওদের? প্রদীপ ঠিক করল এই যন্ত্রটা নিয়ে যাবে সঙ্গে।

বের হওয়ার আগে সে গুহাটাকে ভালো করে দেখে নিল। একটা ছোট্ট বাক্সের মধ্যে সে ভাঁজ করা কতগুলো ম্যাপ পেল। ম্যাপের ওপর চোখ বুলিয়ে প্রদীপ অবাক

www.MurchOna.com

হয়ে গেল। সিকিম থেকে বেরিয়ে তিব্বতের ভেতর অনেকটা জায়গা জুড়ে এই ম্যাপ ব্যবহারকারীর যাওয়া-আসা আছে। পেন্সিল দিয়ে বেশ কিছু জায়গা চিহ্নিত করা। সীমান্তের ওপাশে এরা কী করতে যায়?

কোমলকে নিয়ে বরফের ঢাল পেরিয়ে মোটরবাইকের কাছে পৌঁছতে-পৌঁছতে সূর্য ডুবে যাওয়ার সময় চলে এল। বাইকটার ওপর ইতিমধ্যে ভালো তুষার জমে গেছে। সেসব ছাড়িয়ে ওটাকে চালু করতে বেশ কসরৎ করতে হল। ইতিমধ্যে পথে নতুন তুষার পড়েছে। পথটাও সরু। কোমলকে পিছনে বসিয়ে শক্ত করে ধরে রাখতে বলল প্রদীপ। কাদা তুষারে বাইকের চাকা আটকে যাচ্ছে। কোনওমতে পুলিশ ফাঁড়ির সামনে নেমে এল ওরা।

দোকানগুলো এর মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। ওরা সারাদিনে ক'টা খদ্দের পায় কে জানে। বাইকের হর্ন বাজাল প্রদীপ। সে আশা করছিল ভেতর থেকে দ্বিতীয় পুলিশটা বেরিয়ে আসবে কিন্তু কেউ এল না। অগত্যা বাইক দাঁড় করিয়ে প্রদীপ বারান্দায় উঠে এল। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল লোকটা পড়ে আছে মাটিতে, চিৎ হয়ে। কাছে গিয়ে বুঝতে পারল লোকটাকে আবার মারা হয়েছে, মেরে ফেলেনি। গুলির চিহ্ন নেই, রক্তপাতও হয়নি। ওর জ্ঞান ফেরাতে সামান্য সময় লাগল। প্রদীপ লোকটাকে বলল, 'বারান্দায় গিয়ে বসো। মিলিটারি ভ্যান দেখতে পেলেই থামাবে। তাদের বলবে এখনই এক নম্বর গুহায় তল্লাশি করতে। বুঝতে পারছ?'

লোকটা আচ্ছন্ন হয়েছিল। সেই অবস্থায় মাথা নাড়ল। প্রদীপ একটা চেয়ার টেনে দরজার কাছে লোকটাকে বসিয়ে দিল। কিন্তু তার ঠিক ভরসা হচ্ছিল না ওর ওপর।

মিনিট খানেকের মধ্যে মোটরবাইকটা গতি তুলল। চাকার ধাক্কায় তুষার ছিটকে যাচ্ছে। কোমল তার পেছনে বসেও আছে চুপচাপ। মুখে রুমাল জড়িয়ে নিয়েছিল প্রদীপ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঠান্ডা ছুঁচোলো বাতাসের কামড় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছিল। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি চলকে উঠল। একটুও দ্বিধা না করে সে বাইক নিয়ে উঠে এল এক নম্বর গুহার পিছনে। শরীরগুলো এখনও বরফের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। যাকে সে শেষবার আহত করেছিল সেই লোকটা এখন নড়ছে। তার জ্ঞান ফিরে আসছে। কোমলকে বাইক থেকে নামতে বলল সে। তারপর জিপের পিছনের কপাট খুলে ফেলল। খুব বেশি জায়গা নেই। তার ওপর স্টেপনিটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। সে টেনে-টেনে স্টেপনিটাকে বরফের ওপর নামাল। তারপর বাইকটাকে স্টেপনির ওপর তুলতে মনে হল বাকি উচ্চতাটুকু তুলতে পারবে। কিন্তু শক্তি প্রয়োগ করে বুঝতে পারল ব্যাপারটা তার একার পক্ষে সম্ভব নয়। সে বাইকটাকে খুব সামান্যই ওপরে তুলতে পারছে। এই ঠান্ডাতেও ওর শরীর থেকে ঘাম বের হচ্ছিল। এতক্ষণ কোমল চুপচাপ প্রদীপকে দেখছিল। এবার সে এগিয়ে এল। ওকে হাত লাগাতে দেখে দ্বিগুণ উৎসাহে প্রদীপ বাইকটাকে তুলতে চাইল। একটু-একটু করে বাইকটা জিপের মেঝেতে পৌঁছে দিয়েই ঠেলতে লাগল ওরা। বাইক ঘষটে গেল অনেকটা কিন্তু শেষপর্যন্ত ওটাকে ওপরে তুলতে সক্ষম হল ওরা। প্রদীপ দেখল চাকা বাইরে বেরিয়ে থাকায় জিপের কপাট তোলা যাচ্ছে না। সে দ্রুত গাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। গুহায় পৌঁছবার মুখে সে লোকটিকে দেখতে পেল। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। ওকে দেখামাত্র আতঙ্কিত হয়ে উঠল ওর মুখ। কোনও কথা

না বলে দড়ি কুড়িয়ে নিল প্রদীপ। তারপর বেরিয়ে আসার মুখে ব্যান্ডির বোতলটা নিচে দেখতে পেয়ে তুলে নিল।

খাঁড়ি থেকে বেরিয়ে জিপের দিকে তাকিয়ে ও লোকটাকে দেখতে পেল। এখন উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা। বাইকের চাকায় হাত দিয়ে কোমল লোকটার দিকে পেছনে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে আসতে দেখে লোকটা আবার বরফের ওপর বসে পড়ল। শত্রুকে জাগিয়ে রাখতে নেই। ব্যান্ডির বোতল দিয়ে লোকটার মাথায় সামান্য আঘাত করতেই ও আবার লুটিয়ে পড়ল বরফের ওপর।

বাইকটাকে ভালো করে জিপের সঙ্গে বেঁধে অস্ত্র এবং ওয়াকিটকি নিয়ে সে চলে এল ড্রাইভিং সিটে। পাশের দরজা খুলে কোমলকে বলল উঠে বসতে। সামনের কাচে তুষার জমেছে। সেটাকে পরিষ্কার করে ইঞ্জিন চালু করল প্রদীপ। ধীরে-ধীরে জিপটাকে নামাচ্ছিল প্রদীপ। রাস্তা এত সরু যে প্রতি মুহূর্তে নিচে গড়িয়ে পড়বে বলে আশংকা হচ্ছিল। শেষপর্যন্ত নিচে পৌঁছবার আগের মুহূর্তে সে গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেয়ে ব্রেক চেপে চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেল। গাছের আড়ালে থাকায় ওদের দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা নিচ থেকে কম। প্রদীপ দেখল একটা মিলিটারি কনভয় ফিরছে। পরপর আটটা গাড়ি চলে গেল পুলিশ ফাঁড়ির দিকে! ওরা যাবে সীমান্তে। কিন্তু তাকে দ্রুত চলে যেতে হবে এই এলাকা ছেড়ে। মিলিটারিদের হাতে ধরা পড়লে ওরা কোনও ব্যাখ্যাই মানতে চাইবে না। সেপাইটা নিশ্চয়ই ওদের থামাবে।

চওড়া রাস্তায় পড়ে যতটা সম্ভব জোরে জিপ চালাচ্ছিল প্রদীপ। পাশে পুতুলের মতো বসে আছে কোমল। সন্ধে নেমে গেছে। জিপের হেডলাইট জ্বালিয়ে দিতে হয়েছে। প্রায় ঘন্টাখানেক আসার পরে জিপ থামাতে হল সামনের কাচ পরিষ্কার করার জন্যে। ওয়াইপারের ক্ষমতা নেই ওই তুষার সরানোর।

মাটিতে নামতেই প্রদীপের মনে হল দুটো পা নেই। এত অবশ হয়ে গেছে হাঁটুর নিচু অংশ যে সে ভালো করে দাঁড়াতে পারছিল না। জিপে ফিরে এসে সে ব্যান্ডির বোতল খুলে গলায় ঢালল। তারপর এগিয়ে ধরল কোমলের সামনে।

মাথা নাড়ল কোমল, না। প্রদীপ ধমকাল, 'একটু গলায় ঢালো। শরীর গরম হলে ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবে। সব সময় বোকার মতো না বলো না।'

কোমল তাকাল, 'আমি কোনওদিন ওসব খাইনি।'

'এটা এখন ওষুধ। কে কবে ওষুধ খেয়েছে?'

কোমল এবার হাত বাড়াল। বোতলটাকে নিয়ে যেন প্রতিবাদ জানাতেই অনেকখানি গলায় ঢেলে মুখ বিকৃত করে কোনওমতে গিলতে লাগল। ওর হাত থেকে বোতলটা নিয়ে প্রদীপ আর এক ঢোঁক গিলতেই ওয়াকিটকি শব্দ করে উঠল। সুইচ অন করে সে গম্ভীর গলায় বলল, 'জিরো জিরো টু স্পিকিং।'

'জি ওয়ান কলিং, জি ওয়ান কলিং। আর ইউ কামিং ব্যাক?'

'ইয়েস। উই আর অন দ্য ওয়ে।'

'গুড। বস ইজ ওয়েটিং ইন আঙ্কল'স শপ। ও কে!' লাইনটা কেটে গেল। যন্ত্রটা নামিয়ে সে কোমলের দিকে তাকাল, 'আঙ্কলের শপটা কোথায় জানো?'

'না।' ব্যান্ডির প্রতিক্রিয়ায় কোমলকে একটু স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল।

www.MurchOna.com
'তোমার বাবা সেখানে অপেক্ষা করছে।'

'ইম্পসিবল। আমি বাবার কাছে যাব না।' সোজা হয়ে গেল কোমল।

'তোমার বাবা আমাকে এতক্ষণে মৃত ভাবছেন। ভেবে খুশি হয়েছেন। তাঁর সামনে গেলে আমারও ভাগ্য ভালো থাকবে না। কিন্তু এই আঙ্কলস শপটা কোথায় সেটা জানতে হবে।'

'আপনি আমাকে এখানে নামিয়ে দিন।'

'পাগল। ঠান্ডায় জমে মরে যাবে তুমি। বিশ্বাস করতে পারছ না কেন আমাকে? পকেট থেকে দিলবাহাদুরের জিনিসগুলো বের করে সে কোমলের হাতে দিল। ওগুলো দেখা মাত্র কোমল ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। জিপ চালু করল প্রদীপ।

মেয়েটা কেঁদে যাচ্ছে দেখে সে আবার ব্যান্ডির বোতলটা এগিয়ে ধরল। একটুও দ্বিধা না করে খানিকটা খেয়ে নিল কোমল। দিলবাহাদুরের জিনিসগুলো ওর হাতে ধরা। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কোমল জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে?'

'প্রদীপ গুরুং। দার্জিলিং-এ থাকি। একটা আশ্রমের জন্যে টাকার দরকার ছিল। তোমার বাবা সেই টোপ দিয়ে মিথ্যে কথা বলে আমাকে দিয়ে কিছু কাজ করাতে চেয়েছিলেন। আমি প্রথমে বোকার মতো বিশ্বাস করেছিলাম। এখন তিনি আমাকে সরিয়ে ফেলতে চান।'

'এখন আপনি কী করবেন?'

'দার্জিলিং-এ ফিরে যাব। তবে যাওয়ার আগে ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে হবে।'

'আমি কোথায় যাব? আমার তো যাওয়ার জায়গা নেই। কেন আপনি নিয়ে এলেন আমাকে? আমার তো মরে যাওয়াই সবচেয়ে ভালো ছিল।'

'মরতে তো সবাইকে হবেই।'

'বাজে কথা বলবেন না।'

বাইরে এখন ঘন অন্ধকার। হঠাৎ হেডলাইটের আলোয় রাস্তার পাশে দুটো গাড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। বড় গাড়িটা যে ট্যুরিস্টবাস তা বুঝতে পেরে জিপের গতি কমাল। কাছে পৌঁছে বুঝতে পারল ট্যুরিস্টবাস খারাপ হয়েছে এবং একটা মিলিটারি জিপ দাঁড়িয়েছে সাহায্য করার জন্যে। বাসের যাত্রীরা সবাই ঠান্ডার জন্যে ভেতরে বসে আছে। সেই গাইডটাকে দেখতে পেল প্রদীপ। টর্চ হাতে মেকানিককে সাহায্য করছে। জিপ থেকে নামতেই পাদুটো কনকন করে উঠল। কোনওমতে কাছে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?' গাইড মুখ তুলে তাকে চিনতে পারল, 'আরে আপনি? ব্যাড লাক। তবে এঁরা ঠিক করতে পারছেন।'

প্রদীপ বলল, 'আমার সঙ্গে একজন মহিলা আছেন। জিপে কষ্ট হচ্ছে। জায়গা হবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'ধন্যবাদ। আচ্ছা, আঙ্কল'স শপটা কোথায়?'

'ওটা এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে। একটা বুড়োর চায়ের দোকান।'

'ও।' প্রদীপ কোনওমতে জিপের কাছে ফিরে এল। কোমল বসেছিল চুপচাপ। সে ওকে বলল, 'নেমে এসো। জিপে যেতে হবে না তোমাকে। জিপের ওপর তোমার

বাবার লোকজন নজর রাখবে। তুমি ওই বাসে উঠে যাও। আরামে গ্যাংটক পৌঁছে যাবে।'

'তারপর?'

'ওই বাসে উঠে জিজ্ঞাসা করবে সুজাতা কার নাম। তাকে আমার কথা বলবে। মনে হয় তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করতে পারবে।'

'বাসের ভেতরে যে ওই নামের কোনও মেয়ে আছে তা আপনি কী করে জানলেন?'

'আমি জানি। মেয়েটি একা, যাও।'

'না। আমি আপনার সঙ্গে থাকব।'

'বোকামি করো না।'

'আপনার পায়ে কী হয়েছে?'

'কিছু না। সুজাতাকে বলবে আমি যে হোটেলে উঠেছিলাম সেই হোটেলে গিয়ে উঠতে। আমি পরে দেখা করব।' প্রদীপ আর দাঁড়াল না। সোজা মিলিটারি জিপটার দিকে এগিয়ে গেল। জিপের ভেতর ড্রাইভার ছাড়া আর একজন অফিসার বসেছিলেন। সে পাশে গিয়ে বলল, 'এক্সকিউজ মি স্যার!'

আধঘণ্টা সময় চলে গেল। ইতিমধ্যে বাস ইঞ্জিন সারিয়ে চলে গেছে গ্যাংটকের দিকে। কোমল শেষপর্যন্ত বাধ্য মেয়ের মতো কথা শুনেছে। মিলিটারি অফিসারটি এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন ওপরওয়ালাদের সঙ্গে ওয়ারলেসে কথা বলতে। এর মধ্যে পুলিশ ফাঁড়ির সেপাইটির কথা মতো ওরা এক নম্বর গুহা আবিষ্কার করে অনেক তথ্য পেয়ে গিয়েছেন। নিহত এবং আহত লোকগুলোকে ওঁরা ধরতে পেরেছেন। আহত পুলিশটি জবানবন্দি দিয়েছে।

শেষপর্যন্ত অফিসারটি প্রদীপের কাছে এগিয়ে এল। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল বলে প্রদীপ জিপে উঠে বসেছিল। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কাছে অস্ত্র আছে?'

'না।' সরাসরি মিথ্যে কথা বলল প্রদীপ। যদিও ওর পায়ের নিচে কেড়ে নেওয়া আধুনিক অস্ত্র এবং পকেটে পিস্তলটা রয়েছে তখনও। 'তা হলে ওদের সঙ্গে লড়াই করলেন কী করে?'

'ওদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে।'

'সেটা কোথায়?'

'ওখানেই ফেলে এসেছি।'

'বেশ। আপনি এখন এগিয়ে যান। আঙ্কল'স শপের সামনে পৌঁছে মাঝরাস্তায় দাঁড়াবেন কিন্তু জিপ থেকে নামবেন না। আমরা জায়গাটাকে ঘিরে ফেলছি। লেট দেম কাম আউট। ওরা যেন বিশ্বাস করে ওদেরই জিপ ফিরে এসেছে। ও কে?' অফিসার ঘড়ি দেখল।

প্রদীপ ঘাড় নাড়ল। তারপর জিপ চালু করল।

এ ছাড়া উপায় ছিল না। তার একার পক্ষে অতবড় সংগঠিত দলের সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাওয়া মানে আত্মহত্যা করা এটা সে জানত। তবু কোমলকে নিয়ে জিপে করে এগিয়ে যাওয়ার সময় সে বেশ ধন্দে ছিল। তখন আঙ্কল'স শপ কোথায়

 www.MurchOna.com

তা না জানা থাকায় সোজা গ্যাংটকে পৌঁছে যেত। এখন একটা যুদ্ধ সামনে অপেক্ষা করছে। টোপ হিসেবে জিপটাকে নিয়ে সে এগিয়ে যাচ্ছে। এই মিলিটারি অফিসারকে সে কিছু সত্য গোপন করে গিয়েছে। দার্জিলিং-এর ভদ্রলোকের টোপ গিলে যে সে এসেছিল একথা বলেনি। বলেছে টুরিস্ট হিসাবে এই অঞ্চলে বেড়াতে এসে হত্যাকাণ্ড আবিষ্কার করে সে বিপাকে পড়ে গিয়েছে। সুজাতা বা লিটনের প্রসঙ্গ বলার কোনও প্রয়োজন হয়নি। ইতিমধ্যে যাচাই করে তথ্যের সত্যতা মিলিটারি অফিসার পেয়েছেন বটে কিন্তু ওঁরা তার সম্পর্কে কখনওই সন্দেহ মুক্ত হতে পারেন না। যে ঘটনাই এখন ঘটাতে থাক তারপর জীবিত অবস্থায় সে থাকলে অনেক জবাবদিহি তাকে দিতে হবে। আত্মরক্ষা করার জন্যে সে মানুষ মারতে বাধ্য হয়েছে সেটা প্রয়োগ করতে তাকে হিমসিম খেতে হবে।

হঠাৎ ওয়াকিটকির সিগন্যাল শুনতে পেয়ে যন্ত্রটাকে কানের কাছে আনল প্রদীপ, 'হ্যালো!'

'জিরো জিরো টু?'

'জিরো জিরো টু স্পিকিং।'

'জি ওয়ান কলিং। তোমার কি কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে?'

'ইঞ্জিন গোলমাল করছিল। এখন ঠিক আছে।'

'সে কি তোমাদের সঙ্গে আছে?'

'ইয়েস।'

'বস ইজ ওয়েটিং ফর ইউ। ওভার।'

অন্ধকারে বাইরেটার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কোনও আলো দেখা যাচ্ছে না। হেডলাইটের আলো যেন পর্যাপ্ত নয়। হঠাৎ অস্ত্রটার কথা মনে এল। পায়ের নিচে হাত দিয়ে ওটাকে তুলে গাড়ি থামিয়ে দূরের খাদে ছুড়ে ফেলল সে। একটা অস্ত্র নিয়ে অপেক্ষায় থাকা অনেক অস্ত্রের সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়া বোকামি। বরং মিলিটারিকে দেওয়া স্টেটমেন্টকে সত্যি করতে তার কাছে অস্ত্র না থাকা উচিত। কিন্তু পিস্তলটা? জিপ চালাল সে। পিস্তলটার ওপর তার বেশ মায়া পড়ে গেছে। মতিলালের পায়ের কাছে ফেলে দেওয়ার সময় সে নিতান্তই বাধ্য হয়েছিল। না। মায়া ত্যাগ করতে হবে। পিস্তলটা বের করে ছুড়ে দিল সে বাইরে। পাহাড়ের কোনও খাদে উড়ে গিয়ে পড়ল সেটা। সারা রাতের তুষার তাকে মানুষের চোখের আড়ালে রেখে দেবে, অনেকদিন। এখন সে মুক্ত। একেবারে সাধারণ মানুষ। কেউ একটা ছুরি নিয়ে এগিয়ে এলে প্রতিরোধ করার মতো কিছু সঙ্গে নেই।

পায়ের যন্ত্রণা বাড়ছে। অ্যাকসিলেটার থেকে পা সরিয়ে সেটাকে আবার যথাস্থানে নিয়ে যেতে ব্যাপারটা বুঝতে পারল প্রদীপ। দুটো পা অবশ হয়ে গেছে। যন্ত্রণাটা জন্ম নিয়েছে হাড়ে। হাড়ের বাইরে মাংস, চামড়া আছে কি না তা বোঝা যাচ্ছে না হাত না বোলালে। সে স্পিড কমাল। প্রয়োজনের সময় যদি ব্রেকে পা নিয়ে যেতে না পারে?

এবং তখনই দূরে আলো দেখল। সামনেই ছোট জনপদ। বরফ শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। একটু-আধটু তুষার পড়ছে গুঁড়ো ধুলোর মতো। পাহাড়ে গরিব মানুষেরা যেভাবে থাকে। একটা দোকানের সামনে আলো জ্বলছে। দোকানটা চা-বিস্কুটের। গাড়িটা

একটু আগে দাঁড় করল। ক্ল্যাচ এবং ব্রেকে যে সে চাপ দিয়েছে তা নিতান্তই অভ্যেস। প্রদীপ চিনতে পারল। সকালে যাওয়ার সময় এই বুড়োর কাছে সে হদিশ জানতে চেয়েছিল।

বুড়ো অবিকল একই ভঙ্গিতে বসে আছে দোকানে।

প্রদীপ চিৎকার করল, 'হ্যালো আঙ্কল! আই অ্যাম হিয়ার।'

বৃদ্ধ হাত নেড়ে ভেতরে যেতে বলল।

প্রদীপ চিৎকার করল, 'ইম্পসিবল। আমি হাঁটতে পারছি না। বরফ আমার পায়ে থাবা বসিয়েছে।'

বৃদ্ধ সেটা শোনার পর ভেতর দিকে মুখ ঘুরিয়ে কিছু বলল চাপা গলায়। প্রদীপ দেখল একটি লোক বেরিয়ে আসছে। লোকটা যদি তাকে গুলি করে তাহলে তার কিছু করার নেই। কিন্তু লোকটা সেসব কিছুই না করে ইশারায় তাকে অনুসরণ করে হেডলাইটের আলো ধরে সামনে হাঁটতে লাগল। অর্থাৎ এটা যদি আঙ্কলের দোকান হয় তা হলে বিশিষ্ট ভদ্রলোক এখানে নেই। তিনি অনেক বেশি সতর্ক।

মিনিট তিনেক যাওয়ার পর লোকটা তাকে ইশারায় দাঁড়াতে বলে বাঁ-দিকে চলে গেল। প্রদীপ দেখল ওপাশে পাহাড়ের গা ধরে একটি গাড়ি স্বচ্ছন্দে যেতে পারে। লোকটা ঢুকেছে সেই পথে। সে পিছনে তাকাল। কোনও মানুষের অস্তিত্ব নেই। সামনেও কোনও গাড়ির আলো জ্বলছে না। অথচ সেইরকম কথা ছিল। মিলিটারি অফিসার তাকে ওইরকম আশ্বাস দিয়েছিলেন।

এইসময় তিনজন লোক বেরিয়ে এল অন্ধকার ফুঁড়ে সেই রাস্তা দিয়ে। তিনজনের হাতে অস্ত্র। একজন চিৎকার করল, 'কে হাঁটতে পারছে না?'

'আমি।' গলা তুলে বলল প্রদীপ।

'বাকিদের কি পায়ে বাত হয়েছে? অ্যাই, তোর নাম কী?'

এই প্রশ্নটাই শেষপর্যন্ত ওরা করবে তা জানত প্রদীপ। সে আচমকা গিয়ার পালটে অ্যাকসিলেটারে চাপ দিয়ে জিপটাকে সরু রাস্তায় নিয়ে গেল। হেডলাইটের আলোয় তিনটে মুখ আচমকা ভয়ার্ত হয়ে উঠল। পাহাড়ের দিকে সরে যাওয়ার কোনও জায়গা নেই। পেছনের দিকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করে ওরা ঝাঁপ দিল যেদিকটায়, সেদিকে শুধুই শূন্য। তিনটে মানুষের আর্তচিৎকার শোনা গেল রাতের নিস্তব্ধতা চূর্ণ করে।

আর তখনই গুলি ছুটে আসতে লাগল সামনে থেকে। সামনের কাচ ভেঙে পড়তেই প্রদীপ কোনওমতে শরীরটাকে পেছনে নিয়ে এল। সামনের সিটে তখন গুলি বিঁধছে। প্রদীপ দ্রুত হাতে মোটরবাইকের দড়ির বাঁধন খুলতে চেষ্টা করছিল। বাঁধবার সময় খেয়াল করেনি এভাবে খোলা দরকার হতে পারে। হঠাৎ একটা চিৎকার শোনা গেল। কেউ একজন ধমকে গুলি না চালাতে বলছে। গুলি যখন বন্ধ হল তখন প্রদীপের মনে হল গলার স্বর যেন একটু চেনা-চেনা।

ততক্ষণে বাইকটাকে মুক্ত করে সে নিচে নামাতে পেরেছে। লোকগুলোর সঙ্গে তার একমাত্র আড়াল এখন জিপটা। ওরা নিশ্চয়ই এগিয়ে আসছে। বাইকে বসে সে স্টার্ট নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু পা উঠছে না তার। দুই পায়ে বিন্দুমাত্র শক্তি অবশিষ্ট নেই। বাইক চালু করতে যতটুকু শক্তি পায়ে দরকার হয় তা জোগাড় করতে না পেরে সে সাইকেলের মতো বাইরের চাকা গড়িয়ে যেতে দিল। ঢালু রাস্তা বলে মোটরবাইকটা

www.MurchOna.com

নিচের দিকে নেমে যাচ্ছিল। সেই অবস্থায় ইঞ্জিন চালু করার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল প্রদীপ।

পিচের রাস্তায় পড়ে সে গ্যাংটকের দিকে বাঁক নিল। এবং তখনই পেছনে গাড়ির আলোকে ছুটে আসতে দেখল সে। ঢালু পিচের পথ পেয়ে বাইক তখন বেশ জোরে ছুটছে। এবার সামনে থেমে গাড়ির আওয়াজ ভেসে আসতেই ব্রেক চেপে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করল সে। বাইকটা থেমে যাওয়ামাত্র মাটিতে পা দিতেই আছাড় খেয়ে পড়ল প্রদীপ। হাঁটুর নিচ থেকে কোনও কিছু যেন তার অবশিষ্ট নেই। কোনওমতে বাইকটাকে টেনে-হিঁচড়ে রাস্তা থেকে অনেকটা সরে যাওয়ামাত্র ওপর থেকে একটার পর একটা মিলিটারি আর পুলিশের গাড়ি জায়গাটা পেরিয়ে চলে গেল। অর্থাৎ এতক্ষণে দ্বিমুখী অভিযান শুরু হল। ওরা ওকে বিশ্বাস করেনি তাই টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছিল। এতক্ষণে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়ার কথা ওর।

অন্ধকারে উঠে বসতে চেষ্টা করল প্রদীপ। হাত বোলাল পায়ে। তারপর জুতো খুলতে লাগল। দুটো পা দারুণ ফুলে গেছে। ভেজা জুতো বসে গেছে চামড়ায়। কোনওমতে জুতো-মোজা খুলে ফেলতেই-ওপরে গুলির আওয়াজ শুরু হল। মাটিতে পা ঘষতে-ঘষতে মনে হল সাড় আসছে। কোনওমতে বাইকটাকে দাঁড় করিয়ে সে উঠে বসে স্টার্ট নেওয়ার চেষ্টা করতেই থমকে গেল। অন্ধকারে কিছু একটা নড়ছে। একটা মানুষ। পাহাড় থেকে লাফিয়ে নিচে নামল। তারপর দৌড়তে লাগল সামনে। লোকটা ভালো করে দৌড়তে পারছিল না।

চট করে হেডলাইট জ্বালাল প্রদীপ। আতঙ্কিত লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। ওর হাতে একটা রিভলভার। ভদ্রলোকের ভয়ার্ত মুখ চিনতে অসুবিধে হল না তার। চটপট হেডলাইট নিভিয়ে দিয়ে সে শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে স্টার্ট নিতে চাইল। সঙ্গে-সঙ্গে বাইকটা চালু হয়ে গেল। প্রদীপ রাস্তায় নামল।

হেডলাইটের আলোয় লোকটাকে দৌড়তে দেখল সে।

সে বাইকের গতি বাড়াল। মুহূর্তেই লোকটি তার সামনে। রাস্তার একপাশে সরে যেতে-যেতে রিভলভার তাক করছে। কোনও চিন্তাভাবনা না করে বাইক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে লোকটার ওপর। একটুও চিৎকার করল না লোকটা। প্রদীপ দেখল সে বাইক সমেত শূন্যে ভেসে যাচ্ছে। পরক্ষণেই রাস্তায় পড়ল বাইকটা। সে প্রাণপণে হ্যান্ডেল দুটো ধরে রাখতে চেষ্টা করছিল। দুটো চাকা একসঙ্গে পড়ার পর বাইকটা লাফিয়ে উঠতেই আবার ব্যালেন্স রাখতে চেষ্টা করল প্রদীপ। পড়তে-পড়তে শেষ মুহূর্তে সোজা হয়ে বাইকটা ছুটে যেতে লাগল সামনে। প্রদীপ দাঁড়াল না। পিছন থেকে কোনও শব্দ ভেসে আসছিল না। দুহাতে বাইকটাকে আঁকড়ে ধরে সে স্পিড বাড়াতে লাগল। মিলিটারি অথবা পুলিশ জানতে পারলেই তার পেছনে ছুটে আসবে।

গ্যাংটক শহরে সে যখন পৌঁছাল তখন মধ্যরাত। বাস টার্মিনাসের পাশ দিয়ে ওপরে ওঠার সময় তার দৃষ্টি ঝাপসা। হঠাৎ যে লোকটা রাস্তার মাঝখানে চলে এসে হাত নাড়তে লাগল, তার শরীরের ওপর বাইকটা তুলে দিতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে ব্রেক চাপল সে। সঙ্গে-সঙ্গে ছিটকে পড়ে গেল প্রদীপ বাইক থেকে। পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

দু-দিন পরে যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন সে প্রথমে লিটনের মুখ দেখতে পেল।

ছেলেটার মুখে দাড়ি, চোখে রাত জাগার চিহ্ন।

'কেমন আছ গুরু?'

'ভালো।' নিশ্বাস নিল প্রদীপ।

'আর একটু হলে তুমি আমাকে খতম করে দিয়েছিলে।'

প্রদীপের মনে পড়ল। বাস টার্মিনাসের কাছে যে লোকটা সামনে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিল সে যে লিটন তা বুঝতে পারেনি তখন, বোঝার ক্ষমতা ছিল না।

'আমার পা?' সে নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করল।

'বেঁচে যাবে। অল্পের জন্যে বেঁচেছে, হাঁটু থেকে কেটে ফেলতে হতো, ডাক্তার বলেছে।'

'ওঃ।' বুক থেকে স্বস্তি জড়ানো বাতাস বেরিয়ে এল।

'গুরু?'

'বল।'

'একটা ছবি দ্যাখো।' লিটন সন্তর্পণে একটা ফটোগ্রাফ তুলে ধরল। বরফের মধ্যে একটি লোক পড়ে যাচ্ছে, তার পাশে কোমল, দূরে বন্দুক হাতে একজন। লিটন বলল, 'কাপুরের ফিল্ম ম্যানেজ করে নিয়েছি আমি।'

'গুড। আমি এখন কোথায়?'

'হাসপাতালে।'

'পুলিশ?'

'সব খুলে বলেছি আমি। এই ছবি দেখার পর ওরা সব মেনে নিয়েছে।'

'সেই লোকটা?'

'কোন লোক? কোমলের বাবা? নেই। ওকে পুলিশ মেরুদণ্ড ভাঙা অবস্থায় পরদিন রাস্তার ওপর পড়ে থাকতে দ্যাখে।'

'যাচ্চলে। ফিরে গিয়ে বাচ্চাগুলোকে কীভাবে বাঁচাব জানি না।'

'বাঁচাবার দরকার হবে না। যে কিনছিল সে-ই তো নেই।' লিটন হাত ধরল প্রদীপের। বলল, 'গুরু। রেস্ট নাও এখন। কিন্তু তার আগে একটা সমস্যা আছে।'

'কী সমস্যা?'

'দুজন দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলে।'

'দুজন?' ভাঁজ পড়ল প্রদীপের কপালে।

'সুজাতা আর কোমল। কাকে আগে ঢুকতে বলব?' লিটন ফাজিল হাসি হাসল।

চোখ বন্ধ করল প্রদীপ, 'আমি এখন ঘুমাব। অনেকক্ষণ ঘুমাব। বাই।'